কর্মক্ষেত্রে কর্মজীবী মহিলাদের অবস্থানঃ একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশ্লেষণ।

এম. ফিল থিসিস

হাসী আক্তার

RB
B
331·4
AKK

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২০০১

M.

M.Phil.

401310

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কর্মক্ষেত্রে কর্মজীবী মহিলাদের অবস্থানঃ একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশ্লেষণ।

GIFT

লাকী আক্তার

401310

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

কর্মক্ষেত্রে কর্মজীবী মহিলাদের অবস্থানঃ একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশ্লেষণ।

এম,ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

Dhaka University Library
401310

গবেষক
লাকী আক্তার

401310

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
এম, সাইফুল্লাহ ভূইয়া
অধ্যাপক, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, "**কর্মক্ষেত্রে কর্মজীবী মহিলাদের অবস্থান ঃ একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশ্লেষন**" শীর্ষক এ অভিসন্দর্ভ সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে এই শিরোনামে ইতিপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেননি। এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এই অভিসন্দর্ভ বা এর অংশবিশেষ অন্য কোন বিশ্বদ্যিালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

401310

ঢাকা

তারিখ ঃ ৯/১০/২০০৩ ইং

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

লাকী আক্তার

এম.ফিল গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য লাকী আক্তার কর্তৃক রচিত "**কর্মক্ষেত্রে কর্মজীবী মহিলাদের অবস্থানঃ একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশ্লেষন**" শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে তার এককভাবে সম্পাদিত একটি মৌলিক গবেষণা। আমার জানামতে এই শিনোনামে কোন অভিসন্দর্ভ ইতিপূর্বে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রীর জন্য জমা দেয়া হয়নি।

তারিখঃ ৯/১০/০৬

এম, সাইফুল্লাহ ভূইয়া

এম,সাইফুল্লাহ ভূইয়া
তত্ত্বাবধায়ক ও অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রথমে থেকেই যার ঐকান্তিক সাহায্য ও সহযোগিতা আমাকে এ গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করতে অনুপ্রেরনা যুগিয়েছেন তিনি আমার তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক এম, সাইফুল্লাহ ভূইঁয়া। এ গবেষণা কর্মটি সম্পাদনে তাঁর অনুপ্রেরনা, আন্তরিকসহযোগিতা, সুদক্ষ পরিচালনা ও নির্দেশনা এবং এ গবেষনা কর্মটি ও তত্ত্বধায়ন করার কঠিন দায়িত্ব গ্রহন করার জন্য আমি তাঁর নিকট চির কৃতজ্ঞ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বর্তমান চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডঃ এম, নজরুল ইসলাম সহ সকল শিক্ষকের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

প্রধাণত আমার শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব সহোদর মোঃ জাকীর হোসেন যার উৎসাহে এম, ফিল কোর্সে ভর্তি হয়েছি এবং প্রথম থেকেই যিনি পরম স্নেহার্দ্র দিয়ে কাজ করার উৎসাহ দিয়েছেন। আর একজন মহান ব্যক্তিত্ব যার অনুপ্রেরনায় গবেষনা কর্মটি করেছি তিনি আমার শ্রদ্ধেয়া "মা" মিসেস শামসুন্নাহার বেগম। আমার শ্রদ্ধেয় স্বামী মোঃ আব্দুর রহমান মিঞা, যার ঐকান্তিক ইচ্ছা এবং একান্ত সহযোগিতা আমাকে এ গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে সাহায্য করেছে। এই তিন জনের কাছে আমার ঋন অপরিমেয় ও অপরিশোধ্য।

গবেষণা কর্মটি করতে যেয়ে ঢাকা শহরের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত কর্মজীবী মহিলাদের উপর সমীক্ষাচালাতে গিয়ে যে সব মহিলারা আমাকে গুরুত্বপূর্ন তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় সাহায্য করেছেন তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

Dhaka University Institutional Repository

এ অভিসন্দর্ভ রচনার জন্য আমি বিভিন্ন সংস্থার, প্রতিষ্ঠান ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছে নানাভাবে ঋনী, প্রয়োজনীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধের উৎস হিসাবে যে সব গ্রন্থাগারের সাহায্য নেয়া হয়েছে, তার মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ গ্রন্থগার, সেমিনার-রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, গণউন্নয়ন গ্রন্থাগার, ধানমন্ডি, ঢাকা, ইউসিস-ঢাকা, মহানগর গ্রন্থাগার-ঢাকা, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র গ্রন্থাগার-ঢাকা উল্লেখযোগ্য। এসব গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সহযোগিতার জন্য আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

এছাড়াও আমাকে বিভিন্ন ভাবে সুপরামর্শ ও সহযোগিতা করার জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণ, উইমেন ফর উইমেনের কর্মচারী ও কর্মকর্তা গণ এবং বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব লেবার স্টাজিজ-বিলস-এর কর্মকর্তা গনের কাছেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, আমাকে সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য।

সর্বোপরি আমার বাবা মোঃ আবুল হোসেন, আমার ছোট মেয়ে সুবহা রহমান, বড় বোন সেলিনা পারভীন, মেঝ বোন আফরোজা পারভীন, ছোট বোন নীনা পারভীন, মেঝ ভাই মুনীর হোসেন, ছোট ভাই তারেক হোসেন এবং আমার পরম শ্রদ্ধেয় ছোট মামা আব্দুল বারেক শেখ ও মামানী-শামসুন নাহার ঝর্ণা-এদের ত্যাগ ও অনুপ্রেরনার ঋন কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে শেষ করা যায় না।

অভিসন্দর্ভটি অত্যন্ত অল্প সময়ে কম্পোজ করে দেয়ার জন্য বলাই কুমার পাল এর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সর্বশেষ বলবো যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে আমাকে এ গবেষণা কর্ম সম্পাদনের ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন কিন্তু নাম উল্লেখ করতে পারিনি তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

লাকী আক্তার
রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

Location Map of Bangladesh

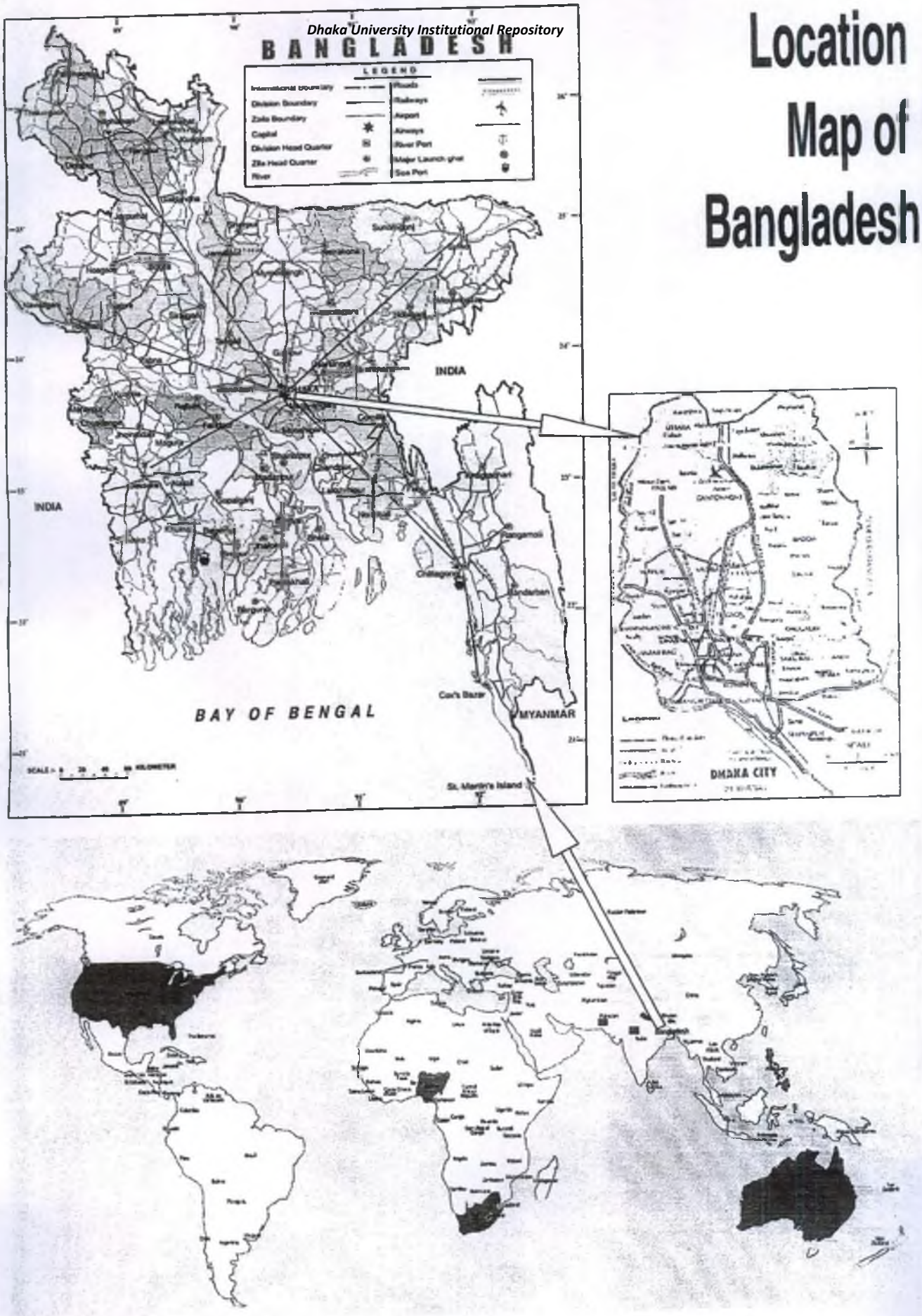

MAP NO. - 1

Dhaka University Institutional Repository

Location Map of Dhaka Metropoliton

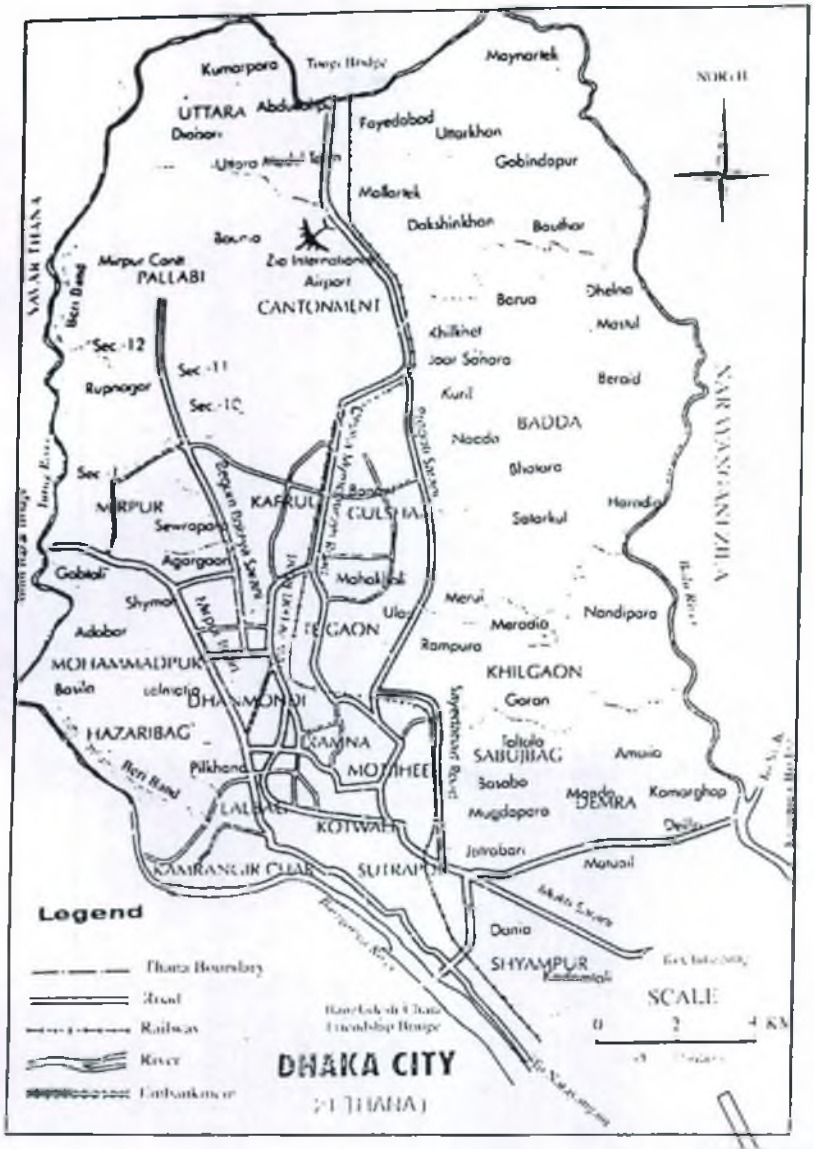

MAP NO. 2

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
কৃতজ্ঞতাস্বীকার	iii-iv
বাংলাদেশের মানচিত্র	v
ঢাকা মহানগরের মানচিত্র	vi
সারাংশ	xii-xx

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা	১-৪
গবেষণার উদ্দেশ্য	৫
গবেষণার পদ্ধতি	৬-৭
গবেষণার তাৎপর্য এবং যৌক্তিকতা	৮-৯
গবেষণার এলাকা	৯
গবেষণার সীমাবদ্ধতা	১০

দ্বিতীয় অধ্যায়

কর্মজীবী মহিলাদের পরিচিতি	১১
কর্মজীবী মহিলা কারা ?	১১-১২

তৃতীয় অধ্যায়

নারী শ্রম ও শ্রমিক: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ	১৩-১৭

চতুর্থ অধ্যায়

দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কর্মজীবী মহিলাদের কাজের গুরুত্ব	১৮-২১

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

কর্মজীবী মহিলাদের অবস্থান	২২-২৪
সরকারী চাকুরীতে	২৬-২৮
ইনফরমাল সেক্টরে : গ্রাম পর্যায়	২৯-৩০
শহর পর্যায়	৩০-৩১
প্রাইভেট সেক্টরে	৩২
কুটির শিল্প	৩২
ছোট শিল্প কারখানা এবং উদ্যোগ	৩৩
ব্যাংকিং খাত	৩৩-৩৪
যানবাহন চালনায় (ড্রাইভিং) মহিলা	৩৫
স্থাপত্য শিল্পে মহিলা	৩৬
ব্যবসা পরিচালনায় মহিলা	৩৬-৩৭
এনজিওতে	৩৭-৩৮
বিদেশে চাকুরী	৩৮
উচ্চ প্রশাসনিক পদে মহিলা	৩৯
সাহিত্যে বাঙালী নারী	৩৯-৪০
রাজনীতিতে	৪০-৪২
স্বাধীনতা যুদ্ধে মহিলা	৪২-৪৩
নারী মুক্তি আন্দোলনে: মহিলা সংগঠন	৪৪-৪৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

কর্মক্ষেত্রে কর্মজীবী মহিলাদের সমস্যা	৪৭
কর্মক্ষেত্রে কর্মজীবী মহিলাদের কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়	৪৭-৫৩
কর্মজীবী মহিলাদের সমস্যা কেস স্টাডির মাধ্যমে তুলা ধরা হল	৫৪-৫৭

সপ্তম অধ্যায়

কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের প্রতিকূল অবস্থার কারণ	৫৮
সামাজিকভাবে অনিরাপদ কাজের পরিবেশ	৫৮-৬০
সহায়ক সেবা না থাকা	৬০-৬১

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা দেখানো	৬১-৬২
সহিংসতা ও হয়রানিকে মেনে নেয়া	৬২
আইনী সহয়তা খোজ করার অসামর্থতা	৬২-৬৩
মহিলাদের প্রতি সহিংসতা বিষয়ে সচেতনতার অভাব	৬৩-৬৪

অষ্টম অধ্যায়

বর্তমানে বিশ্বে এবং জাতিসংঘে মহিলাদের অধিকার	৬৫-৬৬
মহিলাদের মর্যাদা সম্পর্কিত কমিশন	৬৬
আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিল	৬৭-৭০
মহিলাদের রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত কনভেনমন ১৯৫২	৭০-৭১
১৯৫৭ সালে প্রণীত বিবাহিত নারীর জাতীয়তা সম্পর্কিত কনভেনশন	৭১-৭২
বিবাহে সম্মতি, বিবাহের অন্যতম সীমা এবং রেজিষ্ট্রেশন সম্পর্কিত কনভেনশন ১৯৬২	৭২-৭৩
বিবাহে সম্মতি, বিবাহের ন্যূনতম বয়সসীমা এবং রেজিষ্ট্রেশন সম্পর্কিত সুপারিশ ১৯৬৫	৭৩-৭৪
নারী বৈষম্য দূরীকরণ সম্পর্কিত ঘোষণা ১৯৬৭	৭৪-৭৭
জরুরী ব্যবস্থা ও সশস্ত্র সংঘর্ষ চলাকালে নারী এবং শিশুদেরকে রক্ষার ঘোষণা ১৯৭৪	৭৭-৭৮
মহিলাদের ক্ষেত্রে সকল ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ সম্পর্কিত কনভেনশন-১৯৭৯	৭৮-৮৮
এশিয়ায় নারী অধিকার	৮৯-৯৪

নবম অধ্যায়

বাংলাদেশে মহিলাদের অধিকার	৯৫
রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রণের অধিকার	৯৫-১০১
মত প্রকাশের স্বাধীনতা	১০১-১০২
অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অধিকার	১০৩-১০৪
আইনগত সমান অধিকার	১০৪-১০৫
সামাজিক অধিকার	১০৫-১২২
ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সংরক্ষন	১২৩-১২৬
বাংলাদেশে মহিলাদের অর্থনৈতিক অধিকার	১২৭-১৩৩

Dhaka University Institutional Repository

দশম অধ্যায়

মহিলাদের প্রতি সহিংসতা দমনে আইন এবং শ্রমিকদের অধিকার লংঘনের অবস্থা	১৩৫
মহিলাদের প্রতিসহিংতা দমনে রাষ্ট্রীয় আইন	১৩৫-১৩৯
আইনের ত্রুটি-বিচ্যুতি	১৪১-১৪৪
আইন প্রয়োগে সীমাবদ্ধতা	১৪৪-১৪৮
শ্রমিকের অধিকার লংঘণ	১৪৯
বাংলাদেশের সংবিধানের লংঘণ	১৫০
শ্রম আইন ও তার লংঘণ	১৫০-১৫৪
আইন সম্পর্কে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকারের এবং মালিকদের ভূমিকা	১৫৫-১৫৬
এক নজরে মহিলা/নারী উদ্যোগ	১৫৬-১৫৭

একাদশ অধ্যায়

গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণএবং উপসংহার	১৫৮-১৬৬
কর্মক্ষেত্রে কর্মজীবী মহিলাদের নিজস্ব মতামতের প্রেক্ষিত	১৬৭

দ্বাদশ অধ্যায়

সুপারিশমালা	১৬৮-১৭২
গ্রন্থ পঞ্জী ও তথ্য পঞ্জী	১৭৩-১৮১

Dhaka University Institutional Repository

সারণীসূচী

সারণী-১ Status in Employment of Employed Labour Force 1995-96 ২৫

সারণী-২ বি,সি,এস পরীক্ষায় মহিলা প্রার্থীদের হার ২৭

সারণী-৩ Type of violence faced by working women ৫০

সারণী-৪ Sexual Harassment on working women January-December 2000 (in numbers) ৫২

সারণী-৫ বাংলাদেশের বিবিধ ক্ষেত্রে মহিলাদের তুলনামূলক অবস্থান ১৩৪

সারণী-৬ নারী নির্যাতন মামলার অবস্থা ১৪০

সারণী-৭ Participation of men and women in civil service 1996 ১৬০

সারণী-৮ কর্মক্ষেত্রে কর্মজীবী মহিলাদের নিজস্ব মতামতের প্রেক্ষিত ১৬৭

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১ (সংযোজনী-১) শ্রম আইনে মহিলা সংক্রান্ত ইস্যু i

পরিশিষ্ট-২ এক নজরে বাংলাদেশে নারী " উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ ii - iv

পরিশিষ্ট-৩ এম,ফিল গবেষণার অংশবিশেষ জরিপের প্রশ্নমালা v - vii

Dhaka University Institutional Repository

সারাংশ

পটভূমি ঃ

২০০১ সালের আদমশুমারীর রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যা ১৩.০২ কোটি, এর মধ্যে পুরুষ ৬.৭০ কোটি এবং মহিলা ৬.৩২[১] কোটি। অর্থাৎ বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই মহিলা। আর বাংলাদেশে কর্মজীবী মহিলাদের সংখ্যা প্রায় ২১ মিলিয়ন যা দেশের মোট শ্রমজীবী জনসংখ্যার শতকরা ৩৮.১ ভাগ[২] কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের অংশ গ্রহনের সুযোগ সৃষ্টি করে দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা সার্বিক উন্নয়নের পথ সুগম করতে হবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষের এ যুগে বাংলাদেশের মহিলারাও আজ বিভিন্ন পেশায় বা কর্মকান্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত করে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠার চেষ্টা করছে। এককালে শৃঙ্খলে আবদ্ধ মহিলারা আজ রাজপথে তার অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে শ্লোগান তুলছে, শিক্ষা ও কর্মে পদার্পনরত মহিলারা শুধু সমান নয়। অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষদের থেকে বেশী নিষ্ঠা, শ্রম ও মেধার পরিচয় দিচ্ছে। যা মহিলাদেরকে কর্মক্ষেত্রে সমান সুযোগের পথ সুপ্রসন্ন হওয়ার কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে।

মহিলারা দেশের সরকারি, আধা-সরকারি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, বেসরকারি এবং প্রাইভেট সেক্টরের বিভিন্ন পদে কর্মে নিয়োজিত আছেন। এমনকি রাজনীতিতে ও মহিলারা নিয়োজিত আছেন। যার ফলে দেখা যায় যে, মহিলারা দেশের কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, কি অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছেন। তবে এই কর্মজীবী মহিলারা কর্মক্ষেত্রে অনেক সময় শোষন, বঞ্চনা, সহিংসতা এবং হয়রানির শিকার হচ্ছে। কর্মস্থলে বিভিন্ন রকম হয়রানিকে এখনও ব্যক্তিগত সমস্যা হিসেবে গণ্য করা হয়, যার ফলে একজন কর্মজীবী মহিলা মানসিক যন্ত্রনার শিকার হয়ে কাজ ছেড়ে চলে যেতে পারে। আবার অনেক সময় নীরবে নীভৃতে সহ্য করে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ সরকার, কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা এবং কিছু কিছু মহিলা সংগঠন নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সংক্রান্ত কার্যক্রমে কর্মজীবী মহিলাদের প্রতি বিভিন্ন রকম বৈষম্য, সহিংসতা তথা হয়রানি দূরীকরনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করছে। মহিলাদের প্রতি নিপীড়ন ও শ্রম আইন লঙ্ঘন যাতে না ঘটে সে ব্যাপারে আশু পদক্ষেপ গ্রহন করে মহিলাদের কে কর্মক্ষেত্রে টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কাজেই এ সংক্রান্ত একটি গবেষনা শুধুমাত্র, কর্মক্ষেত্রে কর্মজীবী মহিলাদের অবস্থান সংক্রান্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্লেষন সম্পর্কে জানা এবং বোঝাকেই পরিশীলিত করবে না বরঞ্চ সরকার, মালিক, এবং সিভিল সোসাইটিকে মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণার প্রধান উদ্দশ্য ঃ

কর্মক্ষেত্রে কর্মজীবী মহিলাদের অবস্থান তার একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষন নির্ণয় করা; সরকারি প্রাইভেট ও ইনফরমাল সেক্টরের কর্মজীবী মহিলাদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা, কর্মজীবী মহিলাদের সমস্যাগুলোর গতি ও প্রকৃতি নির্ধারন; কর্মজীবী মহিলাদের জন্য বর্তমান আইন ও আইনের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো এবং শ্রম আইন লংঘন বিষয়ে পর্যালোচনা করা এবং সরকার ও মালিক পক্ষের জন্য সুপারিশমালা প্রনয়ন করা।

গবেষনার পদ্ধতি ঃ

বর্তমান গবেষণার তথ্য উৎস হচ্ছে ঢাকা শহরের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ১০০জন কর্মজীবী মহিলাদেরকে নমুনা হিসেবে গ্রহন করা হয়েছে। তাদেরকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের সমস্যা নিয়ে কেস স্টাডি তুলে ধরা হয়েছে। ইনফরমাল আলোচনা করা হয়েছে সরকারি কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন সংস্থার মালিকদের সাথে তাছাড়া সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন প্রকাশনা, বাংলাদেশে মহিলাদের অধিকার বিষয়ক আইনসমূহ এবং প্রকাশিত গেজেট,দৈনিক, মাসিক, সাপ্তাহিক ও বার্ষিকী পত্রিকাসমূহ, মহিলাদের উপর লিখিত বিভিন্ন পুস্তকসমূহ, শ্রম আইন ও কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা বা হয়রানি থেকে রক্ষা সংক্রান্ত আইন পর্যালোচনা করেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার তাৎপর্য এবং যৌক্তিকতা ঃ

প্রস্তাবিত গবেষণার আলোকে আগামী দিনের মহিলারা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অর্থাৎ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা মহিলাদের আত্মনির্ভরশীলতার সুযোগ সৃষ্টি করার পরিকল্পনা নেয়া যেতে পারে। এ গবেষণাটি তাই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও যুক্তিযুক্ত।

গবেষণার এলাকা ঃ

এ গবেষনাকর্মটিতে ঢাকা শহরের মধ্যে সীমিত রাখা হয়েছে।

আলোচনা

কর্মজীবী মহিলা কারা ঃ

মহিলারা যে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত আছেন তাদেরকেই কর্মজীবী মহিলা বলে।

নারী শ্রম ও শ্রমিক ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ ঃ

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মহিলাদের অর্থনৈতিক অবস্থান গত শতকের শেষ সূর্য্যাস্ত পর্যন্ত ও পুরুষ অপেক্ষা ছিলো নিম্নগামী। এর প্রধান একটি দিক হচ্ছে মহিলাদের অমূল্যায়িত শ্রম অর্থাৎ গৃহের অভ্যন্তরীন কাজকর্ম, পারিবারিক কৃষি ও অকৃষিকাজ কখনো গ্রাহ্য হয় নি শ্রম হিসেবে।

Dhaka University Institutional Repository

তবে বিংশ শতকের শেষ দু'দশকে মহিলা শ্রমিকরা শ্রমিক হিসেবে নিজেদের ভূমিকা দ্রষ্টব্য করে তুলতে সমর্থ হয়।

দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কর্মজীবী মহিলাদের কাজের গুরুত্ব ঃ

রাজনৈতিক তথা সমাজজীবনের সর্বত্র মহিল াদের অংশগ্রহণ ব্যতীত সভ্যতার চরম বিকাশ সম্ভব নয়। বর্তমানে তাই মহিলারা দেশ গড়ার কাজে, গেশের উন্নয়নে, সমাজের মঙ্গলের জন্য মানবসভ্যতাকে বিকশিত করতে পুরুষের পাশাপাশি মহিলারাও দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

কর্মজীবী মহিলাদের অবস্থা ঃ

বাংলাদেশে মহিলা উন্নয়নকে জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসার জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জাতীয়ভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে। সরকারের এসব পদক্ষেপের কারনে মহিলাদের নিয়োগ বৃদ্ধি করার জন্য গত কয়েক বৎসর যাবত বেশ কিছু সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান মহিলা নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা গ্রহণ করেছে। গ্রামীন ব্যাংক ও অন্যান্য এনজিও কর্তৃক ক্ষুদ্র ঋণ সরবরাহের ফলে মহিলাদের স্ব-নিয়োজিত কর্ম বেড়েছে কয়েকগুন। তাছাড়া পোষাক শিল্পেও মহিলাদের নিয়োগ করছে ব্যাপকভাবে।

Dhaka University Institutional Repository

কর্মক্ষেত্রে কর্মজীবী মহিলাদের সমস্যা ঃ

বিশ শতকের শেষ দিন পর্যন্ত মহিলা পুরুষ শ্রম বৈষম্য ছিল পেশাগত ও মজুরীগত। লাক্ষ্য করা গেছে সামাজিক ও শ্রমিক সংগঠনে পুরষ প্রাধান্য। বিশেষ বিশেষ পেশায় মেয়েদের ভিড়, শারীরিক কারনে বিশেষত প্রসবকালীন ছুটি, প্রতিকূল অবস্থায় ঝুঁকি গ্রহনে অপরগতা, পর্দানশীলতার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগে অক্ষমতা, স্থানান্তর, বদলি ইত্যাদি কারনে মালিকরা মহিলা নিয়োগের ক্ষেত্রে বৈষম্য দেখাতো। তাছাড়া মহিলা শ্রমিক কমবেশী লিঙ্গবৈষম্যেরই শিকার হয়। তাহলে দেখা যায় যে, কর্মক্ষেত্রে মহিলারা যেমন বৈষম্যের শিকার হয়। সহিংসতা ও হয়রানির শিকারও হয় তেমনি মৌলিক অধিকার লংঘনেরও শিকার হয়। এই অধিকার লংঘনের মধ্যে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বেতেনের চেয়ে কম বেতন দেয়া, সাপ্তাহিক, নৈমিত্তিক, মেডিকেল ও মাতৃত্ব ছুটি না দেয়া, জোর পূর্বক ওভারটাইম করানো, ওভার টাইমের জন্য বাড়তি কোন বেতন না দেওয়া, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করানো ইত্যাদি।

জাতিসংঘ কর্তৃক মহিলাদের অধিকার ঃ

মহিলাদের অধিকারকে অগ্রাধিকর এবং মূল্যায়ন করতে গিয়ে জাতিসংঘ মহিলাদের জন্য আলাদা সংস্থা গঠন করেছে ১৯৭৬ সালে যার নাম UNIFEM. তাছাড়া জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ ১৯৪৬ সালে মহিলাদের মর্যাদা সংক্রান্ত কমিশন প্রতিষ্ঠা করে যা রাজনৈতিক, সামাজিক অর্থনৈতিক, নাগরিক ও শিক্ষা ক্ষেত্রে মহিলাদের অধিকার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুপারিশ মালা প্রনয়ন এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে এ ব্যাপারে প্রতিবেদন পেশ করে।

Dhaka University Institutional Repository

মহিলাদের প্রতি সহিংসতা দমনে রাষ্ট্রীয় আইন ও সহায়ক সেবা ঃ

মহিলাদেরকে বিভিন্ন রকম সহিংসতা থেকে রক্ষার জন্য বেশ কিছু আইন প্রণীত হয়েছে।এই আইনগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যৌতুক নিষিদ্ধ করন আইন ১৯৮০, পারিবারিক কোর্ট আইন ১৯৮৫, মহিলাদের প্রতি নিষ্ঠুরতা সংক্রান্ত আইন ১৯৮৩, বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধকরণ আইন ১৯৮৪, সহিংসতা প্রতিরোধক আইন ১৯৯২, শিশু ও নারী নির্যাতন দমন আইন ২০০০, এবং এসিড অপরাধ দমন আইন ২০০২।

এছাড়াও সরকার ডিভিশন, জেলা ও থানা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য নারী সহায়তা কেন্দ্র খুলেছে।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রম আইন ও তার লংঘন ঃ

বাংলাদেশে কাজের পবিবেশ, দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ, নিরাপত্তা, মাতৃত্বজনিত সুবিধাদি, শ্রমিক ছাটাই, চাকুরী থেকে বরখাস্ত, ইত্যাদি সম্পর্কে বেশকিছু বিধিবদ্ধ আইন রয়েছে। এ আইন গুলির মধ্য উল্লেখযোগ্য হল কলকারখা আইন ১৯৬৫, শ্রমিক নিয়োগ স্থায়ী অধ্যাদেশ আইন ১৯৬৫, শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন ১৯২৩। এ আইনগুলো অনেক পুরানো এবং সংস্কারের অভাবে নির্যাতিত নারীর ক্ষতিপূরণের কোন ব্যবস্থা এ আইনে নেই।

মহিলা শ্রমিকদের আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা, প্রতিবাদ করার মত সাহস আত্মসচেনতা ও মালিকের অধিক মুনাফার লোভেব জন্য শ্রম আইন গুলি লংঘিত হচ্ছে।

গবেষণায় সাক্ষাৎকারের ফলাফল ঃ

কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের বিভিন্ন সম্যাসমূহ দূরকরার জন্য সকলেই প্রায় একই মতামত ব্যক্ত করলেন যে, সমস্যা সম্পর্কে সার্বিকভাবে সচেতনতা বাড়াতে হবে, রাষ্ট্রীয় আইনের যথাযথ প্রয়োগের ব্যবস্থা থাকতে হবে, সামাজিক অবস্থার দূর করার জন্য সমাজের সচেতন নাগরিকদের সংগঠিত হতে হবে এবং সত্যিকারের সুশিল সমাজ গঠনে সকলকে আন্তরিক হতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সুপারিশমালা ঃ

গবেষনায় কর্মজীবী মহিলাদের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য, সংবাদ পত্রের রিপোর্ট এবং কেসষ্টাডি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে কর্মক্ষেত্রে মহিলারা যে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন, এ ব্যাপারে সরকারকে কঠোরভাবে রাষ্ট্রীয় আইনের বাস্তবায়ন করতে হবে এবং মালিকদের কেও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং সর্বোপরি সকল স্তরের জনগণের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা ঃ

১.১ পটভূমি ঃ

মানব পরিবারের সকল সদস্যের সহজাত মর্যাদা ও সমঅধিকার সমূহ স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার শান্তির ভিত্তি। এ লক্ষ্যে মানুষের সর্বোচ্চ আশা-আকাঙ্খার প্রতীক হিসেবে এমন একটি পৃথিবীর সূচনা ঘোষিত হয়েছে যেখানে মহিলাদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের স্বার্থে আনন্দ, ভালবাসা এবং কর্মক্ষেত্রে সমঝোতাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং বিভিন্ন অন্যায় অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে নিস্কৃতি দিয়ে মহিলাদের মানবিক অধিকারসমূহ অবশ্যই আইনের শাসন দ্বারা সংরক্ষিত করতে হবে। আর তখনই মহিলারা দেশ ও জাতির উন্নয়নের কথা চিন্তা করে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক তথা রাষ্ট্রের সকল স্তরে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

বিশ্বে মানব জাতির অর্ধেকই মহিলা। সে কারনে কোন জাতির উন্নয়ন করতে হলে মহিলা জাতির উন্নয়ণও অগ্রগতির দিকে নজর দিতে হবে। অথাৎ মহিলাদেরকে উপক্ষো করে পৃথিবীতে এমন কোন সমাজের কল্পনা করা যায় না যে, সমাজ শুধুমাত্র পুরুষ নিয়ে গঠিত এবং মহিলাদের কোন প্রয়োজন নেই। আপাতঃ দৃষ্টিতে মহিলা-পুরুষ পরস্পর পরস্পরের মুখাপেক্ষী সমানভাবে। মহিলা-পুরুষ উভয়ে একাত্ম হয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দেশকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে ধাবিত করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

২০০১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৩.০২ কোটি এর মধ্যে পুরুষ ৬.৭০ কোটি, মহিলা ৬.৩২ কোটি। অর্থাৎ বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই মহিলা। দেশের উন্নয়ণ প্রচেষ্টার মূল স্রোতধারায় মহিলাদেরকে সম্পৃক্ত করতে না পারলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের কথা অর্থহীন হবে। মহিলাদের ভিতরেও শক্তি, কাজের উদ্যম ও প্রেরণা আছে। মহিলারাও স্বনির্ভর উৎপাদনমুখী অর্থনৈতিক কাজের মাধ্যমে জাতীয় উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তাই দেশের সামাজিক গঠনেও পরিবর্তনে এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে মহিলাদেরকে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।

আজকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষের এ যুগে বাংলাদেশের মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবস্থান এখন পর্যন্ত সম্মানজনক নয়, মহিলাদেরকে পন্য বা সন্তান জন্মদান ও ঘরগেরস্তালির যন্ত্রবিশেষ মনে করার প্রবনতা আমাদের সমাজে এখনও আছে। তাই মহিলারা তাদের প্রকৃত মর্যাদা পাচ্ছে না [৩]।

বাংলাদেশে কর্মজীবী মহিলাদের সংখ্যা প্রায় ২১ মিলিয়ন যা দেশের মোট শ্রমজীবী জনসংখ্যার শতকরা ২৮.১ ভাগ[২]। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, শ্রম বাজারে পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের সুযোগ সীমিত। এছাড়া মহিলারা যখন শ্রম বাজারে অংশ গ্রহণ করে তখন তাদেরকে চাকুরীতে নেতিবাচক (যেমন অফিসের সময়, প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিয়োগ/বদলি, মাসের বেশীর ভাগ সময় ট্যুরে থাকতে হবে ইত্যাদি) শর্ত দেয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

মহিলা উন্নয়ন জাতীয় উন্নয়নের একটি অংশ। যেহেতু দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা মহিলা, সেহেতু মহিলা সমাজের উন্নয়ন ব্যতীত সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ সত্য উপলব্ধি করেই মহিলারা শতবছরের জীর্ণতা আর সামাজিক, পারিবারিক, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় বিধি নিষেধের প্রাচীর ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছে উন্নয়ন অগ্রমাত্রায় সম্পৃক্ত হতে।

কর্মজীবী মহিলা বলতে তাদেরকেই বুঝায় যারা বিভিন্ন পেশার সাথে সম্পৃক্ত আছেন। অর্থাৎ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিভিন্ন কর্মকান্ডে মহিলারা নিয়োজিত আছেন। মহিলারা ঘর গেরস্থালি, কৃষিকাজ, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি, প্রশাসনিক উচ্চপদ, বিমান চালনা, স্থাপত্য শিল্পে, রাষ্ট্রদূত ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জিং পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন। অর্থনৈতিক কারন এবং কিছুটা আত্মসচেনতার কারনেও মহিলারা বিভিন্ন কর্ম নিয়োজিত হচ্ছে।

এক হিসেব মতে, বাংলাদেশে ১৯৯০-৯১ সালে দেশে শ্রমশক্তির মোট শ্রমশক্তি ছিল ৫১.২ মিলিয়ন [৪]। এর মধ্যে ২০.১ মিলিয়ন ছিল মহিলা। ১৯৯৫-৯৬ সালে শ্রমশক্তির জরিপে মোট ৫৬ মিলিয়ন শ্রমশক্তির মধ্যে মহিলা ছিল ২১.৩ মিলিয়ন।[৪]

বলা যায় ক্রামান্বয়ে মহিলাদর ভাগ্যের পরিবর্তন হচ্ছে। শৃঙ্খলে আবদ্ধ মহিলা আজ রাজপথে তার অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে শ্লোগান তুলছে। শিক্ষা ও কর্মে পদার্পনরত মহিলা শুধু সমান নয়, অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষদের থেকে বেশী নিষ্ঠা শ্রম ও মেধার পরিচয় দিচ্ছে। কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই মহিলাদের অগ্রযাত্রা এই সমাজটাকে যেন মনে করিয়ে দিচ্ছে মহিলাদের সমঅধিকারের কথাই।

Dhaka University Institutional Repository

মহিলারা তাদের পূর্বতন পেশা কৃষিকাজ ও গৃহিনীর কাজ ছেড়ে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জিং পেশা গ্রহণ করছে এবং দক্ষতার সাথে তারা কাজ করে যাচ্ছে। অর্থোপার্জন কৌশল যেমন সংসারে মহিলার অবস্থান দৃঢ় করে, শোষনের পথ বন্ধ করে, তেমনি সমাজে তাঁর আর্থিক এবং মানসিক অবদান বৃদ্ধি করে।

সরকার দেশের উন্নয়ণ কর্মকান্ডে মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহনের জন্য নানাধরনের প্রচেষ্টা চলাচ্ছেন। দ্বাদশ শ্রেনী পর্যন্ত মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা, মেয়েদের পড়াশুনার জন্য উপবৃত্তির ব্যবস্থা করা বিভিন্ন চাকুরীতে মহিলাদের জন্য কোটা নির্ধারন, গ্রামীন মহিলাদের জন্য কুটীর শিল্পের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান। যুব উন্নয়নে পুরুষের পাশাপাশি মহিলাদেরকেও মাছ চাষ, হাসমুরগী পালন ইত্যাদিতে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে যাতে মহিলারা স্বাবলম্বী হতে পারে। তাছাড়া মহিলাদের স্বার্থ সংরক্ষনে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর স্থাপন ও কার্যক্রম গ্রহন, গ্রামীন ব্যাংক এবং বিভিন্ন এনজিও গুলোর মাধ্যমে মহিলাদের পুঁজি গঠনের জন্য ঋণদান ইত্যাদি এ কর্মসূচীর অন্তর্গত। এ সকল পেশাগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে মহিলারা কর্মক্ষেত্রে সক্ষম ও দক্ষ হবে এবং সাথে সাথে তারা স্বাবলম্বী হবে। নিজেদের স্বাবলম্বী করতে মহিলাদের পদচারনা রয়েছে আজ সকল ক্ষেত্রে।

সর্বোপরি বিভিন্ন পেশা ও সমাজের বিভিন্ন কর্মকান্ডে মহিলারা আজ সচেতন। সচিবালয়, হাইকোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিভিন্ন পেশায় মহিলারা আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। বিশেষ করে শিক্ষার প্রতি মহিলাদের আগ্রহ ও সচেতনতাই তাদের কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে নিচ্ছে।[৫]

Dhaka University Institutional Repository

১.২ গবেষনার উদ্দেশ্য ঃ

বর্তমান গবেষনার উদ্দেশ্য হলো সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কর্মজীবী মহিলাদের অবস্থান সংক্রান্ত একটি বিশ্লেষন। তাছাড়া প্রস্তাবিত এ গবেষনার অন্যান্য উদ্দেশ্য গুলো হলো ঃ

- কর্মক্ষেত্রে কর্মজীবী মহিলাদের অবস্থান তার একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষন নির্নয় করা।

- সরকারী, প্রাইভেট ও ইনফরমাল সেক্টরের কর্মজীবী মহিলাদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা।

- কর্মক্ষেত্রে মহিলারা অবস্থান করে কি কি সুবিধা ভোগ করছেন এবং কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন, সে বিষয়ে অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করা।

- কর্মজীবী মহিলাদের সমস্যাগুলোর গতি ও প্রকৃতি নির্ধারন।

- কর্মজীবী মহিলাদেরকে কর্মক্ষেত্রে নানারকম অত্যাচার ও সহিংসতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বর্তমান আইন ও আইনের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো এবং শ্রম আইন লংঘন বিষয়ে পর্যালোচনা করা।

- কর্মজীবী মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য সরকার, কিছু কিছু বেসরকারি সংস্থা এবং মালিক পক্ষের বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে পর্যালোচনা করা।

- সরকার এবং মালিকপক্ষের জন্য এ ইস্যুতে সুপারিশ মালা প্রণয়ন করা।

Dhaka University Institutional Repository

১.৩ গবেষণার পদ্ধতি ঃ

সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণা কর্ম হিসেবে এ গবেষণা কর্মটি বিশ্লেষণ নির্ভর। এর মূল্যায়ণ ও বিশ্লেষণের জন্য গবেষণা কর্মটিতে সাহায্য নেয়া হয়।

ক) নমুনা নির্বাচন ঃ

প্রস্তাবিত গবেষনায় ঢাকা শহরের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ১০০ জন কর্মজীবী মহিলাদেরকে নমুনা হিসেবে গ্রহন করা হয়েছে। নমুনায়নের জন্য দৈবচয়িত নমুনায়ন ব্যবহৃত হয়েছে।

খ) প্রশ্নমালা তৈরী ঃ

প্রথমে একটি খসড়া প্রশ্নমালা তৈরী করে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সংশোধন পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও পরিবর্তণ করে চূড়ান্ত প্রশ্নমালা তৈরী করা হয়েছে।

গ) তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ ঃ

অত্র গবেষনার তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রধানত দুটি কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে।

১) প্রাথমিক বা মূখ্য উৎস (Primary sources)

২) দ্বিতীয় বা গৌন উৎস (Secondary Sources)

Dhaka University Institutional Repository

১) প্রাথমিক বা মূখ্য উৎস (Primary Souces)

প্রাথমিক উৎসের আওতায় তিন ভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যথা ঃ

- ✪ সাক্ষাৎকার পদ্ধতি
- ✪ গ্রুপ আলোচনা
- ✪ কেস স্টাডি

২) দ্বিতীয় বা গৌন উৎস (Secondary Sources)

দ্বিতীয় উৎস হতে সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ

- ✪ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাংবিধানিক তথ্য।
- ✪ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রকাশনা।
- ✪ জাতিসংঘ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রকাশনা।
- ✪ বাংলাদেশে মহিলাদের অধিকার বিষয়ক আইনসমূহ এবং প্রকাশিত গেজেট।
- ✪ দৈনিক পত্রিকাসমূহ।
- ✪ ম্যাগাজিন (সাপ্তাহিক, মাসিক ত্রৈমাসিক, ষান্মসিক ও বার্ষিকী)
- ✪ নিয়মিত-অনিয়মিত জার্নাল ও প্রকাশনা।
- ✪ সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাকর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন রিপোর্ট।
- ✪ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট।
- ✪ মহিলাদের উপর লিখিত বিভিন্ন পুস্তক।
- ✪ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারি বা বেসরকারি সংগঠন সমূহের সেমিনার, আলোচনা সভা সাংবাদিক সম্মেলন, কর্মশালা সিম্পোজিয়ান ও অন্যান্য যে কোন কার্যক্রম।

Dhaka University Institutional Repository

১.৪ গবেষণার তাৎপর্য এবং যৌক্তিকতা ঃ

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। দেশটিতে প্রায় তের কোটি মানুষের বসবাস। এর অর্ধেকই মহিলা। একটি দেশের অর্ধেক জনশক্তি বাদ দিয়ে জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাইতো এটা নিশ্চিত সত্য যে, দেশের উন্নয়নের জন্য কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ অবশ্যই কার্যকরী করতে হবে।

প্রতিটি জাতির শিক্ষার উপরই নির্ভর করে তাদের জীবনের গতি প্রকৃতি। দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা একটি খুবই প্রয়োজনীয় বিষয়। একথা অনস্বীকার্য বিশ্বে এমন অনেক দেশ রয়েছে সেখানে সম্পদের প্রাচুর্য না থাকা সত্ত্বেও মহিলা-পুরুষ একাত্ম হয়ে শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে বিশ্বের দরবারে উন্নত দেশ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। অথচ আমাদের দেশে যথেষ্ট পরিমন সম্পদ থাকা সত্ত্বেও আমরা বিশ্বে উন্নত জাতি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। এর কারন বিশ্লেষন করলে দেখা যায় যে, শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বহীনতার পাশাপাশি মহিলাদর শিক্ষার পশ্চাৎপদতা [৬]।

বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যা নানাবিধ জটিলতায় আবদ্ধ। তাই দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মকান্ডে মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহনের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে দারিদ্র দূরীকরন ও বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার ভারসাম্য আনয়নকরার জন্য মহিলাদের কার্যকর অংশগ্রহন অপরিহার্য। তাই মহিলাদের কার্যকর অংশগ্রহনের জন্য এমনভাবে আইন প্রনয়ন করা দরকার যাতে মহিলারা সহায়ক অনুকূলে পরিবেশে চাকরি ও রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্বপালনে নিয়োজিত থাকতে পারে এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বস্তরে তাদের প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক বিশ্বে মহিলা সমাজ পুরুষের সাথে শিক্ষা এবং কর্মক্ষেত্রে সমভাবে নিয়োজিত অথচ বাংলাদেশের মহিলারা এক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ। দেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ণকে ত্বরান্বিত করতে হলে মহিলাদেরকে পুরুষের পাশাপাশি ক্রমভাবে জাতীয় উৎপাদনে সম্পৃক্ত হতে হবে। মহিলাদের বিভিন্ন কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সুযোগ আছে কতটুকু, কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে মহিলারা কতটুকু লাভবান হচ্ছে, কর্মক্ষেত্রে তারা কি কি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে এবং কিভাবে সমস্যাসমূহ সমাধান করা যায়, তা জেনে আগামী দিনে মহিলারা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অর্থাৎ সামাজিক, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্র প্রবেশ করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা মহিলাদের আত্মনির্ভরশীলতার সুযোগ সৃষ্টি করার পরিকল্পনা নেয়া যেতে পারে। এই গবেনষনাটি তাই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও যুক্তিযুক্ত।

১.৫ গবেষণার এলাকা ঃ

এ গবেষণা ঢাকা শহরের মধ্যে সীমিত রাখা হয়েছে। সেহেতু ঢাকা শহরে বিভিন্ন পেশায় মহিলারা নিয়োজিত আছেন এবং কর্মজীবী মহিলাদের সকল সুবিধা এবং অসুবিধা সম্পর্কে অবগত হওয়ার সুযোগ হয়েছে, তাই ঢাকা শহরকে সবেষণার এলাকা হিসেবে নির্বাচিত করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

১.৬ গবেষণার সীমাবদ্ধতা ঃ

প্রস্তাবিত গবেষণায় জরীপ কাজ শুধু ঢাকা শহরে মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। সময়ের স্বল্পতার জন্যই প্রস্তাবিত গবেষনর ক্ষেত্রকে ছোট করা হয়েছে। যতটুকু সম্ভব হয়েছে ততগুলো সাক্ষাৎকার নিয়েছি। তবে কিছু কিছু জায়গায় সাক্ষাৎকার নেয়ার চেষ্টা করেছি কিন্তু সহযোগিতার অভাবে নেয়া সম্ভব হয়নি সেখানে Secondary data থেকে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

বলা যায় তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বাধাসমূহ উপাত্ত তথ্যের অপ্রাপ্যতাতো রয়েছেই। তাছাড়া আর্থিক সীমাবদ্ধতা আছে, অন্যান্য দায়িত্বের জন্য এবং সময়ের স্বল্পতার জন্য বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে গবেষণা কর্মটি করতে হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

কর্মজীবী মহিলাদের পরিচিতি

২.১ কর্মজীবী মহিলা কারা ঃ

মহিলারা যে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত আছেন তাদেরকেই কর্মজীবী বলা হয়।

একদিন মহিলাদের প্রধান কর্মস্থল ছিল ঘর-সংসার। কিন্তু এখন ঘরে-বাইরে তার কর্মস্থল, মাহিলারা আজ বেরিয়ে এসেছে প্রতিযোগিতামুখর আধুনিক বিশ্বে। সন্তান প্রতিপালনের সঙ্গে সঙ্গে তাকে জাতি গঠনমূরক কাজেও অংশ গ্রহণ করতে হচ্ছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা-দীক্ষা, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম , অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রেই মহিলাদের ভূমিকা লক্ষ্যনীয়। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল, কামিনী রায়, প্রীতিলতা, মাদার তেরেসা, বিজ্ঞান মাদামকুরী প্রমুখ দেশের সার্বিক কল্যাণে তথা সমগ্র বিশ্বে মহিলাদের বলিষ্ট প্রতিভার যে দৃষ্টান্ত রেখেছেন তা সারা বিশ্ববাসী স্মরণ করে।

আধুনিক যুগের মহিলারা আর মহিলা হিসেবে নয়, মানুষ হিসেরে পরিচিত তাইতো সেচ্ছাশ্রমে অংশ নিচ্ছে মহিলারা; খাল খনন করছে তারা, নদী পুনঃ খননে তাদের কোমল হস্ত মাটি তুলছে দ্বিধাহীন চিত্তে। দেশের নির্মান কর্মে মহিলা রাখছে তার যথাযথ ভূমিকা। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা, জলোচ্ছাস তথা যাবতীয় জাতীয় বিপর্যয় মহিলারা ছুটছে ত্রাণ কর্মেঃ গম, দুধ, কাপড় বিলাচ্ছে দুস্থ মানুষের মাঝে। সরকারি সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়নের জন্য নারী ব্যাকুল-বেসরকারি উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মহৎ ও কল্যাণকর কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণ করতে নারী অধিক আকুল-স্বামীর সংসারে আর্থিক

Dhaka University Institutional Repository

নিরাপত্তা বিধানের জন্য দুর্ভিক্ষ পীড়িতকে অন্ন বস্ত্র বাসস্থান দেয়ার জন্য, দুঃস্থ মহিলাদের উদ্ধারের জন্য নারী আজ উৎকণ্ঠিত। মহিলারা আজ স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করছে, গণশিক্ষার আয়োজন করছে। মহিলা শিক্ষা কেন্দ্র খুলছে, শিশু পরিচর্যায় সাধারণ মহিলাদেরকে উৎসাহিত করে তুলছে, শিল্প-সংগীত ও নৃত্য শিক্ষাকেন্দ্র খুলে পুরুষ ও নারীকে দিচ্ছে রুচিও সৌন্দর্যের ছোঁয়া।

পুরুষের পাশাপাশি মহিলারাও আজ সমানভাবে সর্বক্ষেত্রে অবদান রাখছে আর এজন্যই আজ জাতির, দেশের তথা বিশ্বের উন্নতি সম্ভাবনাময়। মহিলারা আজ গৃহের হাল ধরেছে শক্ত করে, রাষ্ট্রের হালও ধরেছে কোথাও কোথাও এবং কখনো পুরুষের পাশে থেকে মহাশূণ্য অভিযানে বেরিয়ে পড়ছে দ্বিধাহীন চিত্তে। তাইতো কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে একটি সত্য---

"কোন কালে একা হয়নিক জয়ী পুরুষের তরবারী
প্রেরণা দিয়েছে, শক্তি দিয়েছে বিজয়া লক্ষ্মীনারী"।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

৩.১ নারী শ্রম ও শ্রমিক: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ ঃ

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মহিলাদের অর্থনৈতিক অবস্থান গত শতকের শেষ সূর্য্যাস্ত পর্যন্তও পুরুষ অপেক্ষা ছিলো নিম্নগামী। এর প্রধান একটি দিক হচ্ছে মহিলাদের অমূল্যায়িত শ্রম অথার্ৎ গৃহের অভ্যান্তরিন কাজকর্ম পাবারিক কৃষি ও অকৃষিকাজ কখনো গ্রাহ্য হয়নি শ্রম হিসেবে। এর জন্য তারা পেতেন না কোনো অর্থমুল্য, বেতন বা মজুরি এমনকি মৌখিক স্বীকৃতিটুকুও। আধুনিক অর্থশাস্ত্র শেষ পর্যন্ত গৃহস্থালি কাজে ব্যয়িত নারী শ্রমকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করলে ও এর অর্থমুল্যকে জাতীয় আয়ের অন্তর্ভূক্ত করে দেখায়নি। ঘরোয়া শ্রমে মহিলারা তখন ও অবৈতনিক শ্রমিক। এছাড়া ক্ষুদ্রও কুটির শিল্পে মহিলা শ্রমিকদের অবদান ও থেকে গেছে অনালোচ্য।

এক হিসেবে মতে বাংলাদেশে ১৯৯০-৯১ সালে শ্রমশক্তি দেশের মোট শ্রমশক্তি ছিল ৫১.২ মিলিয়ন। এর মধ্যে ২০.১ মিলিয়ন মহিলা। ১৯৯৫-৯৬ সালে শ্রম শক্তির জরিপে মোট ৫৬ মিলিয়ন শ্রম শক্তির মধ্যে মহিলা ছিল ২১.৩ মিলিয়ন [৪]।

তবে গত শতকের শেষ দু'দশকে কৃষিক্ষেত্রে আধুনিকায়ন ও নুতন প্রযুক্তির প্রতর্বন অপেক্ষাকৃত উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে মহিলা শ্রমিক বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে যোগদানের সুযোগ পায় এবং সম্পূর্ণভাবে পুরুষ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনার ভেতর থেকেও তারা শ্রমিক হিসেবে নিজেদের ভূমিকা দ্রষ্টব্য করে তুলতে সমর্থ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামীন অর্থনীতিতে ওবৃদ্ধি পায় তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ । আর এক হিসেব মতে, আশির দশকে বাংলাদেশের সামগ্রিক কৃষিকাজে মহিলাদের অংশগ্রহন ছিল শতকরা প্রায় ৮০ভাগ। ১৯৮৫-৮৬তে কৃষিখাতে নারী শ্রমশক্তি ছিল এককোটি ৭৫ লাখ, সেখানে ১৯৮৯ সালে ছিলো ৩ কোটি ৭০ লক্ষ [৪]।

শতকের শেষ দশকে মহিলা শ্রমিকের পাশাপাশি আগের তুলনায় শিল্প ব্যবসায় নারী উদ্দ্যোক্তদের অবস্থান লক্ষনীয় হয়ে ওঠে বলা যায়। সংখ্যার চেয়ে তাদের পদক্ষেপই ছিল বেশী দ্রষ্টব্য। উল্লেখ্য রাজধানী শহরসহ কিছু অপ্রথাগত শিল্পে মহিলা উদ্যোক্তা দেখা যেতো। এর মধ্যে হোটেল পারিচালনা, বিজ্ঞাপন চিত্র তৈরীর প্রতিষ্ঠান, পোশাক ব্যবসা, ফাষ্ট ফুড ব্যবসা, বুটিক শপ ইত্যাদি আত্মকর্মসংস্থান মুলক ব্যবসা উল্লেখযোগ্য।

গত শতকের অন্তিমকাল পর্যন্ত শ্রমতথা চাকুরীক্ষেত্রে নারী পুরুষের ব্যবধান ছিলো গগনচুম্বি। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ও বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স এসোসিয়েশনের সরকারী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এক যৌথ সমীক্ষায় বলা হয় ;

"সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের মোট নিয়োজিত জনসংখ্যা মধ্যে গড়ে ৯৪% পুরুষ ও ৬% মহিলা। সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পুরুষ ও মহিলাদের অনুপাত ৯৫ঃ৫। কিন্তু অফিসার ম্যানেজারদের মধ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানের পুরুষ ও মহিলাদের অনুপাত ৯৭ঃ৩। এতে আরও বলা হয় চাকুরির বিভিন্ন পর্যায়ে পুরুষ ও মহিলাদের সংখ্যার সমতা আনয়নে লক্ষ্যে সরকারী কোটা পদ্ধতি ফলপ্রসূ হচ্ছে না এবং যে সব পদে সরকারি নিয়োগ হচ্ছে যেখানেও বিভিন্ন অজুহাতে সরকারী কোটা কঠোরভাবে অনুসৃত হচ্ছে না এবং এক্ষেত্রে সরকারের পক্ষথেকে ও কোন

Dhaka University Institutional Repository

আন্তরিক প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় না। উক্ত সমীক্ষায় আরও দেখা যায় যে, সরকারী প্রতিষ্ঠানের তুলনায় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের অনুপাত বেশি। পুরুষ ৭৭% মহিলা ২৩%। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে পুরুষ ও মহিলার অনুপাত ৮৭ঃ১৩ এবং বেসরকারী সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে পুরুষ ও মহিলার অনুপাত ৬৯ঃ৩১। বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক কর্মচারী পর্যায়ে পুরুষ ও মহিলার অনুপাত ৮৬ঃ১৪ এবং অফিসার ম্যানেজার পর্যায়ে পুরুষ ও মহিলা অনুপাত ৯৩ঃ৭। বেসরকারী সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক কর্মচারী পর্যায়ে অনুপাত ৫৭ঃ৪৩ এবং অফিসার ম্যানেজার পর্যায়ে ৮১ঃ১৯।" *"নিলুফার আহমেদ করিম, জেন্ডার এবং উন্নয়ন, ঢাকা, ১৯৯৮"।

উল্লেখ্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং দুই বৃহত্তর রাজনৈতিক দলের প্রধান মহিলা বলে নয়, বিশেষত ১৯৯০ এর দশকে জীবিকার তাগিদেই বেশি সংখ্যাক সাধারণ মহিলারা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ন্যুনতম মজুরির বিনিময়ে ও তারা পুরুষতন্ত্রের বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করে স্বনির্ভরতার পথ বেছে নেয়। বস্তুত শ্রমিক ও কৃষক মহিলারাই বাংলাদেশে টিকিয়ে রাখে নারী উন্নয়নের স্বকীয় ধারা। উপার্জনের মাধ্যমে তারা নিজেদের শক্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় এবং ক্ষেত্র বিশেষ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মোকাবেলা করার প্রেরণাও লাভ করতে থাকে। এভাবে পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সমাজে সংঘবদ্ধ হতে থাকে পরস্পর মতৈক্যের ভিত্তিতে যদি ও দৃশ্যত কোন সাংগঠনিক ভিত্তি তাদের ছিল না। এক্ষেত্রে মহিলা সংগঠন সর্বোপরি এনজিও গুলো তাদের পথ দেখালেও স্বনির্ভরতার জন্য এগিয়ে আসার উদ্যম ছিল তাদের স্বোপার্জিত।

Dhaka University Institutional Repository

সমকালীন শ্রমিক আইন অনুসারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৫০ বা এর বেশী মহিলা নিয়োজিত থাকলে সেখানে দিবা শিশুযত্ন কেন্দ্র থাকার কথা ছিলো এছাড়া বিশ্রামাগার বা উপাসনাগার আলাদা প্রয়োজনীয় সংখ্যাক টয়লেট (প্রতি ২৫ জন মহিলার জন্য কমপক্ষে একটি করে) শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানের জন্য ছুটি ইত্যাদি। শ্রমবিধিানগুলো গত শতকের শেষ দশক পর্যন্ত ছিলো মুলত কাগজে আইন। তখন পর্যন্ত এসব সুযোগ সুবিধা শতকরা একটি প্রতিষ্ঠানের ও ছিলো কি না সন্দেহ।

১৯৯০ এর দশকে বাংলাদেশেল পোশাক শিল্পে মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা ছিলো সবচেয়ে বেশি। এ সময় প্রায় সকল পোশাক কারখানায় মহিলা শ্রমিকদের অতিরিক্ত সময় কাজ করানো হতো তারা সাপ্তাহিক ছুটি পেতেন না। পেতেন না নিয়মিত বেতন। কারখানায় আলাদা টয়লেট ও খাবার কক্ষ ছিলো না। সর্বোপরি পর্যাপ্ত অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা না থাকায় এবং অগ্নিকান্ডের সময় দ্রুত বেরিয়ে আসার পর্যাপ্ত সিঁড়ি না থাকায় গামেন্টস কর্মীরা মর্মান্তিক পরিনতির শিকাড় হতেন প্রায়শই। এদের মধ্যে প্রায় সকলেই মহিলা ও শিশু শ্রমিক । এ নিয়ে মামলা মোকদ্দমা হলেও দু'হাজার সাল পর্যন্ত এ বিষয়ে গৃহিত সরকারি পদক্ষেপ কার্যকর: করা হয়নি।

১৯৯০ সালে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মদ রাষ্ট্রপ্রতি (১৯৯৬) এর তত্ত্বাবধায়ক সরকার টাস্কফোর্স গঠন করে শিক্ষা রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন স্বাস্থ্য সেবা বৈবাহিক অধিকার সহ নারী শ্রমিক সম্পর্কে কিছু সুপারিশ করেছিলো। [৪]

এর মধ্যে অন্যতম ছিলো-মহিলা শ্রমিকের প্রতি বৈষম্য নিপত্তির জন্য জরিপ চালানো ও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহন, রপ্তানি শিল্প মহিলা শ্রমিকের সমস্যা নিরসনের জন্য পৃথক লেবার কমিশন গঠন নীতি নির্ধারনের উচ্চ পর্যায়ে কাগজপত্রে নিয়োগ

Dhaka University Institutional Repository

প্রথার মাধ্যমে পাঁচ বছরের জন্য বিশেষ কোটার ২৫ভাগ উন্নীত করা। শ্রম নীতিমালা সম্পর্কে মহিলা শ্রমিকদের সচেতনাতা বৃদ্ধি, কৃষির যাবতীয় ক্ষেত্রে নারীর অধিকার নিশ্চিত করার জন্য একটি সুষম নারী কৃষির জন্য নির্ধারন করা, নারীদের মধ্যে খাসজমি বন্টন কর্মচারী মহিলাদের জন্য জেলা পর্যায়ে হোষ্টেল ও শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন মহিলা স্বাস্থ্য কর্মী ২৫ ভাগ বৃদ্ধি করা, পুলিশ ও প্রতিরক্ষায় ব্যাপকভঅরে মহিলাদের নিয়োগ দান ইত্যাদি।

দু'হাজার সাল ন্যাগদ এই সুপারিশ মালা আদৌ বাস্তবায়িত হয়নি। ক্ষেত্র বিশেষে খন্ডিত উদ্যোগ খন্ডিত ভাবেই সফল হয়েছিলেন মাত্র।

উল্লেখ্য বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত নারীর সমঅধিকারের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা একটি অন্যতম শর্ত। কিন্তু গত শতক শেষ হওয়া পর্যন্ত সাধারণ শ্রমজীবি নারী বস্তুত রাষ্ট্রীয় আইনের আশ্রয় গ্রহন করতে নানা বিপত্তির মুখোমুখি হতেন।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

৪.১ দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কর্মচারী মহিলাদের কাজের গুরুত্ব ঃ

প্রায় তের কোটি মানুষের দেশ বাংলাদেশ। এর অর্ধেকেই নারী মহিলা একটি দেশের অর্ধেক জনশক্তি বাদ দিয়ে জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই তো এটা নিশ্চিত সত্য যে, দেশের উন্নয়নের জন্য কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহন অবশ্যই কার্যকরী করতে হবে।

বাংলাদেশের মহিলারা আজ অনেক এগিয়ে। শিক্ষা, রাজনীতি সমাজনীতি, অর্থনীতি সর্বক্ষেত্রেই তাদের অংশগ্রহণে চোখে পড়ার মত এমনকি জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে ও মহিলারা আজ সম্পৃক্ত।

বর্তমানে নারী সমাাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমান অধিারের ব্যাপারে সোচ্চার। মহিলারা আজ অর্থনৈতিক জীবনে আত্মনির্ভর শীল হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। এখন তারা আর অন্যের আশ্রয়ে পরনির্ভরশীল হতে চায় না। বরং নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখে বাঁচতে চায়। সংসারে স্বামীর সংগে আপন শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমান অংশিদারিত্ব চায়।

প্রতিটি জাতির শিক্ষার উপরই নির্ভর করে তাদের জীবনের গতি প্রকৃতি দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা একটি খুবই প্রয়োজনীয় বিষয় একথা অনস্বীকার্য। বিশ্বে এমন অনেক রয়েছে যেখানে সম্পদের প্রাচুর্য না থাকা সত্বে নারী পুরুষ একাত্ব হয়ে শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে বিশ্বের দরবারে উন্নত দেশ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। অথচ আমাদের দেশে যথেষ্ট পরিমান সম্পাদ থাকা সত্বেও আমরা বিশ্বে উন্নত জাতি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। এর কারণ বিশ্লেষন করলে দেখা যায় শিক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্বহীনতার পাশাপাশি নারী শিক্ষার পশ্চাৎপদতা ।

Dhaka University Institutional Repository

সুতারাং জাতি গঠনে ও দেশের সার্বিক উন্নয়নে শুধু পুরুষকেই শিক্ষিত হলে হবে না, নারীকেও শিক্ষিত হতে হবে। যুগে যুগে মনীষীরা নারী শিক্ষার গুরুত্বের ব্যাপারে একমত ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বহুভাষাবিদ ও সুপন্ডিত ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ নিখেছেন।

The nation that emphasises on the female education becomes successful in the battle of life.

জাতি গঠনের লক্ষ্যে বিখ্যাত দার্শনিক pleto তার Republic নামক গ্রন্থে লিখেছেন, "Woman is an indispensable part of the mankind who must complete their role to vibrate common interest"। সম্রাট নেপালিয়ন বলেছিলেন, "আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও আতি তোমাদের একটি শিক্ষিতজাতি উপহার দেব" [৬]। নেপোলিয়নের যথার্থ এ উক্তিটি থেকে এটা স্পষ্ট যে, একজন শিক্ষিত মা'ই পারেন সন্তানকে সুশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে। সুতরাং জীবনযুদ্ধে সফলতা ও জীবনের সব প্রতি কুলতাকে জয় করার জন্য নারী শিক্ষার প্রয়োজনীতা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

নারী জাগরনের জন্য এবং জাতীয় উন্নয়নে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য বর্তমান সরকার কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছে। যেমন শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা সুযোগ এবং বৃত্তি প্রদান। সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে মহিলাদের কোটা বৃদ্ধি ও নিশ্চিত করেছে। এছাড়া সামাজে নারী নিযার্তনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এর ফলে বাংলাদেশের নারী সমাজ প্রায় জাগরনের দারপ্রান্তে। নারী শিক্ষার হার ইতিমধ্যে বেড়ে গেছে এবং গামেন্টর্স সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের কর্মক্ষেত্র বেড়ে গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ জীবনের সর্বত্র মহিলাদের অংশগ্রহন ব্যতীত সভ্যতার চরম বিকাশ সম্ভব নয়। বর্তমানে মহিলারা তাই পিছিয়ে নেই। তারা বিভিন্ন পেশায় দক্ষতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

একজন মহিলা অর্থোপার্জন করে যেমন আত্মনির্ভরশীল হচ্ছে তেমনি পাশাপাশি সামিজক মর্যাদাও তার বৃদ্ধি পাচ্ছে। মহিলারা স্বাবলম্বী হলে তার পরিবারেও স্বাচ্ছন্দ আসে এবং পরিবারে মযার্দাও বাড়ছে। অর্থনৈতিক কারণে এবং কিছুটা আত্ম সচেতনতার কারণে নারী আজ ঘরের বাইরে অবদান রাখতে শুরু করেছে।

আজ মহিলাও স্বনির্ভর উৎপাদনমুখী অর্থনৈতিক কাজের মাধ্যমে জাতীয় উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তাই দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক গঠনে ও পরিবর্তনে মহিলাদের ভুমিকা অগ্রহগণ্য। একালের শৃঙ্খলে আবদ্ধ নারী আজ রাজপথে তার অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে শ্লোগান তুলছে।

শিক্ষা ও কর্মে পদার্পনরত মহিলারা শুধু সমান নয়, অনেকক্ষেত্রেই পুরুষদের থেকে বেশী নিষ্ঠা, শ্রম ও মেধার পরিচয় দিচ্ছে। কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীর অগ্রযাত্রা এই সমাজ টাকে যেন মনে করিয়ে দিচ্ছে। মহিলাদের সম অধিকারের কথাই।

মহিলাদের বিভিন্ন কর্ম সংস্থানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষন দিয়ে থাকে; যার মুল উদ্দেশ্যে হলো দেশের অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত মহিলাদের কারিগরী এবং বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষতা বাড়িয়ে উৎপাদান মুখী কাজে লাগানো। আর্থিক অবসথার উন্নয়ন ও জীবনের মান উন্নয়ন করা। সামাজিক পরিবর্তন সাধন করা।

Dhaka University Institutional Repository

এই প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষন শেষে মহিলারা বৃত্তিমুলক ও ব্যবহারিক শিক্ষা লাভ করে সংসারে ও সমাজে উভয় ক্ষেত্রেই উন্নততর হিসাবে দাঁড়াতে সক্ষম হচ্ছে। বিভিন্ন স্থানে কর্মচারী প্রশিক্ষক বা কর্মী হিসাবে অর্থ ও উপার্জন করতে সক্ষম হচ্ছে, যার ফলে একদিকে সংসারে স্বচ্ছলতা আসে অন্যদিকে সামাজিক উপকার ও হয়।

দেশ গড়ার কাজে, দেশের উন্নয়নে, সমাজের মঙ্গলে, মানব সভ্যতাকে বিকশিত করতে পুরুষের পাশাপাশি মহিলারাও অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে। কখনো প্রত্যক্ষভাবে কখানো বা পরোক্ষভাবে মহিলারা দেশ ড়গার কাজে ব্যাপৃত বস্তুত বিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টির পিছনে মহিলাদের ভুমিকা স্পষ্ট। মহিলাদের এই অবদানের কথা স্বীকার করতে গিয়ে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেনি।

"বিশ্বে না কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যান কর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর"।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

৫.১ কর্মজীবী মহিলাদের অবস্থান ঃ

কোন জাতির সামগ্রিক কল্যান ও উন্নতির কথা চিন্তা করলে শুধু পুরুষের উন্নতির কথা ভাবলেই চলবে না। পাশাপাশি মহিলাদের উন্নতি এবং মহিলাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশের কথা ও ভাবতে হবে।

মহিলারা আজ বেরিয়ে এসেছে প্রতিযোগিতা মুখর আধুনিক বিশ্বে। একদিন মহিলাদের প্রধান কর্মস্থান ছিল ঘর। এখন ঘরে বাইরে তার কর্মস্থল। সন্তান প্রতিপালনের সঙ্গে সঙ্গে জাতি গঠন মূলক কাজে ও তাকে অংশগ্রহন করতে হচ্ছে।

বাংলাদেশের মহিলা উন্নয়নকে জাতীয় উন্নয়নের মুল স্রোত ধারায় নিয়ে আসার জন বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জাতীয়ভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে। সরকারের এসব পদক্ষেপের কারণে মহিলাদের নিয়োগ বৃদিধ করার জন্য গত কয়েক বৎসর যাবত বেশ কিছু সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মহিলা নিয়োগ সংক্রান্ত নীমিালা গ্রহন করেছ। গ্রামীন ব্যাংক ও অন্যান্য এনজিও কর্তৃক ক্ষুদ্র ঋণ সরবরাহের ফলে মহিলাদের স্ব-নিয়েজিত কর্ম বেড়েছে কয়েকগুন। তাছাড়া রফতানীমুখী উন্নয়নের নীতি গ্রহন করার ফলে বাংলাদেশে পোষাক শিল্পের প্রসার ঘটেছে ব্যাপকভাবে পোষাক শিল্প মহিলাদের মধ্যে শিল্পক্ষেত্রে নিয়োগের একটি স্বর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে। বিশেষ করে অর্থনৈতিক কারণে এবং কিছুটা আত্মসচেতনতার কারণে শ্রম বাজারে মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহন চোখে পাড়ার মতো।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে পেশা বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও লক্ষ্যনীয় পরিবর্তন দেখা যায়, গতানুগতিক পেশা যা বহুকাল ধরে কেবল মেয়েদের জন্য চিহ্নিত, তা থেকে আজ তারা বেরিয়ে এসেছে এবং বিভিন্ন চ্যালেঞ্জিং পেশায় আজকের মহিলারা তাদের মেধা ও দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে। ফল দেখা যায় ব্যবসা, আইন, পুলিশ, সামরিক বাহিনী, সেক্রেটারিয়াল কাজ, টাইপিং, যান বাহন চালন (ড্রাইভিং), প্রশাসনিক ক্ষেত্রে, রাজনীতি এমনকি বিমান চালনাতেও মহিলারা যোগদান করছে।

১৯৯৫-৯৬ সালের শ্রমশক্তির জরিপে বাংলাদেশ কর্মজীবী মহিলাদের সংখ্যা ২১ মিলিয়ন। এ সংখ্যা মোট শ্রমজীবি জনসংখ্যার ৩৮.১ শতাংশ এর মধ্যে কৃষি কাজে নিয়োজিত ১ কোটি ৫৬ লাখ ৩০ হাজার, গৃহ পরিচালনা হিসেবে ১০ লাখ ৭৬ হাজার মহিলা কাজ করছে। পোশাক প্রস্তুত ও সেলাইয়ের কাজে ৮ লাখ ৪৭ হাজার হাঁস মুরগি পশু পালন, ন্যাসারী, ডেইরী ইত্যাদি কাজে ৬ লাখ ৮১ হাজার উৎপাদনমুলক অন্যান্য কাজে ৪ লাখ ৭৯ হাজার শ্রমিক ও দিনমুজুরের কাজে ৩ লাখ ৮৫ হাজার বুনন টেক্সটাইল এবং তাঁতের কাজে ৩ লাখ ২৮ হাজার পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা হিসেবে ২লাখ ৭০ হাজার শিক্ষকতা পেশায় ১লাখ ২৫ হাজার ১৩০ জন। সেলসম্যান ও ফেরিয়ালার কাজে ১লাখ ৭৮, হাজার সিগারেট কারখানীয় ৮৬ হাজার, চিকিৎসাখাতে ৮৪ হাজার, কাঁচ ও মৃৎশিল্পে ৪৯ হাজার, বনায়ন কর্মী হিসেবে ৭৮ হাজার, ইট ভাঙ্গা এবং মিস্ত্রি পেশায় ২০ হাজার, মাছ ধরা পেশায় সংশ্লিষ্ট ২০ হাজার, কেয়ারটেকার ও ক্লিনার হিসেবে ১৫ হাজার, বাবুর্চি ও খাদ্য পরিবেশনকারী হিসেবে ১৩ হাজার এবং অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত আছে ২লাখ ৪৪ হাজার মহিলা। [২]

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য কর্মজীবী মহিলাদের মধ্যে শতকরা ৬.৮ ভাগ গ্রামে এবং শতকরা ১৩.৩ ভাগ শহর এলাকায় স্ব কর্মে নিয়োজিত শ্রমিক এবং শতকরা ০.১ ভাগ গ্রামে ও শতকরা ০.২ ভাগ শহর এলাকায় নিয়োগকর্তা/মনিব বেতন ছাড়া পরিবারের সাহায্যকারী হিসাবে শতকরা ৮২.৭ ভাগ গ্রামীন এলাকায় এবং শতকরা ৪১.২ ভাগ মহিলা শহর এলাকায় নিয়োজিত রয়েছেন। (সারনী-১) এ প্রসঙ্গে বলা যায় শ্রম বাজারে পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের সুযোগ সীমিত। এছাড়া মহিলারা যখন শ্রম বাজারে অংশগ্রহন করে তখন তাদেরকে চাকুরীতে নেতিবাচক যেমন অফিসের সময় প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিয়োগ/বদলি মাসের বেশীর ভাগ সময় ট্যুরে থাকতে হবে ইত্যাদি শর্ত দেয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-১

Status in Employment of Employed labour force 1995/1996 (age to years and above) in percent

Status	Rural		Urban	
	Female	Male	Female	Male
seft employed	6.8	43.0	13.3	41.4
Employer	0.1	0.2	0.2	0.9
Employer	4.2	9.6	39.0	34.6
Unpaid family helper	82.7	19.4	41.2	8.4
Day labourer	6.2	27.8	6.3	14.7

Source : BBS 1996

Dhaka University Institutional Repository

৫.২ সরকারি চাকুরীতে ঃ

উন্নয়নের মুলস্রোতধারায় মহিলাদেরকে সম্পৃক্ত করনের একটি অন্যতম ধাপ হচ্ছে পাবলিক সার্ভিসে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি। সরকারী ও স্বায়ত্ব শাসিত সংস্থা সমূহে নারীর অংশ গ্রহন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোটা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। ১৯৭২ সালে মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মহিলা সদস্যদের জন্য সরকারি চাকুরীতে ১০ ভাগ পদ কোটা সংরক্ষনের মাধ্যমে প্রথম বারের মত বাংলাদেশে মহিলাদের জন্য কোটা পদ্ধতির প্রচলন হয়। এরপর প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা পুরনের প্রেক্ষিতে ১৯৭৬ সালে মহিলাদের জন্য মোট পদের শতকরা ১০ ভাগ পদ সংরক্ষিত রাখা হয়। ১৯৮৫ সালে প্রথম বারেরমত গেজেটেটও ও নন-গেজেটেট ও পদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে শতকরা ১০ ভাগ ও ১৫ ভাগ কোটা সংরক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৮৫ সালে সংস্থাপন মন্ত্রনালয়ে কর্তৃক জারীকৃত এক অফিস আদেশ বলে মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত শতকরা ১০ ভাগ কোটা বাতিল হয়। প্রাইমারী স্কুলের চাকুরীতে শতকরা ৬০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের জন্য কোটা পদ্ধতিরও প্রবর্তন করা হয়। বিশেষ প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে মহিলাদের সিনিয়র লেভেল (যথা ডেপুটি সেক্রেটারী, যুগ্ন সচিব) পদে নিয়োগের জন্য।

নিম্ন উল্লেখিত গবেষণা সারণী থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বি,সি,এস সাধারণ ক্যাডারের ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত কোটা পুরণের হার মোট কোটার শতকরা ৮০ ভাগের উপরে অন্যদিকে পেশাভিত্তিক টেকনিক্যাল ক্যাডারে মৎস্য স্বাস্থ্য (ডি,এম) রেলওয়ে (প্রকৌশলী) ক্ষেত্রে কোটা পুরণের হার মোট কোটার ৩০% ভাগের কম।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-২

বি,সি,এস পরীক্ষায় মহিলা প্রার্থীদের হার

পরীক্ষার নাম	মহিলা প্রার্থীর শতকরা হার
১৫তম বিসিএস	১৭.১১
১৬ তম বি,সি,এস	২৯.২১
১৭ তম বি,সি,এস	৩০.১০
১৮ তম , বি,সি,এস	২৯.৬২

Source শ্রমিক ত্রৈমাসিক জার্নাল BILS

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশ সেক্টরে মোট কোটা পুরনের হার ৩০-৩৯ শতাংশের মধ্যে, ব্যাংকিং খাতে বিশেষ করে বাংলাদেশ ব্যাংকে কোটা পুরণের হার শতকরা ১০০ ভাগ। অতএব দেখা যাচ্ছে ক্যাডার ও নন ক্যাডার সার্ভিসের ক্ষেত্রে কোটা নীতি দুই দশক ধরে প্রযোজ্য হলে ও একমাত্র ব্যাংকিং খাতছাড়া অন্য কোন খাতে এখন ও পর্যন্ত সম্পূর্ণ কোটা পুরণ করতে সক্ষম হয়নি। বর্তমান অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে যদিও মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত কোটা পুরণ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু সরকারি চাকুরীতে মহিলাদের নিয়োগের শতকরা হার বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে সরকারী চাকুরীতে মহিলাদের অংশগ্রহণের হার শতকরা ১০.২ ভাগ এবং ক্লাস ২ পর্যায়ের চাকুরীতে মহিলাদের অংশগ্রহন সবচেয়ে বেশী এবং ক্লাস ৪ সবচেয়ে কম। ক্লাস ১ পর্যায়ে এ হার শতকরা ৬.০ ভাগ মাত্র। সিনিয়র পর্যায়ের চাকুরীতে একোটা পদ্ধতির কোন প্রভাব নেই [৭]।

বর্তমান সরকারের সুনির্দিষ্ট কোটা থাকা সত্বেও মহিলাদের অংশগ্রহন সচিবালয় পর্যায়ে শতকরা ১০ ভাগ, বিভাগ অধিদপ্তর পর্যায়ে শতকরা ১৩ ভাগ এবং কর্পোরেশন পর্যায়ে শতকরা ৫ ভাগ। কর্পোরেশন পর্যায়ে মিল ও ফ্যাক্টরী থাকায় এখানে মাহিলাদের অংশগ্রহণ এত নগন্য।

সরকারের উচ্চতর প্রশাসনিক পর্যায়ে মহিলাদের উপস্থিতি প্রান্তিক পর্যায়ে এবং পলিসি প্রনয়ন কমিটিতে মহিলাদের উপস্থিতি একেবারেই নেই। সরকার বর্তমানে এ সকল জায়গার মহিলাদেরকে আনায়নের ব্যবস্থা করছে । এই জেন্ডার পক্ষপাতি ত্বের কারণে পলিসি প্রনয়ন ও উন্নয়নে মহিলাদের সম্পর্কিত বিষয়াবলী চিহ্নিত করা যায়নি। তাদেরকে উন্নয়নের ধারায় সম্পৃক্ত করনের জন্য অর্থের বন্টন ও পদ্ধতিগত ব্যবস্থা ও তৈরী হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩ ইনফরমাল সেক্টরে গ্রাম পর্যায়ে ঃ

গ্রামীন পর্যায়ে ইনফরমাল সেক্টরে মহিলাদের অংশগ্রহন পুরুষদের তুলনায় বেশী। বাংলাদেশে গ্রামীন অর্থনীতিতে কৃষিতে প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ, অ-সামরিক (Civil labour force) শ্রমশক্তি নিয়োজিত রয়েছে। গ্রামে মহিলারা মূলত ঃ কৃষি খামার সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত।

১৯৮০ সাল পর্যন্ত এ সমস্ত কাজকে অর্থনৈতিক কাজ হিসাবে বিবেচনা করা হয়নি [৪১]। কৃষি বহির্ভূত কাজে মহিলাদের অন্তর্ভূক্তি এখনও সীমিত পর্যায়ে। কৃষি কাজের সাথে মহিলারা এখন নিজ উদ্যোগে অথবা পরিবারের পুরুষ সদস্যদের সাথে পশুপালন, মৎস্য খামার, কুটীর শিল্প, রেশম গুটি চাষ কার্যেও নিয়োজিত রয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলের মহিলারা ক্ষুদ্র আকারে মৎস্য ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজ যেমন ঃ মাছ ধরা, মাছ বিক্রি, মাছ শুকানো, মাছ সংরক্ষন, মাছ ফেরী করে বিক্রি করার কাজে নিয়োজিত , চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্টসেও বেশ কিছু সংখ্যক মহিলারা কাজ করছে। কিন্তু এই প্লান্টের মহিলা কর্মীদেরকে পুরুষদের তুলনায় কম বেতন দেয়া হয় এবং মধ্য স্বত্তভোগকারীদের দ্বারাও শোষিত হয়।

গ্রামীন মহিলারা যারা স্ব-নিযুক্ত তারা কৃষি ও অকৃষি এ উভয় ক্ষেত্রেই ঘরে বসেই কাজ করছে। এ কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে বাড়ী সংলগ্ন কৃষি কাজ, পশু পালন ও হাস-মুরগী পালন, মৎস্য খামার, নার্সারী ও গাছলাগান, কাঁথা সেলাই, জাল বুনা, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, টেইলারিং, চাল প্রসেস করা ইত্যাদি। এই কাজ গুলো প্রাত্যহিকভাবে করা হয় কিন্তু এ সকল কাজ থেকে আয় সংসারের সম্পূরক খরচ জোগান দেয় বলে দৃষ্টিগোচর হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

মহিলাদের কাজের সেক্টরাল বিভাজন করলে দেখা যায় কৃষি সংক্রান্ত কাজের চাকুরীতেই মহিলাদের প্রাধান্য বেশী এর পর রয়েছে মানুফ্যাকচারিং সেক্টর [৪১]। গ্রামীন শিল্প সাধারণত: পরিবার ভিত্তিক এবং শতকরা ৩৭ ভাগ কর্মীই হচ্ছে মহিলা তন্মধ্যে শতকরা ৭৭ ভাগ বেতন ছাড়া পারিবারিক সাহায্যকারী এবং শতকরা ২৩ ভাগকে বেতন দেয়া হয়।[৮]

যে সমস্ত পরিবারে জমি নেই সে পরিবারগুলোর মহিলারা বেতনের বিনিময়ে কাজ করে।

মহিলারা যে সকল কাজে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী পুরুষের কাজ করত যেমন, ধানের চারা রোপন, নিড়ানী, ধান কাটা, ধান শুকিয়া প্রসেস করা, চাল তৈরী করা এবং সেচ কাজেও বেশী সংখ্যায় নিয়োজিত হচ্ছে। গরীব মহিলারা ঘরের বাইরে কাজ করতে গিয়ে কোন রকম প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয় না, কারন অর্থনৈতিক প্রয়োজন, সনাতন ও ধর্মীয় বাঁধাকে অতিক্রম করেছে। মহিলা শ্রমিকেরা বেশীর ভাগই কমদক্ষ এবং কম শ্রম উৎপাদন কাজে নিয়োজিত হয়।

৫.৪ শহর পর্যায়ে ঃ

ইনফরমাল সেক্টরে শহর এলাকায় খুব গরীব মহিলারা কম মজুরীর কাজে (কাজের মেয়ে, নির্মান কাজে যোগালি, ঠোঙ্গা বানানোর কাজ ইত্যাদি) নিয়োজিত পর্যবেক্ষনে দেখা গেছে যে শহর এলাকায় গরীব মহিলাদের ফরমাল সেক্টরের কাজে যোগ্য হওয়ার মত ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতা নেই।

Dhaka University Institutional Repository

বেশীরভাগ মহিলাই গ্রামে কোন কাজের সুযোগ না পেয়ে বাধ্য হয়ে শহরে এসেছে। এ সমস্ত মহিলারা নির্মান শ্রমিক, কাজের মেয়ে, সেলস গার্ল (ফেরী করে বিক্রি করা), ফ্যাক্টরিতে প্যাকেজিং, সাধারণ হোটেলে রান্নাবান্না এবং স্ব-নিযুক্ত/অল্প পুঁজিতে ছোট ব্যবসায়ী (যথা ঃ শাড়ী, তৈরী পোশাক, রান্না করা খাবার বিক্রি ইত্যাদি) কাজ করছে।

শহর এলাকায় ক্রমাগত শপিং সেন্টার তথা দোকানের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় মহিলা উদ্যোক্তাদের টেক্সটাইল তৈরী পোষাক, এমব্রয়ডারী ইত্যাদি কাজে প্রবেশ করতে পারছে, সাধারনত, স্ব-নিযুক্ত মহিলারা সরাসরি খরিদ্দারের কাছ থেকে অর্ডার পায় না। বিভিন্ন পর্যায়ে সাব-কন্টাক্টরেরা উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের কমিশন নিয়ে নেয়। ফলে মহিলারা খুব কমই আয় করতে পারে। উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের মার্কেটও খুব সীমিত ফলে উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় বাবদ অর্থনৈতিক প্রাপ্তি খুবই কম।

শহরের মহিলারা ছোট-খাট কাজ, যেমন-ঠোঙ্গা বানানো ও বিক্রয়, চটের ব্যাগ বানানো এবং বিক্রয়, কাপড়ে রং করা, ছোট কারখানায় কাজেও অল্প পুঁজিতে ব্যবসা করছে। এছাড়া স্বল্প, পুজির প্লাস্টিক কারখানায়, জুতার কারখানায়, জরদা তৈরীর কারখানায় ব্যাটারীর কাঁচামাল সংগ্রহ, মিষ্টি সুপারি তৈরী আচার তৈরী ইউনিটে স্বল্প মজুরীতে কাজ করছে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৫ প্রাইভেট সেক্টর ঃ

প্রাইভেট সেক্টরে মহিলারা কুঠির শিল্প, ছোটখাট কারখানায় যথা তৈরী পোষাক, শাড়ী, ছাপাখানা ব্যবসা এবং ব্যাংকে মালিক অথবা কর্মচারী হিসেবে কাজ করছে।

৫.৬ কুটির শিল্প ঃ

কুটির শিল্পের সাথে মহিলারা প্রাচীনকাল থেকেই/অনেক পূর্ব থেকেই জড়িত। যদিও কয়েকটি জাতীয় পর্যায়ের জরীপে কতজন মহিলা কুটির শিল্পে কাজ করছেন তা সঠিকভাবে নিরূপন করা সম্ভব হয়নি। তথাপিও একটি গবেষণায় দেখা গেছে শতকরা ৩৬ এবং অন্যান্য গবেষণায় দেখা গেছে কুটির শিল্প কী ধরনের তার উপর নির্ভর করে মহিলাদের অংশ গ্রহণের হার[৪২,৪৩]। শিল্পে মহিলাদের অংশ গ্রহণ শতকরা ০.৫ ভাগ থেকে শতকরা ৭৫.০ ভাগ [৯] এবং শিল্প ইউনিট গুলোর কিছু সংখ্যকের মালিক মহিলা অথবা অংশীদার মহিলা, আর মার্কেটিং পুরুষেরা করছে এবং ক্যাশ নিয়ন্ত্রনও পুরুষের হাতে। সাধারণভাবে গ্রাম এলাকায় ইন্ডাস্ট্রীতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বেশী কারন ইন্ডাস্ট্রীগুলো বাড়ীতে এবং ঘরের কাজের পাশাপাশি তারা এ কাজগুলো করতে পারে এবং এর মধ্যে খুব কম সংখ্যকই বাড়ীর বাইরে গিয়ে কাজ করতে হয়।[১০] গ্রামীন মহিলারা বাড়ীতে বসেই বিভিন্ন রকম হাতের কাজ যেমন-কাথা সেলাই পাটিবোনা, বাশবেতের জিনিষ করা, পাখা করা ইত্যাদি করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৭ ছোট শিল্প কারখানা এবং উদ্যোগ ঃ

ছোট এবং মাঝারি উদ্যোগগুলোতে মহিলারা অংশীদার বা পরিচালক হিসাবে কাজ করছে। কিন্তু তারা নামে মাত্র পার্টনার এবং খুব কম সংখ্যক মহিলাই প্রোপ্রাইটার অথবা ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হিসাবে কাজ করছে। উদাহরণ স্বরূপ BASIC ব্যাংক ১৯৮৯ সাল থেকে ডিসেম্বর ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ২৬৪টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রজেক্টকে অগ্রিম ঋণ প্রদান করে। এন্টারপ্রাইজ এর মধ্যে একটির নেতৃত্বেও মহিলা ছিল না। অধিকন্তু কিছু সংখ্যক মহিলা উদ্যোক্তা মাইক্রো ক্রেডিট স্কিমের আওতায় ঋণ গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে মহিলা উদ্যোক্তাদের প্রমোট করার জন্য বিশেষ প্রকল্পে মহিলা মালিকানায় এবং পরিচালনায় এন্টারপ্রাইজের আনুপাতিক হার বেশী। মাইডাস নামক সংস্থা ১৪০টি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা ছাড়াও অন্যান্য সাহায্য দিয়েছে এর মধ্যে শতকরা ২০ভাগ প্রকল্পে মহিলারাই মালিক ও পরিচালনা করত। এ সংস্থাটি বিশেষ প্রোগ্রামের আওতায় মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ডেভেলোপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ মাধ্যমে খুব সহজ শর্তে মহিলাদেরকে ঋণ দিয়েছে। এ প্রোগ্রামের আওতায় ১৯৯৪ এর জুন পর্যন্ত ২২১টি প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে এবং এর মধ্যে শতকরা ৩৫ভাগের মালিক মহিলা উদ্যোক্তা।

৫.৮ ব্যাংকিং খাত ঃ

১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকে শতকরা একশত ভাগ কোটা পূরনের মাধ্যমে ২১৮ জন মহিলা মেধার ভিত্তিতে চাকুরী লাভ করে [৭]।

তৎসত্ত্বেও ১৯৯৭ সালে তিনটি জাতীয় কমার্শিয়াল ও ৩টি প্রাইভেট কমার্শিয়াল ব্যাংকে জরীপ অনুসারে জানা যায় যে, সব রকম ক্যাটাগরিতে শতকরা ৬.৫৫ ভাগ মহিলা কর্মচারী কাজ করছে। এই ব্যাংক গুলিতে মহিলা কর্মচারীর মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

শতকরা ৬.৮২ ভাগ নিয়মিত কর্মচারী এবং শতকরা ১.৫২ ভাগ সাময়িক/চুক্তিবদ্ধ কর্মচারী। মহিলা কর্মচারীদের আনুপাতিক হার তুলনামূলকভাবে জাতীয় কমার্শিয়াল ব্যাংকে (৬.৪ ভাগ) প্রাইভেট কমার্শিয়াল ব্যাংক থেকে কম (শতকরা ৭.৯৪ভাগ)। চাকুরীর লেভেল অনুসারে তুলনামূলক চিত্রে দেখা যায় যে, পুরুষের তুলনায় খুব কম সংখ্যক মহিলাই ম্যানেজার হিসাবে কাজ করছে। ব্যাংকে শতকরা ৫.৫২ ভাগ কর্মচারী, ৯.৩৯ ভাগ অফিসার এবং ০.৮১ ভাগ ম্যানেজার হিসাবে কাজ করছে। আনুপাতিক হার অনুসারে দেখা যায় প্রাইভেট কমার্শিয়াল ব্যাংক (পিসিবি) (১.৪৪%) এর তুলনায় জাতীয় কমার্শিয়াল ব্যাংক-এ (এনসিবি) মহিলা স্টাফের সংখ্যা বেশী (৫.৪৯%)। সেখানে মহিলা অফিসার ও ম্যানেজার পদের আনুপাতিক হার পিসিবিতে (১০% এবং ১.৮৯%), এনসিবি (৯.৩৩% এবং ০.৭৮) এর তুলনায় কম। [১০]

সূত্র ঃ Karim, Nilufar A, Rabbi, F. 1997 "Gender Equality in Employment in the Banking Sectior, Study report prepared for BIM.)

অন্য গবেষণায় জানা যায় যে, যদিও মহিলারা ব্যাংকিং সেক্টরের চাকুরীতে বেশী সংখ্যায় যোগ দিচ্ছে কিন্তু মহিলারাদের মোট কোটা শতকরা ১০ ভাগ এখনও পূরণ হয়নি। এস্টাডীতে চাকুরীতে প্রমোশন এবং অগ্রগতির মূল্যায়নে সরবরাহ ও চাহিদার মূল্যায়ন করা হয়েছে, এই স্টাডী অনুসারে মহিলাদের চাকুরীর নির্ধারক ব্যাংকে চাকুরীর চাহিদা নয় বরং ব্যাংকে এক্সিকিউটিভদের আচরণ ও ধারণার উপর নির্ভর করছে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৯ যানবাহন চালনায় (ড্রাইভিং) মহিলা ঃ

বিশ শতকের শেষ অবদি যে কোন যান্ত্রিক যানচালনার পেশা মেয়েদের জন্য চ্যালেন্ডিং পেশা হিসেবেই পরিচিত ছিলো যানা যায়, বাংলাদেশে পেশাদার মহিলা ড্রাইভার তৈরীর জন্য আশির দশকের ডঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে প্রথম প্রাতিষ্ঠানকিভাবে মেয়েদের ড্রাইভিং শেখার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত সেখান থেকে নয়জন মহিলা ড্রাইভিং এ লাইসেন্স পান। এরা সকলেই ড্রাইভার পদে চাকুরি করতেন। এদের ছয়জন আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউনিসেফ, ইউএনডিপি, ওয়াল্ড ফর ফুড প্রোগ্রাম, জি এস এস ই'র গাড়ী চালাতেন। এ সময় ঢাকার মিরপুরে একজন পেশাদার মহিলা ট্রাকচালক ছিলেন বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য আশির দশকে বাংলাদেশ রোডট্রান্স পোর্ট করপোরেশন (বিআরটিসি) মহিলা যাত্রীদের জন্য আলাদা বাস সার্ভিসের ব্যবস্থা করে এই বাসের ড্রাইভার ও কন্ডাক্টের হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় মহিলাদের পরে নানা অসুবিধার কারনে এই সার্ভিস বন্ধ হয়ে যায় [৪]।

আকাশযান চালনায় বাংলাদেশী মেয়েদের অংশগ্রহনের সূচনা ঘটে সত্তর দশকে, সম্ভবত প্রথম বাংলাদেশ ফ্লাইং ক্লাবে যোগদেন ইয়াসমিন রহমান ১৯৭৫ সালে। মুসলিম বিশ্বের প্রথম বানিজ্যিক বিমানের বৈমানিক ছিলেন সৈয়দা কানিজ ফাতেমা রোখসানা, তিনি বৈমানিক হিসেবে যোগ দেন ১৯৮০ সালে। মারা যান ১৯৮৪ সালের ৫ই আগষ্ট। নিজের চালিত যাত্রীবাহী বিমান দুর্ঘটনায়। বিমান চালায় প্রশিক্ষণকালে সহকর্মী সঙ্গে দুর্ঘটনায় নিহত হন পাইলট বারিয়া লারা ১৯৯৯ সালে। [৪]

Dhaka University Institutional Repository

৫.১০ স্থাপত্য শিল্পে মহিলা ঃ

বাঙালি মানসে স্থাপত্য শিল্প ও মহিলাদের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জিং পেশা হিসাবে চিহ্নিত হয়। ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত স্নাতক মহিলা স্থপতির সংখ্যা ছিলো ৯৯জন। ১৯৯৮ এ পূর্ত বিভাগে নয়জন মহিলা স্থপতি কর্মরত ছিলেন। এ সময় স্থাপত্য দফতরে প্রধান সহকারি স্থপতি ছিলেন সেলিনা আফরোজ এবং সহকারি ছিলেন স্থপতি ফাহমিদা সুলতানা। পাশাপাশি বিশালাকার ভবন নির্মান করে নাম করেন স্থপতি লাইনুল নাহার শেমী। তাঁর তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয় ঢাকার নগর ভবন। এছাড়াও অন্যান্য নামকরা স্থপতি হলেন, বৈমানিক স্থপতি ইয়াসমিন রহমান, তানিয়া আতিক, নূরুন্নাহার মিলি, শাহীন ইসলাম, মেরিনা আবাসসুম এবং আরও কয়েকজন।[৪]

৫.১১ ব্যবসা পরিচালনায় মহিলা ঃ

বাংলার সাধারণ মহিলারা ব্যবসা-বানিজ্যের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বহুকাল আগে থেকেই। উনিশ শতকে বিশেষত ফেরি করে পণ্য দ্রব্য বিক্রয় এবং দোকান করার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। বিশেষ করে ইতিপূর্বেই মহিলারা খাবার, বিউটি পারলার, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রিন্টিং ও ডাইং, টেইলারিং, এবং তৈরী পোষাকের পাইকারী ও খুচরা ব্যবসা করতো কিন্তু বর্তমানে কোল্ড স্টোরেজ, শপিং বিজ্ঞাপনী সংস্থা, ট্রাভেল এজেন্সী, শেয়ার ব্যবসা, রয়ায়ন ও ঔষুধ শিল্প, আমদানি-রফতানি প্রতিষ্ঠান এন্টেরিয়ার ডেকোরেশন এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ চালাচ্ছে ইত্যাদি ব্যবসায় বাঙালি মহিলারা যথেষ্ঠ যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখছে।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবসায়ী মহিলা ও যারা ব্যবসা করতে উৎসাহী তাদের উপর একটি জরীপ করে দেখা যায় যে, মহিলা উদ্যোক্তাদের প্রতি আকর্ষনীয় বিষয়গুলো হচ্ছে নার্সারী, পোল্ট্রী, শেয়ার সরবরাহ (স্টক মার্কেট), বাটিক, বিউটি পার্লার, কম্পিউটার সার্ভিস সেন্টার, কিন্ডার গার্ডেন, এডভারটাইজিং ফার্ম, গার্মেন্টস/টেইলারিং, ফুলের ব্যবসা করা, হ্যান্ডিক্রাফট, কস্টিউম ডিজাইন, হেলথ ক্লিনিক, ফুড প্রসেসিং, ট্রাভেল এজেন্সী, প্রিন্টিং প্রেস, ডেইরী ফার্ম, ফিজিক্যাল ফিটনেস সেন্টার, বেবী কেয়ার সেন্টার, মহিলা হোস্টেল, রেষ্টুরেন্ট, ফ্লাওয়ার ক্লাব, শপ-কিপিং, গহনার ব্যবসা (ইমপোর্ট), প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রী, ট্রেনিং সেন্টার সেলাই, রান্না ইত্যাদি, নিটিং, ভিডিও সেন্টার, বৃদ্ধদের ক্লাব, ডিস এন্টেনা এসেম্বলী [৪৪]।

৫.১২ এনজিওতে মহিলা ঃ

বাংলাদেশের এনজিওরা মহিলাদেরকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রোগ্রাম ও প্রকল্পের কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত করেও তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে। যাহোক যে সমস্ত মহিলারা উন্নয়ন কাজে অংশ গ্রহণ করে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহনের প্রবেশাধিকার খুবই কম। ক্ষমতা সংক্রান্ত ব্যাপারে পুরুষের দিকে পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরে পুরুষদের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। পুরুষদের ক্ষমতা সম্পর্কিত প্রকাশ এবং কর্তৃত্ব উন্নয়নমূলক সংস্থার মহিলাদেরকে মনে করিয়ে দেয় পুরুষদেরকে কাউকে কোন ব্যাপারে আদেশ দিতে সমস্যার কথা। কোন কোন ক্ষেত্রে মহিলারা যে সমস্ত পুরুষের অধীনে কাজ করে তারা ঐ সমস্ত মহিলাদের থেকে কম শিক্ষাগত যোগ্যতা, কম দক্ষতা সম্পন্ন এবং নিম্নতম পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষমতা থাকে। নারী-পুরুষ সমন্বয়ে সাধারণ পরিষদ, কার্য-নির্বাহী পরিষদ এবং বিভিন্ন স্তরের ম্যানেজমেন্ট স্টাফেরা পুরুষদের প্রতি খুব বেশী পক্ষপাতপূর্ণ।[১১]

Dhaka University Institutional Repository

এনজিও প্রোগ্রামগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য থাকে মহিলাদের অবস্থার উন্নয়ন এবং মহিলারাই মহিলাদের প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রণ করবে। কিন্তু যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও মহিলাদেরকে প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রনকারী হিসাবে রাখা হয় না।

প্রজনন স্বাস্থ্য প্রোগ্রামে পুরুষের বিপরীত মহিলাদের মধ্য পর্যায়ের সুপার ভাইজারদের ভূমিকা ও ফলপ্রসূতা সম্পর্কিত গবেষণায় দেখা গেছে যে, মহিলা সুপারভাইজারেরা পুরুষ সুপার ভাইজারদের চেয়ে মহিলা কর্মী ও কমিউনিটির মহিলাদেরকে ফলপ্রসু সহায়তা দান করতে পারে। [১১]

৫.১৩ বিদেশে চাকরি ঃ

সত্তর দশক থেকেই বাঙালি মেয়েদের বিদেশে চাকরি গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি প্রবনতা সৃষ্টি হতে থাকে। জীবিকা এবং বাড়তি উপার্জনের জন্য অনেকেই বিভিন্ন পেশা নিয়ে পাড়ি জমান বিদেশে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে, এ সময় সাধারণ পরিবারের গ্রামীন মেয়েরা ও প্রধানত গৃহ পরিচারিকা হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে কাজ করার সুযোগ পেতেন। ব্যতিক্রমী পেশা হিসেবে লক্ষ্য করা গেছে, ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ থেকে কাবাঘরের খাদেমের চাকরি নিয়ে সৌদি আরবে অবস্থান করছিলেন ১৫জন মুসলিম মহিলা। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীও ছিলেন। এরা চাকরি পেয়েছিলেন বাংলাদেশ জনশক্তি উন্নয়ন ব্যুরোর মাধ্যমে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.১৪ উচ্চ প্রশাসনিক পদে মহিলা ঃ

বাংলাদেশে প্রশাসনিক উচ্চ পদে মহিলাদের সংখ্যা হাতে গোনা। তথাপিও সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম-সচিব, উপ-সচিব, বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান এবং জেলা প্রশাসকের মত গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতেও মহিলারা নীতি নির্ধারনের ভূমিকা পালন করতেছেন।

১৯৯৮ সালে দুজন মহিলা সচিব নিয়োগ পান এবং প্রথমবারের মতই মহিলা মন্ত্রণালয়ে মহিলা সচিব নিয়োগ পান, সেস সময় ছয়জন যুগ্ম সচিবও ছিলেন মহিলা এবং একজন রাষ্ট্রদূত ছিলেন মহিলা। এমনকি বিচারপতি/মহিলা জর্জ হিসাবে ও মহিলারা নিয়োগ পেয়েছেন।[১২]

৫.১৫ সাহিত্যে বাঙালি মহিলা ঃ

বাঙালি মহিলারা সাহিত্যাঙ্গনেও পিছিয়ে নেই। বিশ শতকের প্রথমার্ধে একটি উল্লেখযোগ্য নাম হচ্ছে কবি রাজিয়া খান চৌধুরানী।

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে শেষ দশক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে যার নাম সবাই জানে তিনি হচ্ছেন কবি সুফিয়া কামাল। দেশের সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার সহ দেশ-বিদেশের প্রায় ৩৫টি পদকে ভূষিত হয়েছেন তিনি। ১৬টি সংগঠনের সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করে কাব্যচর্চা সমাজসেবা এবং নারী অধিকার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকে কবি সুফিয়া কামাল অর্জন করেন অবিসাংবাদিত ব্যক্তিত্বের মর্যাদা।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও অন্যান্য মহিলা কবিদের মধ্যে রয়েছেন বেগম রোকেয়া, রাবেয়া খাতুন, মানকুমারী বসু, সরসীবালা, নুরুন্নাহার খাতুন, মাহমুদা খাতুন, হাসি রাশি দেবী, বীনা রায়, খোদেজা খাতুন, মেহের কবীর, আনোয়ারা বেগম, রওশন আরা, খোশনূর আলমগীর, দিলারা হাফিজ, নাসিমা সুলতানা, কাজী রোজী, অঞ্জনা সাহা প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

৫.১৬ রাজনীতিতে মহিলারা ঃ

ক্ষমতায়নে জন্য রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ একটি অপরিহার্য শর্ত। স্বাধীনতার আগেও তদানীন্তন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার বেশ কিছু মহিলা সংগঠন গড়ে ওঠে ছিল। যেমন-নিখিল পাকিস্তান মহিলা সমিতি। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশেও মহিলাদের সামাজিক আন্দোলন এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণ লক্ষ্যনীয়। মহিলারা ক্রমশঃ সচেতন হচ্ছে। রাজনীতি অঙ্গনে মহিলাদের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯১-এর নির্বাচনের পর হতে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের প্রধান নেত্রী নারী/মহিলা ৮০-এর দশকের তুলনায় ৯০ এর দশকে নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের ১৯৯৬ এর পরিসংখ্যান মতে ১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৯জন। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে মোট প্রার্থী ছিল ২৫৬২ জন এবং এতে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৪৮ জন। ২০০১ সালে ৩০০ আসনের মধ্যে ৪৭টি আসনে মোট ৩৮জন মহিলা প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও জয়ী হন ৬জন মহিলা।[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে উপনির্বাচনে নেত্রকোন ৩ আসনে জনগনের সরাসরি ভোটে আরও একজন মহিলা সংসদ সদস্য বিজয়ী হন।

বাংলাদেশের মহিলাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ান ইউনিয়ন পরিষদে মহিলাদের সক্রিয় ইউনিয়ন পরিষদের মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মূলত ঃ সত্তর দশক থেকেই আমরা ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত মহিলা দেখি। বর্তমানে ১জন চেয়ারম্যান, ৯জন সাধারণ সদস্য (নারী/পুরুষ) ও ৩জন সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৯৭ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সদস্য পদে ১৭ হাজার ৪ শত ৪০জন মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ইউনিয়ন পরিষদে এই প্রথমবারের মত সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্য নির্বাচিত হলো। ২৭শে ফেব্রুয়ারী২০০৩সালে সর্বশেষ গ্রাম সরকার গঠিত হয়। এতে একজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহিলা সদস্যসহ তিনজন মহিলা রাখার বিধান করা হয়।[১৪] যা মহিলাদের রাজনীতি প্রবেশের আর একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়।

বর্তমান সরকার মহিলাদের উন্নয়নমূলক কিছু পদক্ষেপ হাতে নিয়েছেন তার মধ্যে অন্যতম মেয়েদের জন্য দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ, উপবৃত্তি কর্মসূচী প্রবর্তন, দুঃস্থ মহিলাদেরকে স্বাবলম্বী করার জন্য বিশেষ তহবিল থেকে ঋণদান কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

একুশ শতকের প্রবেশের প্রাক্কাল ভাগে মহিলা সমাজের রাজনৈতিক তৎপরতা দৃশ্যত বাড়লেও কার্যত তা মহিলাদেরকে সমমর্যাদার মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য লাগসই ছিল না। বরং বিদ্যমান রাজনীতি ছিল তার প্রতিপক্ষা, ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিস্পধীও বটে, তারপরেও বলতে হয়, যে ভাবে যে কোন প্রকারেই হোক এই দুই নেত্রীর রাজনৈতিক শীষপদ অলংকরন ছিল হাজার বছরের গোড়ামিপূর্ণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তাৎপর্যময় ঘটনা। কাজেই দেখা যায় যে, মহিলারা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করছে দৃঢ়তা, সততা ও সচেতনতার সাথে।

পরিশেষে বলা যায়, সমগ্র বিশ্ব আজ মহিলাদের সমানাধিকার ও সমতা আনয়নের ব্যাপারে সোচ্চার। আজ একথা খুবই স্পষ্ট যে, জনসম্পদের অর্ধাংশ মহিলাদেরকে বাদ দিয়ে উন্নয়ন এর পথে ধাবিত হওয়া অসম্ভব। এ সত্য উপলব্ধি করেই/মহিলারা শত বছরের জীর্ণতা আর সামাজিক, পারিবারিক, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় বিধি-নিষেধের প্রাচীর ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছে উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় সম্পৃক্ত হতে।

৫.১৭ বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে মহিলা ঃ

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে বাঙালি মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিলো তুলনামূলকভাবে নিস্প্রভ। কারণ যুদ্ধের নয় মাসে সশস্ত্র মহিলা যোদ্ধারা ছিলেন বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত এবং অসংগঠিত। তথাপিও হানাদারদের আক্রমনের সূচনাতেই প্রতিরোধের প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্রী রওশন আরা। একাত্তরের ২৫ মার্চের কালোরাতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর একটি প্যাটন ট্যাংকের সামনে বুকে মাইন বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এতে প্যাটন ট্যাংকটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং রওশন আরা শহীদ হন।

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযুদ্ধকালে ভারতে মহিলাদের জন্য বিভিন্ন মহিলা প্রশিক্ষণকেন্দ্র খোলা হয়েছিলনা। সেখানে অনেক মহিলাই প্রশিক্ষনের জন্য অংশ নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী , বেগম বদরুননেসা আহমেদ, মিসেস জাহানারা হক, আম্বিয়া আজম, ফরিদা আখতার, আইভি রহমান, গৌরী গাঙ্গুলী, নিলুফার পান্না, শেফালী সাহা সহ আরো অনেকে।

যুদ্ধকালীন সময় কিছু কিছু মেয়ে অস্ত্রচালনায় প্রশিক্ষণ নেন। পুরুষের পোশাকধারী মহিলা মুক্তিযোদ্ধাদের একজন ছিলেন শিরিন বানু মিতিল।

শিরিন প্রথম জড়িয়ে পড়েন পাবনার প্ররিরোধ সংগ্রামে। ৭ই মার্চ শেখ মুজিবর রহমানের ভাষন শুনে উদীপ্ত হয়ে তিনি ছেলেদের সঙ্গে রাস্তায় নেমে ব্যারিকেড সৃষ্টিতে অংশ নেন।

মুক্তিযুদ্ধে আরও অংশ নেন সিরাজগঞ্জের মনিকা মতিন, বগুড়ার ফেরদৌস আরা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী আসমা, কলেজ ছাত্রী রেশমা ও সায়মা প্রমুখ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।

সম্মুখ সমরে সশস্ত্র মহিলা মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ছিলেন বীর প্রতীক সিরাগঞ্জের ক্যাপ্টেন সিতারা (যিনি যুদ্ধকালে চিকিৎসক হিসেবে হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন)। রংপুরের তারামন বিবি, অন্য একজন কিংবদন্তী মুক্তিযোদ্ধা হলেন ফাঁকন বিবি, বাগের হাটের মেহেরুন্নেসা মীরা ও হালিমা খাতুন, বরিশালের শাহানা পারভীন শোভা, পাবনার সাথিয়ার ভানুনেছা বেগম প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। আরো অনেক মহিলা মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। পুরুষের পাশাপাশি মহিলারাও স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশেষ অবদানের দাবীদার। যাদের ত্যাগ তিতিক্ষার ফলশ্রুতিতে আজকের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। [৪]

Dhaka University Institutional Repository

৫.১৮ নারীমুক্ত আন্দোলনে: মহিলা সংগঠন ঃ

মহিলাদের সার্বিক কল্যাণ্যের লক্ষ্যে বিভিন্ন সংগঠনের পরিচয় পাওয়া যায়। ঢাকায় বেগম ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন বেগম পত্রিকার সম্পাদক নূরজাহানা বেগম ১৯৫৪ সালে। এই ক্লাবই তখন ছিলো পূর্ব পাকিস্তানী মহিলাদের সাহিত্য কেন্দ্র এখানে নিয়মিত সমবেত হতেন বেগম সুফিয়া কামলাসহ শামসুন্নাহার মাহমুদ, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, লুলূ বিলকিস বানু, সেলিনা বাহার চৌধুরী প্রমুখ। ১৯৬৯ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে কবি সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে এবং কতিপয় প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'মহিলা পরিষদ'।

স্বাধীনতার পর 'অল পাকিস্তান উইমেন্স এসোসিয়েশন' এর পূর্ব পাকিস্তান শাখা সংগঠনের সকল মালিকানা দখল করে এবং মহিলা পরিষদের সঙ্গে একীভূত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে মহিলা পরিষদের মূল দাবিগুলোর অন্যতম ছিলো মহিলাদের প্রতি সমাজের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন এবং সকল স্তরে মহিলাদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা। তবে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত এই সংগঠনের কার্যক্রমে দেখা যায় যে, সমাজে মহিলাদের প্রতি পুরুষের ধারাবাহিক নিপীড়ন রোধকরার চেয়ে এই সংগঠন বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করে নারী নির্যাতন বন্ধ করার প্রয়াসী মহিলা পরিষদ মহিলাদের সমস্যার ক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধকে মূখ্য নির্নায়ক শক্তি হিসেবে গণ্য করত না। ধর্মীয় বাধানিষেধ সম্পর্কেও কোন প্রশ্ন করত না এবং ধর্মীয় রীতিনীতির ভেতরে থেকেই নারীত্বকে গৌরবান্বিত করার পক্ষেই কাজ করত।

Dhaka University Institutional Repository

সত্তর দশকে সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত মহিলা সংগঠনগুলো ক্রমান্বয়ে রাজনীতি ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে শুরু করে। সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গটি কমবেশি গুরুত্ব পেতে থাকে তাদের বিভিন্ন কর্মসূচীতে। ফলে নারী আন্দোলনে দেখা দেয় নতুন গতিশীলতা। এই গতিশীলতা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় জাতিসংঘ নারীদশক (১৯৭৫-৮৫) ঘোষণার পর থেকে। এ সময় বেশ কিছু মহিলা সংগঠনেরও আবির্ভাব ঘটে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো নারীপক্ষ, রূপান্তর, নারী প্রগতিসংঘ, নারী সংহতি, বিপ্লবী নারী পরিষদ, নারী মৈত্রী ইত্যাদি। [৪]

তখন নারীমুক্তি আন্দোলনের যে মৌলিক দিকনের্দেশনা ছিলো সেগুলিকে বিন্যস্ত করা যায় এভাবে বিদ্যমান পিতৃতান্ত্রিকতার পরিবর্তন সাধন; সমাজ, পরিবার ও রাষ্ট্রে মহিলাদের সমঅধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং তথাকথিত ধর্মীয় অথচ নারী নিপীড়নমূলক ইস্যুগুলোকে প্রতিহত করা। আর এ নারী নিপীড়ন ইস্যুগুলোর মধ্যে ছিল নারী নির্যাতন রোধ, নারীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসনিরোধ আন্দোলন, যৌতুক বিরোধী আন্দোলন, পরিবারিক আইন অধ্যাদেশের পক্ষে আন্দোলন, নারীর সৃজনশীলতার উত্থানের স্বপক্ষে প্রচলিত আইন পরিবর্তনের আন্দোলন ইত্যাদি।

১৯৭৪ সালে বেগম খুশি কবির প্রতিষ্ঠা করেন সমাজ কল্যাণমূলক সংস্থা। 'নিজেরা করি'। ১৯৭৫ সালে অধ্যাপিকা রোকেয়া রহমান প্রতিষ্ঠা করেন 'সপ্তগ্রাম নারী স্বনির্ভর পরিষদ' এছাড়াও অন্যান্য নারী কল্যাণকামী কিছু প্রতিষ্ঠান এবং এনজিও গ্রামীন মহিলাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা, শিশু কল্যাণকর কর্মসূচী গ্রহন ইত্যাদি ক্ষেত্রে কর্মকান্ড পরিচালনা করে।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্যযোগ্য মহিলা সংগঠন 'ওমেন ফর ওমেন' সহ আরও কিছু সংগঠনের চিন্তা-চেতনা 'মহিলা পরিষদ' এরই অনুরূপ ছিলো। তবে 'নারী পক্ষ' সহ কিছু সংগঠন ছিলো ভিন্ন চিন্তার পোষক। তাদের মতে, মহিলাদের সমস্যার প্রধান কারণ, মহিলাদের জীবনে আধিপত্যকামী পুরুষের উপস্থিতি। এছাড়া ধর্ম এবং বিভিন্ন অনুশাসনমূলক ঐতিহ্য সম্পর্কেও এসব সংগঠনের বিস্তর প্রতিহিংসা দেখা গেছে। বিশ শতকের শেষ পর্যন্ত নারী নিপীড়নের প্রত্যক্ষ ঘটনার প্রতিবাদে সকল সংগঠনকেই সম্মিলিতভাবে প্রতিবাদী হতে দেখা গেছে। [৪]

বিশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত বাংলাদেশের মহিলা সংগঠনগুলোকে প্রধানতঃ দুধারায় আন্দোলন সংগঠিত করতে দেখা গেছে-

ক) নারীর সমঅধিকার, আইন ও শ্রেণীগত শোষনের অবসান।

খ) নারী-অসাম্যের মূল কারন পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শের পরিবর্তনের প্রয়াস চালানো।

Dhaka University Institutional Repository

৬ষ্ঠ অধ্যায়

কর্মক্ষেত্রে কর্মজীবী মহিলাদের সমস্যা

৬.১ কর্মক্ষেত্রে কর্মজীবী মহিলাদের কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় ঃ

প্রধান উপার্জনকর্মী হিসাবে মহিলাদের দায়িত্ব শ্রমশক্তিতে অংশ গ্রহণ বাড়িয়েছে কিন্তু শ্রম শক্তিতে অংশ গ্রহনের পর তাদের কি কি প্রয়োজন হতে পারে সে সম্বন্ধে কোন চিন্তা ভাবনা করা হয় নি। তাই মহিলারা শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহনের ফলে তার ব্যক্তি জীবনে নানাধিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। তন্মধ্যে স্বাস্থ্য ঝুঁকি, দুর্ঘটনা ঝুঁকি, নানারুপ সম্ভ্রম ও যৌন হয়রানির ঝুঁকি ইত্যাদি।

বিশ শতকের শেষ দিন পর্যন্ত মহিলা পুরুষ শ্রমবৈষম্য ছিল পেশাগত ও মজুরীগত। পেশাগত বৈষম্য মানে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও মহিলাদের নিয়োগে সীমাবদ্ধতা বা অযৌক্তিক কোটা প্রথা আর মজুরী বৈষম্য মানে সমান কাজ করেও মহিলা শ্রমিকের কম পারিশ্রমিক বা বেতন। কেননা মজুরির ব্যবাপারে মেয়েদের দর কষাকষির সুযোগ ছিল সংকুচিত। বস্তুত তাদের মজুরি নির্ধারিত হতো চাহিদার উপর ভিত্তি করে। লক্ষ্য করা গেছে সামাজিক ও শ্রমিক সংঠগনের পুরুষ প্রাধান্য। বিশেষ বিশেষ পেশায় মেয়েদের ভিড়। শারীরিক কারণে বিশেষ প্রসবকালীন ছুটি, প্রতিকূল অবস্থায় ঝুঁকি গ্রহনে অপরাগতা, পর্দানশীলতাব জন্য সর্বশক্তি নিয়োগে অক্ষমতা স্থানান্তর, বদলি ও প্রশিক্ষণের জন্য দূরবর্তী স্থানে যাওয়ার অসুবিধা ইত্যাদি অজুহাতে মালিকরা মহিলা নিয়োগের ক্ষেত্রে বৈষম্য দেখাতো। তাছাড়া মহিলা শ্রমিক কমবেশী লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার হতো।

Dhaka University Institutional Repository

মহিলাদের কর্মপরিবেশ ও কমবেশী পীড়াদায়ক। তার বেশির ভাগই পুরুষ প্রাধান্যজনিত এবং মহিলাদের মানসিক ও দৈহিক সম্ভ্রমের সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কিত। অফিসের বস,সহকর্মী এবং বাইরের সন্ত্রাসী, মাস্তানদের হয়রানির ঝুঁকি মহিলা শ্রমিকদের শঙ্কাগ্রস্থ করে। তাদের ঝুঁকি নিয়েই সাধারণত কাজ করতে হয়।[৪৫]

কর্মক্ষেত্রে মহিলারা শোষন, বঞ্চনা, নিপীড়ণ ও হয়রানির শিকার হচ্ছে প্রতিদিন। আমাদের বর্তমান গবেষনার কেসস্টাডী ও ফোকাস গ্রুপ আলোচনা থেকে জানা যায়যে, মহিলা কর্মীরা দুটো প্রধান সহিংসতার শিকার হচ্ছে ১) হয়রানি বিশেষ করে যৌন হয়রানি ২) মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন। এ অধ্যায় বিভিন্ন ধরণের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন, হয়রানি ও সহিংসাতার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হলঃ

এ গবেষনায় মহিলা শ্রমিকদের রিপোর্ট অনুযায়ী মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের মধ্যে রয়েছে নূন্যতম বেতন থেকে বঞ্চিত করা। সাপ্তাহিক, নৈমিত্তিক ও মেডিকেল ছুটি না দেয়া। কখনও কখনও দু,তিন মাসের বেতন না দিয়ে শ্রমিক ছাটাই, প্রাপ্য অনুসারে বেতন না দেয়া। জোর পূর্বক ও ওভারটাইম তরানো, ওভারটাইমের টাকা পরিশোধ না করা,মাতৃত্বজনিত ছুটি না দেয়া ফ্যাক্টরী চলাকালীন সময়ে তালাবন্ধ করে রাখা, নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা না নেয়ায় অগ্নিকান্ড, অস্বাস্থ্যকর কর্মস্থল, মারধর করা ইত্যাদি।

কর্মজীবি মহিলারা হয়রানি এবং বিশেষ করে যে সমস্ত যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছেঃ মৌখিক আচারন বকাবকি করা লোক সম্মুখে হেয় করা, ব্যঙ্গপূর্ন মন্তব্য করা, অশ্লীল/নোংরা গালিগলাজ করা, বিদ্রুপ/পরিহাস করা। অসৌজন্যমূলক আচরন যৌনকাজের জন্য অর্থ দেয়ার প্রস্তাব দেয়া, অলক্ষ্যে নিকটবর্তী হওয়া, জড়িয়ে ধরা,

Dhaka University Institutional Repository

অশ্লীল ছবি দেখানো, হীন আচরণ করা, গোপন ইঙ্গিত করা, চোখ মারা ইত্যাদি। এছাড়াও মহিলার সহিংসতা যেমন- ধর্ষন, খুন,হত্যা, ও দৈহিক আক্রমনেরও শিকার হচ্ছে।

কর্মজীবী মহিলারা শুধু মাত্র হয়রানির শিকারই হয় না। তারা সহিংসতা যেমনঃ ধর্ষন, খুন এবং শারীরিক আক্রমনের শিকার হয়। গত জুলাই ২০০০সাল থেকে ২০০০১ সাল পর্যন্ত দৈনিক পত্রিকার রিপোর্টে দেখা যায় ৯মাসে ৭টি দৈনিক পত্রিকার রিপোর্টে দেখা যায় যে ১১৫জন কর্মজীবী মহিলা সহিংসতার শিকার হয়েছে। তন্মধ্যে ২৬ জন গার্মেন্টস কর্মী, ৩৫ জন কাজের মেয়ে, ২ জন দিন মজুর, ৫ জন মহিলা চাকুরীজীবী ধর্ষণের এবং ২৮ জন খুন এবং ৯জন শারীরিক আক্রমের শিকার হয়েছে।[৪৬]

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৩

Type of violence faced by working women.

(in number)

Status	Rural Rape	Murder	urban Assault	Total
Maid servant 35	16	4	55	
Garments workers	26	5	1	32
Services	15	4	3	22
Daily Labour 2	3	1	6	
Total	78	28	9	115

Source : Ittefaq, Prothom ALo, Bhorer Kagoj, Janokantha, Independence, Daily star, July-2000- March-2001

Dhaka University Institutional Repository

খবরের কাগজে আরও জানা যায় যে, যে কোন বয়সের গৃহপরিচারিকারা মালিকদের দ্বারা নির্যাতন, ধর্ষণ এবং খুন হয়েছে। বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব লেবার স্টাডীজ (বিলস) তাদের বার্ষিক রিপোর্টে বিভিন্ন পেশার কর্মজীবী মহিলাদের সমীক্ষায় উল্লেখ করেছে যে গত জানুয়ারী-ডিসেম্বর ২০০০ সালে ৫৮ জন কর্মজীবী মহিলা রাতে কাজ করা ও অফিস থেকে যাতায়াতের গাড়ী না থাকায় ধর্ষনের শিকার হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৪

Sexual Harassment on working women January-December 2000 (in numbers)[৪৭]

Sector	Number of vicitims (in numbers)
Garments	33
Domestic Work	13
NGO	02
Cotton Mills	02
Govt. Service	01
Shoe Factory	02
Textile Industry	01
Cold Storage	01
Tea Industry	01
Construction Sector	01
University	01
Total	58

Source : Quoted from Annul Report 2000, Bangladesh Institute of Labour Studies (BILS)

Dhaka University Institutional Repository

গার্মেন্টসের মহিলা শ্রমিকেরা বেশীর ভাগই গ্রাম থেকে আগত কিশোরী এবং অল্প বয়সী অশিক্ষিত তরুনী। তারা কারখানায় একই কর্মস্থলে পুরুষ সহকর্মীদের সাথে অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করে এবং তাদের সুপার ভাইজার এবং মালিকও পুরুষ। কাজেই মনে করা হয় তারা প্রায় সকলেই নানা রকম নিপীড়ন ও যৌন হয়রানির শিকার হয়। মহিলা শ্রমিকেরা জানিয়েছে তারা একরকম বাধ্য হয়েই রাতে কাজ করে এবং তাদেরকে কাজ নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করার জন্য চাপে রাখা হয়।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ডাইরেক্টরেট (FSCDD) এর ঘোষণা অনুয়ায়ী গার্মেন্টর্স শিল্পে যে সমস্ত কাঁচামাল ব্যবহৃত হয় তা খুব সহজেই দহনশীল/দাহ্য বলেই গার্মেন্টস কর্মীরা স্বভাবতঃই অগ্নি দুর্ঘটনার শিকার হয়। ফায়ার ব্রিগেডের রিপোর্ট অনুসারে আগষ্ট ২০০০ সাল পর্যন্ত ৬২টি অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটেছে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে এবং ইহাতে ১০০জন শ্রমিক মারা যায়।[১৫] এই মৃত কর্মীদের মধ্যে শতকরা ৯০ভাগই মহিলা শ্রমিক। এ ব্যাপারে ভিন্ন তথ্য ও পাওয়া গেছে গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের রিপোর্টে। রিপোর্টে অনুসারে জানা যায় যে, ১৯৯০ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে ৩১টি ফ্যাক্টরীতে অগ্নিকান্ডে ১২৬ জন গার্মেন্টস শ্রমিক মারা গেছে এখং ৪৯৯ জন আহত হয়েছে। এখানেও শতকরা ৯০জনই মহিলা।

Dhaka University Institutional Repository

কর্মজীবী মহিলাদের সমস্যা

কেস স্টাডির মাধ্যমে নিম্নে তুলে ধরা হল ঃ

১) পুলিশ (মহিলা) ঃ

৮ জুন, ২০০৩ সাল এর রাজধানীতে যানবাহন নিয়ন্ত্রন ও মহিলা শিশুদের রাস্তা পারাপারে সহায়তা করতে (রাজধানীতে) ৪০জন মহিলা ট্রাফিক পুলিশ নিয়োগ করা হয়। কিন্তু মহিলা ট্রাফিক পুলিশ বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছে। মহিলা ট্রাফিক পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী মেয়েদের সমস্যা অনেক। রাস্তায় এভাবে কাজ করাকে তারা আরও বেশী বিব্রতকর মনে করছে। রাজধানীর ৮টি পয়েন্টে সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা এবং বিকাল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত প্রতিটি পয়েন্টে ২জন করে মহিলা পুলিশ দায়িত্ব পালন করছে। তাদের মতে রাজপথে ঘন্টার পর ঘন্টা দাড়িয়ে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করতে এবং এ ধরনের দায়িত্ব পালন করতে বিব্রত হতে হয়। যেমন, প্রকৃতির ডাকে সারা দিতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। উঠতি বয়সের বখাটে ছেলেদের কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য শুনতে হয়েছে। এবং নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।[৪৮]

২) গার্মেন্টস কর্মী ঃ

রোকসানা নামের এক গার্মেন্টস কর্মী। সে পাঁচ-ছয় বছর ধরে গার্মেন্টস কারখানায় অপারেটর হিসাবে কাজ করছে। তার সুপার ভাইজার তাকে প্রায়ই উত্যক্ত করতো। এক পর্যায়ে তাঁর কাছ থেকে কৌশলে টাকা ধার নেয় এভাবে নিতে নিতে তার সাথে প্রেম ঘটিত এবং অবৈধ সম্পর্ক হয়। যদি রোকসানা

Dhaka University Institutional Repository

কখনও তাঁর কাছে টাকা চায় তাহলে তাকে বকাবকি করে,মারধর করে এবং সর্বোপরি তাকে বিভিন্ন রকম ভয় দেখায়। তাছাড়া রোকসানা বলেছে তার অন্যান্য অনেক সহকর্মীরা এবং সে নিজেও যাওয়া আসার পথে অনেক লোকের খারাপ মন্তব্য শোনতে হয়।

৩) হসপিটালের অভ্যর্থনাকারীঃ

রাবেয়া নামের এক কর্মী জানালেন তারা কাজ করার ফলে তাদের অনেক বাজে মন্তব্য শুনতে হয়। কখনও ওয়ার্ড বয় বা অন্যান্য পুরুষরা ব্যঙ্গ করে কথা বলে। আবার কখনও তাদেরকে যৌনহয়রানির শিকার হতে হয়। কখনও রোগীর আত্মীয় স্বজনদের দ্বারা বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। এভাবে মহিলা অব্যর্থনাকারীকে বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে কাজ করতে হয়।

৪) সেলস গার্ল ঃ

মনি রয়স ২২বৎসর। একটি শপিং সেন্টারে কাজ করছে। সে প্রায়ই কাষ্টমার দ্বারা উত্যক্ত হয়। কাষ্টমাররা পরিহাস করে, বাজে মন্তব্য করে, শিস দেয় ইত্যাদি। কখনও কুপ্রস্তাব দেয়। যা রীতিমত তাকে ভীতির উদ্রেকের সৃষ্টি করে।

৫) টেইলারিং (ব্যবসা) ঃ

জেবা নামের এক মহিলা বয়স ২৮/২৯ স্বামী ছোট খাটো ব্যবসা করে। তাই সংসারে কিছুটা স্বচ্ছ লতার জন্য সে নিজে কাপড় বানায় এবং দোকানে দেয় আবার কখনও কখনও থ্রী পিচ বা শাড়ীতে হাতের কাজ করে দোকানে সরবাহ করে এতে তার সামন্য লাভ থাকে। জেবাকে প্রতিদিন ১৫ মাইল বাসে

Dhaka University Institutional Repository

যেয়ে অনেকটা পথ হেটে যেতে হয় দোকানে দোকানে ঘুরে কাপড় দিতে হয় আবার কিনে আনতে হয়। এতে কখনও কখনও বাসে বাজে লোকের ধাক্কা খেতে হয়, বিরুপ মন্তব্য শুনতে হয়। কেউ কেউ শিস বাজায়। এভাবে নানা ধরেনের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তাকে কাজ করতে হয়। কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারে না। পিছনে সমাজ তাকে খারাপ বলবে সে ভয়ে।

৬) এনজিও কর্মী ঃ

রোকেয়া নামের ২৮ বৎসরের এক এনজিও কর্মী জানালেন। তাকে প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে রাত ১০/১১টা পর্যন্ত কাজ করতে হয়। অফিসের বস অনেক সময় গালি-গালাজ করে। অনেক সময় রাতে বাহিরে কাজ করতে যেয়ে অনেক প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। অফিসে বস এবং কলিগরা এনজিওতে চাকুরী করার জন্য খারাপ মেয়ে হিসাবে ধরে নেয় এবং তারা খারাপ প্রস্তাব দেয়। এই কর্মী সরাসরি নিজের কথা স্বীকার না করলেও জানালেন তার এক কলিগের কথা। সে তার বস কর্তৃক হেনস্ত হয়েছে। তাই এসব ঘটনার জন্য তাদেরকে ভয়-ভীতিতে থাকতে হয়। রোকেযা আরো জানালেন তারা যে এনজিও তে কাজের পরিবেশ ভাল অর্থাৎ তাদেরকে মহিলা বলে ডিষ্টার্ব না করে এমন জায়গায় কম বেতনেও চাকুরী করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

৭) প্রাইভেট কোম্পানীর মহিলা কর্মী ঃ

শাহানা নামের এক মহিলাকর্মী যিনি একটি প্রাইভেট কোম্পানীতে কম্পিউটার অপারেটর হিসাবে নিয়োজিত আছেন। তিনি জানালেন মহিলা বলে অনেক সময় তাকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। পুরুষ কলিগরা

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন রকম বাজে গল্প করে, হাসি ঠাট্টা করে। আবার অনেক সময় মালিক ও ডেকে বিভিন্ন রকম বকাবকি করে। যেমন- কাজে একটু ত্রুটি হলে বা অফিসে যেতে দেরী হলে। শাহানা জালালেন মহিলাদের আলাদা কোন যানবাহনের ব্যবস্থা না থাকায় অফিসে আসতে অনেক সময় দেরী হয়ে যায়। কারণ অফিসে টাইমে পুরুষের ভীড়ে বাসে উঠা খুবই কষ্টকর অফিস থেকে বাড়ীতে যাওয়ার সময় রাত হয়ে যায় তখনও বিভিন্ন লোক নানা রকম বাজে মন্তব্য করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

৭.১ কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের প্রতিকূল অবস্থার কারণ ঃ

কর্মজীবী মহিলারা কর্মক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কাজ করার পিছনে কিছু প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। কর্মজীবী মহিলাদেরকে প্রায় সময়ই বিভিন্ন নিপীড়ন ও যৌন হয়রানির ভয়ে ভীত থাকতে হয়। বিশেষ করে মহিলাদের কাজ ও কাজের স্থান নিয়ে অবহেলা, ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করার একটি সাধারণ প্রবনতা বিদ্যমান ছিল শতকের শেষ পর্যন্ত তখন বিশেষত বাংলাদেশে গার্মেন্টস শ্রমিকদের সংখ্যাগুরু ছিল মহিলা শ্রমিক, এদের তাচ্ছিল্য করে বলা হতো, "গার্মেন্টসের মেয়ে"[৪]। তাছাড়া অনেক মহিলাদের বৈবাহিক অবস্থা অবিবাহিত হওয়া এবং পুরুষ বা মহিলাদেরকে একটু হেয় করে দেখে এবং তাদের কাজকেও তাচ্ছিল্য করা হয়, যার জন্য মহিলাদেরকে অনেক সময় বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। কর্মজীবী মহিলাদের প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার কারন হিসেবে দেখা যায় যে,--অসম জেন্ডার সম্পর্ক, দারিদ্র, শিক্ষার অভাব জেন্ডার পক্ষপাতিত্বমূলক সামাজিক, সাংস্কৃতিক রীতি-নীতি। উপরোক্ত কারনগুলির সাথে কর্মজীবী মহিলাদের প্রতিকূল অবস্থার জন্য অতিরিক্ত আরও যে সকল কারন যুক্ত হয় সেগুলো নিম্নে আলোচিত হলো ঃ

৭.২ সামাজিকভাবে অনিরাপদ কাজের পরিবেশ ঃ

কর্মজীবী মহিলাদের একটি বড় রকমের সহিংসতা ঘটে কর্মস্থলে অনিরাপদ ও অসৌহার্দ্যমূলক কাজের পরিবেশের জন্য। কর্মক্ষেত্রে অসৌহার্দ্যমূলক সম্পর্কের জন্য কর্মজীবী মহিলাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

মহিলা পুলিশ ঃ

রাজধানীতে যানবাহন নিয়ন্ত্রন ও মহিলা এবং শিশুদের রাস্তাপারা পারে সহায়তা করার জন্য ৪০জন মহিলা ট্রাফিক পুলিশ নিয়োগ করা হয় ৮ই জুন ২০০৩ তারিখ। রাস্তায় এভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা দাড়িয়ে কাজ করা যা অনেকটা বলা যায় কর্মক্ষেত্রে অনিরাপদ অবস্থার সৃষ্টি হয়। কারন মহিলা বলে তাদেরকে পুরুষ কর্তৃক অনেক ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ এবং ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য শুনতে হয়।

হসপিটালের অভ্যর্থনাকারী ঃ

হসপিটালের অভ্যর্থনাকারী জানিয়েছেন ওয়ার্ড বয় এবং রোগীর আত্মীয় স্বজনরা অনেক সময় বাজে মন্তব্য করে এবংব্যঙ্গ করে কথা বলে। আবার অনেক সময় রোগীয় আত্মীয় স্বজনরা গালিগালাজ করে যার ফলে তাদেরকে ভীতির মধ্যে থাকতে হয়।

সেলসগার্ল ঃ

কিছু উটকো লোক দ্বারা নানাভাবে উত্যক্ত হতে হয় এবং কাষ্টমারদের দ্বারা অনেক সময় বাজে মন্তব্য শুনতে হয়। আবার অনেকে নানারকম ভয় ভীতি ও দেখায়। যার ফলে দেখা যাচ্ছে সামাজিক ভাবে অনিরাপদ পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

এনজিও কর্মী ঃ

মহিলা এনজিও কর্মীদের অফিসের বসরা তাদেরকে গালি-গালাজ করে থাকে। যার ফলে তাদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করে রাখে। তাছাড়া অনেক সময় বস এবং কলিগরা খারাপ প্রস্তাব দেয় এবং রাতে বাহিরে কাজ করতে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যা তাদেরকে অনিরাপদ অবস্থায় ফেলে।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত কেস স্টাডীও ফোকাস গ্রুপ আলোচনাও ইনফরমাল আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, কর্মজীবী মহিলারা নিজেদেরকে কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ মনে করে যদি ম্যানেজমেন্টের লোকেরা তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে। এই ভাল ব্যবহারই তাদেরকে কর্মক্ষেত্রে এক জায়গায় বেশী দিন কাজ করার প্রেরণা যোগায় এবং তারা কর্ম বেতনে কিছু টাকা ক্ষতি হলেও কাজ করতে উৎসাহী হয়।

তাহলে দেখা যায় যে, কর্মপরিবেশ ভাল হলে মহিলা কর্মীরা স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করতে পারে। নতুবা তাদেরকে রীতিমত ভয়-ভীতির মধ্যে কাজ করতে হয়। যার ফলে কাজেও বিঘ্ন ঘটে। কেস স্টাডী অনুসারে জানা যায় যে, সামাজিকভাবে নিরাপদ জায়গায় কাজ করতে পারলেই তাদের কর্মদক্ষতা যেমনি বাড়বে তেমনি কর্মউদ্দীপনাও বাড়বে।

৭.৩ সহায়ক সেবা না থাকা ঃ

এই গবেষণায় অংশগ্রহণকৃত কিছু কিছু মহিলাই বলেছেন তারা পথচারী, রাস্তার দোকানদার, রাস্তার মাস্তান বা বখাটে ছোকরাদের দ্বারা যৌন হয়রানির শিকার শুধুমাত্র অফিসে যাতায়াতে গাড়ি না থাকার কারনে। সরকার এবং মালিক কেউই মহিলাদের জন্য অফিসে যাতায়াতে গাড়ির প্রয়োজনীয়তা কথা ভাবে নাই। পল-মজুমদার এর ১৯৯৮ সালের গবেষণা রিপোর্টে জানানো হয়েছে নারী শ্রমিকেরা রাস্তায় সহিংসতার শিকার হয়েছে নিরাপদ গাড়ি না থাকার জন্য। [১৬]

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান গবেষণায় অংশগ্রহণকৃত কিছু কিছু মহিলারা বলেছেন অল্প বয়সী গার্মেন্টস শ্রমিকেরা মাস্তান, প্রতিবেশী এবং পুরুষ সহকর্মীদের দ্বারা রাস্তায় এবং বাড়িতে সহিংসতার শিকার হয়।

বর্তমানে বাংলাদেশে যে, ট্রান্সপোর্ট ব্যবস্থা আছে তা মহিলাদের জন্য খুব একটা সুবিধাজনক নয়, কারন গাড়ির হেলপার ইচ্ছাকৃত ভাবে মহিলাদেরকে গাড়িতে উঠানো এবং নামানোর সময় গায়ে হাত দেয়া এবং নতুন যে সমস্ত মহিলা কর্মী গ্রাম থেকে শহরে এসেছে তাদেরকে নাজেহাল করে। বাসের সাধারণ পুরুষ প্যাসেঞ্জারও এসব মহিলা কর্মীদেরকে নানারকম নাজেহাল করে । ওদের দিকে এমনভাবে তাকায় যেন গিলে খাচ্ছে এবং মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত সিটগুলোতে পুরুষরা বসে থাকে এবং কোন কোন বাসে মহিলাদেরকে পাশে বসতে দেয় না। একইভাবে বর্তমান হাউজিং সিস্টেমে ও বাড়িওয়ালা কোন পুরুষ সঙ্গে না থাকলে বাড়ি ভাড়া দিতে চায় না। ফলে গার্মেন্টস্ এর বেশীর ভাগ মেয়ে এবং অন্যান্য ছোট-খাটো কাজের জন্য যে সব মহিলারা একা একাই গ্রাম থেকে শহরে এসেছে তাদের বাড়ি ভাড়া পাওয়াটাও বিড়ম্বনাকর।

৭.৪ সামাজিক প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা দেখানো ঃ

বাংলাদেশের পুলিশি আদালত, রাজনীতি সবই ক্ষমতাবানদের নিয়ন্ত্রনে, ধর্ষন কিংবা যৌন হয়রানিকারীদের উত্থান এ ক্ষমতাবানদের শ্রেণী থেকেই। এরা কেউ অফিসের বস, কেউ কারখানা বা শিল্পের মালিক, আবার কেউ রাজনীতির প্রভাববলয়ে ক্ষমতাবান। যাদের পরিচয় পুরুষ হিসেবে ক্ষমতার একটা মাদকতা আছে যা মহিলাদের বিপরীতে ব্যবহার করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

কর্মজীবী মহিলাদের সমস্যার আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, বিভিন্ন ভাবে ক্ষমতা প্রদর্শনের মাধ্যমে কর্মজীবী মহিলাদেরকে কর্মক্ষেত্র থেকে দূরে রাখার একটা প্রচেষ্টা সেটা অবচেতন মনেই হোক আর পরিকল্পিত উপায়েই হোক।

৭.৫ সহিংসতা এবং হয়রানিকে মেনে নেয়া ঃ

কর্মজীবী মহিলারা সহিংসতা এবং হয়রানিকে মেনে নেয়ার কারন হচ্ছে সমাজে সম্মান হারানোর ভয়। পারিবারিক অশান্তি হতে পারে এবং সর্বোপরি চাকরী হারাবার ভয়ে নীরবে এ বিষয়কে মেনে নিতে বাধ্য হয়। তারা আইনী সহায়তা নিতে সহকর্মীদের সহায়তা পায় না। সামাজিক বদনাম এবং এদেশের মহিলাদের চুপচাপ সব কিছুই সহ্য করার জন্য যৌন হয়রানির মত ঘটনাগুলির পুনরাবৃত্তি ঘটে।

আমাদের সমাজে বিশেষ করে নিম্নপদে চাকুরীর মহিলারা সব সময়ই একটা নাজুক অবস্থার মধ্যে বাস করে। কোন মহিলা যদি ধর্ষিত হয়, কিংবা কোন শারিরীক হামলার শিকার হয় তবে সমাজে সম্মান হানির ভয়ে এর কোন প্রতিবাদ করে না বরং ব্যাপারটি নীরবে নীভৃতে সয়ে যায় বা লুকিয়ে রাখে। কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে, ধর্ষিতাকেই এজন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

৭.৬ আইনী সহায়তা খোঁজ করার অসামর্থতা ঃ

অনেক মহিলা জানেই না যে, তাদের মালিক তাদেরকে দিয়ে অতিরিক্ত যে কাজ করিয়ে নিচ্ছে ইহা বে-আইনী এবং এই বে-আইনী কাজের ন্যায় বিচারের জন্য সে যে আইনী সহায়তা পেতে পারে ইহাও সে জানে না (যেমন-গার্মেন্টস্ শ্রমিক, গৃহপরিচারিকা ইত্যাদি) ট্রেড ইউনিয়ণ নেতারা জানিয়েছে যারা জানে, যে আইনী

Dhaka University Institutional Repository

সহায়তা পাওয়া যায় তারা গ্রাম থেকে আগত অভিবাসী হওয়ায় জানে না কোথা থেকে এই আইনী সহায়তা পারে। তারা অশিক্ষিত অথবা স্বল্প শিক্ষিত হওয়ার জন্য কিভাবে এই আইনী সহায়তার খোঁজ করতে হবে তা জানে না। সমাজে ইজ্জতহানির ভয় এবং কম আত্মমর্যাদার জন্য মহিলারা প্রতিবাদ করে না। [১৫] মহিলাদের আত্মবিশ্বাসের অভাব এবং অসামর্থতাও আইনী সহায়তা খোঁজ না করার কারন। তাছাড়া আইনী লড়াইয়ে খরচও প্রচুর। আইনের সুযোগ সুবিধার অভাবে অনেকে কর্মক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়েও সে নীরবে নীভৃতে কাজ করে যেতে বাধ্য হয়। কিছু কিছু এনজিও গার্মেন্টস্ ও কাজের মেয়েদেরকে আইনী সহায়তা দিচ্ছে। সরকার ৬টি ডিভিশনের হেড কোয়ার্টারে মহিলাও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তরের অধীনে নারী সহায়তা কেন্দ্র খুলেছে। এছাড়াও জেলা ও থানা পর্যায়ে কমিটি করা হয়েছে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করার জন্য। জাতীয় মহিলা সংস্থা একটি জাতীয় মহিলা প্রতিষ্ঠান, একটি নির্যাতন প্রতিকার সেল (যারা বিভিন্ন ভাবে সমস্যার সম্মুখীন হন তাদের কেসগুলি সম্পর্কে পদক্ষেপ নিচ্ছে) চালাচ্ছে। মহিলাদের প্রয়োজনের তুলনায় এ উদ্যোগ অতি সামান্যই। এছাড়াও মহিলা গার্মেন্টস্ শ্রমিক, কাজের মেয়ে এ শ্রেণীর পেশায় যারা নিয়োজিত অর্থাৎ যারা অশিক্ষিত কিংবা স্বল্প শিক্ষিত, গ্রাম থেকে আগত সবেমাত্র শ্রম বাজারে প্রবেশ করেছে এ সব সুবিধা সম্পর্কে জানেও না তারা। এই অবস্থাটা মাস্তান ও সন্ত্রাসীদেরকে মহিলাদের বিরুদ্ধে হয়রানিতে উৎসাহী করে তুলে।

৭.৭ মহিলাদের প্রতি সহিংসতা বিষয়ে সচেতনতার অভাব ঃ

সহিংসতার ধরন, পরিধি, বিস্তৃতি এবং পরিণতি সম্পর্কে আমাদের সমাজে, কর্মক্ষেত্রে এবং মালিকদের মধ্যে সচেতনতার অভাব। অধিকন্তু যৌন হয়রানি বলতে কি বুঝায় সে সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব রয়েছে। গায়ে হাত দেয়া, অতর্কিতে একজন

Dhaka University Institutional Repository

মহিলার পাশে দাড়ানো কিংবা নিকটকর্বী হওয়া, নাজেহাল করা, পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত করে মন্তব্য করা হীন আচরণ করা, ইচ্ছাপূর্বক গায়ে ধাক্কা দেয়াকে যৌন হয়রানির বলে মনে করা হয় না। যেহেতু মহিলারা ঘর থেকে বের হয়ে পুরুষদের শ্রম বাজারে ঢুকেছে এবং পুরুষদের মত কাজ করেছে তাই এ সকল হয়রানি তাদের প্রাপ্য [৮৩] । পুরষ তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা মহিল াদেরকে শ্রম বাজারে কাজে অনুমতি দানে কঠিন বলেই মনে হয়[১৫]।

মহিলাদের কাজকে অনেক সময় সমাজ ভাল দৃষ্টিতে দেখে না, আবার প্রতিবেশীরাও নীচু দৃষ্টিতে দেখে এবং সর্বোপরি মহিলাদেরকে শুধুই মহিলা হিসেবে ভাবা হয়। আবার অনেক সময় নিজ পরিবারের স্বামী, শাশুড়ী ও চাকুরী করাকে খারাপ মনে করে। তাই দেখা যায় যে, পরিবার সমাজ প্রতিবেশী এবং মালিকদের সহায়তার অভাবে মহিলারা কর্মক্ষেত্রে অনেক সময়ই প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়। তবে কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের অনুকুল পরিবেশের সৃষ্টির জন্য সকলের ফলপ্রসু অংশগ্রহণ অপরিহার্য। (পরিবার, সমাজ, মালিক, সম্প্রদায়)।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

৮.১ বর্তমান বিশ্বে এবং জাতিসংঘে মহিলাদের অধিকার

জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র মহিলা পুরুষভেদে সকলের অধিকার নিশ্চিত করার অভিপ্রায়ে ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয় জাতি সংঘ। বিশেষতঃ মহিলাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে জাতিসংঘ। এ সংগঠনটির সনদে উল্লিখিত মন্তব্য থেকে আমরা এর কর্মকান্ডের পরিচয় পাই। এর সনদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, মৌলিক মানবাধিকারের প্রতি, ব্যক্তির মর্যাদাও মূল্যের প্রতি, পূরুষ ও মহিলা, ছোট-বড় জাতির অন্তর্ভূক্ত জনগণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, জাতি,ধর্ম, বর্ণ,লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সনদের অনুচ্ছেদ ১ প্যারা ৩ এবং অনুচ্ছেদ ১৩ প্যারা[১৭]। সনদের ৫৫ ও ৫৬ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ ভাষা নির্বিশেষে সকলের মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারকে সার্বজনীন ভাবে শ্রদ্ধা করা, মান্য করা এবং উহা বাস্তবায়নের জন্য জাতিংঘের সহযোগিতায় সকল সদস্য যৌথ ও পৃথক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য পরস্পরের প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

৬২ ও ৬৮নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ সকলের জন্য মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও মান্য করার লক্ষ্যে সুপারিশ এবং ইহার উন্নয়নের জন্য কমিশন গঠন করতে পারে। ৭৬নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারকে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য উৎসাহ প্রদান করতে অছি ব্যবস্থার উপর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। যা সৃষ্টিলগ্ন লগ্ন থেকে মহিলাদের অধিকার তথা মানবতার অধিকার সংরক্ষনের ব্যাপারে সোচ্চার হওয়ার ইঙ্গিত বহন

Dhaka University Institutional Repository

করে। এ সব লক্ষ্য বাস্তাবায়নের জন্য জাতি সংঘ তার বিভিন্ন অঙ্গসংস্থা এবং কমিটির দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। মহিলাদের অধিকার রক্ষায় জাতিসংঘ যে সব কমিশন, কমিটি এবং কনভেনশন প্রনয়ন করেছে তা নিম্নরূপ ঃ

৮.২ মহিলাদের মর্যাদা সম্পর্কিত কমিশন ঃ

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের ১১(১১নং) প্রস্তাব অনুসারে ১৯৪৬ সালের ২১শে জুন এই কমিশন গঠিত হয়।[১৮] এর কাজ হল-

(ক) নারীদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, নাগরিক ও রাজনৈতিক পরিষদের নিকট রিপোর্ট পেশ করা।

(খ) নারী-পুরুষের সমান অধিকার বাস্তবায়ন সম্পর্কে সুপারিশ করা।

(গ) আঞ্চলিক, উপ আঞ্চলিক,জাতীয় বিভাগীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারীদের সমতা, উন্নয়ণ ও শান্তি ইত্যাদির কার্যকরী করন তদরকী করে।

(ঘ) জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা ILO, FAO, UNESCO, WHO, এ কমিশনে মহিলাদের সম্পর্কে বিশেষ রিপোর্ট পেশ করে আন্তর্জাতিক নীতিমালা ও সুপারিশ ছাড়াও এ কমিশন এর কার্যাবলী বাস্তবে প্রয়োগের উপর লক্ষ্য রাখে। এবং আন্তর্জাতিক আলোচনা সভার আয়োজন করে।

Dhaka University Institutional Repository

৮.৩ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিল ঃ

১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক প্রণীত, "সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষনার মধ্য দিয়ে এ বিলের অভ্যুদয় ঘটে" [১৯] । তবে এর সাথে আরও ৩টি আন্তর্জাতিক দলিল যুক্ত হওয়ার পর এ বিল ১৯৭৬ সালে বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে।[২০] ঐ ৩টি আন্তর্জাতিক দলিল ১৯৬৬ সালে গৃহীত হয়। দলিলে ৩টি হলঃ

ক) নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি।

খ) অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি।

গ) নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তির ঐচ্ছিক প্রোটোকল।

সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার অনুচ্ছেদ-২ অনুযায়ী মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার উপভোগের ক্ষেত্রে জাতি, বর্ণ , লিঙ্গ, ভাষা, রাজনৈতিক নির্বিশেষে সকল প্রকার বৈষম্য নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। এ ঘোষণা অনুচ্ছেদে ঃ ৩য় Corner Stone হিসেবে অভিহিত, তাতে বলা হয়েছে, "একজন ব্যক্তি জীবন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানের কথা"।

অনুচ্ছেদ-৪ অনুযায়ী নিশ্চিত করা নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলো হচ্ছেঃ দাসত্ব থেকে মুক্তি, অত্যাচার অথবা নৃশংস, অমানবিক অথবা অবমূল্যায়নকর ব্যবহার বা শাস্তি থেকে মুক্তি, আইন অনুয়ায়ী সর্বত্র ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতির অধিকার, বিচারের মাধ্যমে প্রতিকার পাওয়ার অধিকার, স্বেচ্ছাচারী বন্দী, আটক ও নির্বাসন থেকে মুক্তি, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক "Fair trial" ও "Pulbic hearing" এর অধিকার দোষ প্রমানিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ বলে অনুমতি হওয়ার অধিকার,

Dhaka University Institutional Repository

গোপনীয়তা, পরিবার, বাসা বা যোগাযোগের ক্ষেত্রে সেচ্ছাচারী হস্তক্ষেপ থেকে মুক্তি, চলাফেরা ও বাসস্থানের স্বাধীনতা, হস্তক্ষেপ থেকে মুক্তি, চলাফেরা ও বাসস্থানের স্বাধীনতা, আশ্রয়লাভের স্বাধীনতা, জাতীয়তার অধিকার, বিবাহ করা ও পরিবার প্রতিষ্ঠার অধিকায়, সম্পত্তির মালিকানার অধিকায়, চিন্তা বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও সমিতি গঠনের অধিকার, নিজের দেশে সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণ এবং নিজের দেখে সরকারী চাকুরীতে সমান প্রবেশধিকার।

২২নং অনুচ্ছেদ-২য় Corner Stone হিসেবে অভিহিত। এতে বলা হয়েছে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকারগুলো মানুষের মর্যাদা এবং স্বাধীনভাবে ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য অপরিহার্য। অনুচ্ছেদ ২৩ হতে ২৭ পর্যন্ত স্বীকৃত হয়েছেঃ সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, কাজের অধিকার, সমপরিমান কাজের জন্য সমপরিমান মজুরীর অধিকার, বিশ্রাম ও অবসর গ্রহনের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক জীবনে অংশগ্রহনের অধিকার, স্বাস্থ্য ও সুখের জন্য পর্যাপ্ত জীবন যাত্রার মানে অধিকার, এ সব অধিকারগুলো ভোগ করার ক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ গোত্র, ভাষা ইত্যাদি ভেদে সকলেই সমান। এবারে আসা যাক সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাকে আইনগত রূপদানের অনুচ্ছেদ সম্পর্কে ঃ নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তির ৬ হতে ২৭ অনুচ্ছেদ, সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ৩-২১ অনুচ্ছেদেত বর্ণিত অধিকার এবং এ ধরনের আরও কতগুলো অধিকারকে আইনগত রূপদান করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

এ চুক্তিতে চিন্তার স্বাধীনতা, বিবেকের অধিকার, ধর্মপালনের অধিকার, মতামত প্রকাশের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। তাছাড়া যে সমস্ত কার্যাবলী সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপকে প্ররোচিত করে যেমন-যুদ্ধের জন্য প্রচারণা এবং জাতীয়, গোত্রীয় ও ধর্মীয় ঘৃনা বা বৈষ্য মূলক আচরণ সেগুলোকে আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করণ, শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও সংগঠনের অধিকার,বিবাহ যোগ্য পুরুষ ও মহিলার বিবাহ করা, পরিবার প্রতিষ্ঠা করা, বিবাহিত অবস্থায় এবং এর পরিসমাপ্তিতে সমতার ভিত্তিতে অধিকার ও দায়িত্ব নিশ্চিতকরন, ভোট প্রদান, ভোটে নির্বাচিত হওয়ার অধিকার, সরকারী চাকুরীতে যোগদানের ক্ষেত্রে সকল নাগরিক আইনের চোখে সমান ও সমভাবে আইনে, সংরক্ষন পাওয়ার অধিকারী। এ অধিকারগুলো জাতি, ধর্ম সংখ্যালঘু নির্বিশেষে সকলের জন্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত চুক্তিটি ও ১৯৬৬ সালে গৃহীত হয়। যার ৬-১৫ অনুচ্ছেদ, মানবাধিকার ঘোষণার ২২-২৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত অধিকার গুলোকে আইনগত রূপদান করেছে। এ চুক্তি অনুযায়ী যে সব অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে তা হল-কাজ করার অধিকার, কাজের জন্য সঠিক ও সুবিধাজনক অবস্থাভোগের অধিকার, ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও তাতে যোগদানের অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তা, সামাজিক বীমা ভোগ ও সংরক্ষনের অধিকার, জীবন যাত্রার মান রক্ষার অধিকার, শিক্ষা গ্রহণ এবং সাংস্কৃতিক জীবনে অংশগ্রহনের অধিকার প্রভৃতির নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৬ সালে গৃহীত আরেকটি দলিল হচ্ছে, "নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি ঐচ্ছিক প্রটোকল। এ দলিল পুর্বোক্ত দলিল নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি যে যে অধিকারগুলো নিশ্চিত করেছে সেগুলোর কোন একটি ভঙ্গ করা হলে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কোন ব্যক্তির আবেদন গ্রহণ ও বিবেচনার ক্ষমতা মানবাধিকার কমিটিকে প্রদান করেছে"।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মানবাধিকার রক্ষায় বিশেষতঃ মহিলাদের রক্ষা ও নিশ্চিত করতে সম্ভাব্য সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে অপরিসীম অবদান রেখে চলেছে এ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিল।

৮.৪ মহিলাদের রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত কনভেনশন ১৯৫২ ঃ

১৯৫২ সালের ২০শে ডিসেম্বর, জাতি সংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক এ কনভেনশন গৃহীত হয় সিদ্ধান্ত নং ৬৪০ (Viii) মোতাবেক।[২০] এ কনভেনশনটি মহিলা ও পুরুষের সমঅধিকার সম্পর্কিত। কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ১ ও ২ন অনুযায়ী মহিলা পুরুষের অধিকার ক্ষেত্রগুলি হচ্ছে-

ক. ভোটাধিকার ক্ষেত্রে।

খ. জনপ্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচনে অংশ গ্রহণের অধিকার।

৩ ও ৪নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী-

ক. সরকারী চাকুরী এবং যে কোন সরকারী কার্যক্রমে মহিলা পুরুষ সমানভাবে অংশগ্রহন করতে পারবে।

Dhaka University Institutional Repository

খ. তবে কোন সদস্য রাষ্ট্র ইচ্ছা করলে যে কোন অনুচ্ছেদের প্রয়োগের বিষয়ে সংরক্ষন বা আপত্তি জ্ঞাপন করতে পারে, তাছাড়া কনভেনশন বাতিল ও করতে পারে। তাছাড়া কনভেনশনের প্রয়োগ বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে, তা সমঝোতার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা না গেলে, বিষয়টির নিষ্পত্তির জন্য বিদ্যমান পক্ষ তা আন্তর্জাতিক আদালতে প্রেরন করতে পারে।

এ সব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এ কনভেনশন মহিলাদেরকে রাজনৈতিক অধিকার সংরক্ষনের ব্যবস্থা করে। "সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষনায়" বর্ণিত নারী পুরুষের সমান অধিকার বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিয়েছে।

৮.৫ ১৯৫৭ সালে প্রণীত বিবাহিত নারীর জাতীয়তা সম্পর্কিত কনভেনশন ঃ

১৯৫৭ সালে ২১শে জানুয়ারী সাধারন পরিষদ কর্তৃক ১০৪০ (IX) নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ কনভেনশন গৃহীত হয়। এটি কার্যকরী হয় ধারাঃ ৬ অনুসারে, ১৯৫৮ সালের ১১ই আগষ্টে।[২১] এই কনভেনশনের ১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, বিদেশীর সাথে কোন দেশের নাগরিকের বিবাহের ফলে স্বামী কর্তৃক জাতীয়তার পরিবর্তন স্ত্রীর জাতীয়তার উপর প্রভাব ফেলবে না। কোন নাগরিক কর্তৃক নিজ দেশের জাতীয়তার বর্জন এবং অন্য রাষ্ট্রের জাতীয়তা গ্রহন করলে তা তার স্ত্রীর উপর প্রভাব ফেলবে না। স্ত্রী যে কোন জাতীয়তা গ্রহন করতে পারবে।

Dhaka University Institutional Repository

অনুচ্ছেদ-২ তে বলা হয়েছে- কোন নাগরিকের বিদেশী স্ত্রী দেশীয়করন নিয়মাবলীর মাধ্যমে স্বামীর জাতীয়তা অর্জন করতে পারে, স্ত্রী স্বেচ্ছাপ্রনোদিত হলে। তাতে কোন সীমাবদ্ধতা থাকবে না, এবং বিচার বিভাগীয় আইনের অধীনে কোন বিদেশী স্ত্রী স্বেচ্ছায় তার স্বামীর জাতীয়তা অর্জন করতে পারে। এ আলোচনায় প্রতীয়মান হল যে, এ কনভেনশন মহিলাদের জাতীয়তা সম্পর্কিত সমস্যার সমাধানের পদক্ষেপ নিয়েছে।

৮.৬ বিবাহ সম্মতি, বিবাহের অন্যতম সীমা এবং রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত কনভেনশন ১৯৬২ঃ

এ কনভেনশন ১৯৬২ সালের ৭ নভেম্বর গৃহীত হয় জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ১৭৬৩ (ক) (XVIII) নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী।[২২] এটি কার্যকরী হয় ৬ ধারা মোতাবেক ৯ই ডিসেম্বর। সাধারণ পরিষদের ১৯৫৪ সালের ১৭ই ডিসেম্বরের ঘোষনা অনুযায়ী, কিছু বিবাহ এবং পরিবার সম্পর্কীয় প্রথা, প্রাচীন রাতিনীতি, জাতিসংঘ সনদ ও সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষনার নীতিমালা বর্হিভূত ছিল। তাই ঐ সকল প্রথাও প্রাচীন রীতিনীতি দুরীকরনের অভিপ্রায়ে ১৯৬২ সালে গৃহীত হয় এ কনভেনশন।

এ সব প্রথা এবং প্রাচীন রীতিনীতির মধ্যে উল্লেখ যোগ্য ছিল শিশু বিবাহ, যৌবন প্রাপ্তির আগে মেয়েদের বিবাহদান ইত্যাদি। আর এ ধরনের বিবাহ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই জোরপূর্বক হয়ে থাকে। তাই এ কনভেনশনের ১ ও ২ অনুচ্ছেদে এর প্রতিকারের জন্য ঘোষণা করা হয়েছে। আইনগতভাবে বৈধ বলে বিবেচিত হওয়ার জন্য বিবাহে উভয় পক্ষের পূর্ণ সম্মতি এবং এরূপ সম্মতি সাক্ষীর উপস্থিতিতে হবে। বিবাহের জন্য একটি নির্দিষ্ট বয়স সীমা থাকবে। বয়স সীমার নীচে কোন বয়সে বিবাহ হলে তা বৈধ হবে না তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা শিথিল করা যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

অনুচ্ছেদ ৩ এ বলা হয়েছে- উপযুক্ত সরকারী রেজিষ্ট্রারে বিবাহ অবশ্যই রেজিষ্ট্রিকৃত হতে হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, জাতিসংঘ কনভেনশন প্রনয়নের মাধ্যম বাল্য বিবাহ, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বিবাহ এবং জোরপূর্বক বিবাহ সম্পন্ন হওয়া হতে নারীকে নিষ্কৃতি দিয়েছে এবং নারী অধিকার রক্ষায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে নারীকে গঞ্জনাময় জীবন হতে অব্যাহতি দেয়ার মাধ্যমে।

৮.৭ বিবাহে সম্মতি, বিবাহের ন্যূনতম বয়সসীমা এবং রেজিষ্ট্রেশন সম্পর্কিত সুপারিশ ১৯৬৫।[২২]

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তক ১৯৬৫ সালের ১লা নভেম্বর সিদ্ধান্ত হয় ২০১৮ (XX) নং এ বিবাহে সম্মতি, বিবাহের ন্যূনতম বয়সসীমা, এবং রেজিষ্ট্রেশন সম্পর্কে সুপারিশ গ্রহন করা হয়। জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী পরিবার হচ্ছে সমাজের মৌলিক একক। তাই সুদৃঢ় পরিবার ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য এ সনদে রয়েছে বিভিন্ননীতি। এ সংস্থা কর্তৃক প্রনীত সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষনার ১৬নং অনুচ্ছেদে বিবাহে বর কনের পুর্ণ সম্মতির কথা বলা হয়েছে।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সুপারিশক্রমে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র তার শাসনতান্ত্রিক, ধর্মীয় ও অন্যান্য ঐতিহ্য বজায় রেখে নিম্নলিখিত নীতিমালা বাস্তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে এ সুপারিশমালায় উল্লেখ করা হয়। জাতিসংঘ সনদের ১৬নং অনুচ্ছেদের আর ও বলা হয়েছে যে, সাধারণ পরিষদের এ সব সুপারিশমাল া বাস্তবায়নের জন্য জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা তদারকি ও রিপোর্ট সংগ্রহের জন্য, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

এ সুপারিশমালার ১ ও ২নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষ এবং স্বাক্ষীর সম্মুখে উপস্থিতি সাপেক্ষে বিবাহের ক্ষেত্রে বর কনের অবাধ ও পূর্ণ সম্মতির প্রয়োজন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সম্মতি সাপেক্ষে বিবাহে পক্ষদ্বয়ের উপস্থিতির প্রয়োজন নেই। এবং বিবাহের বয়সসীমা ১৫ বছরের নীচে হবে না। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য বিবাহের এই বয়স সীমা অবৈধ হলে তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য বিবাহের এই বয়সসীমা শিথিলযোগ্য। ৩নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "সকল বিবাহই সরকারি রেজিষ্ট্রারে রেজিষ্ট্রি করতে হবে"। এ সব নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র আঠার মাসের মধ্যে উহার যথাযোগ্য কৃর্তপক্ষকে নির্দেশ দিবে। এ সুপারিশমালা বাস্তবায়নে কি পদক্ষেপ গ্রহন করেছে তা মহাসচিব কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মহিলাদের মর্যাদা সম্পর্কিত দলিলে উল্লেখ থাকবে যা মহাসচিব পরীক্ষা করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদকে অবহিত করবে। তবে এক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদের অনুরোধ প্রয়োজন হবে।

৮.৮ নারী বৈষম্য দূরীকরণ সম্পর্কিত ঘোষণা-১৯৬৭

১৯৬৭ সালের ৭ই নভেম্বর সিদ্ধান্ত ২২৬৩ (xxii) নং অনুযায়ী সাধারণ পরিষদ কর্তৃক এ ঘোষণা গৃহীত হয়।[২৩] জাতিসংঘ সনদ, সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা প্রভৃতি দলিলে নারী পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলে ও কার্যত তা বাস্তবে পরিণত না হওয়া এবং দেশে দেশে নারী সম্প্রদায় পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে থাকার কারনে সমাজ ও সভ্যতা নারী সমাজের অবদানের কথা বিবেচনা করে, যে নারী পুরুষ সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৬৭ সালের ৭ই নভেম্বর এ ঘোষণা গৃহীত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এ ঘোষণার অনুচ্ছেদ ১ এ বলা হয়েছে, "নারী পুরুষের সমঅধিকার থেকে নারীদের অধিকারকে অস্বীকার ও সংকোচন করে নারী পুরুষের মধ্যে যে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয় তা অন্যায় ও মানুষের মর্যাদার প্রতি অপরাধ বলে গন্য"। এ ঘোষণার ৩নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহিলাদের সম্পর্কে সকল প্রকার কুসংস্কার, প্রথা ও আচার রীতিনীতি দুর করার জন্য জনগণকে সচেতন তুলতে হবে।

অনুচ্ছেদ-৪ এ বলা হয়েছে ঃ সকল গনভোটে ভোট দেয়া, সকল নির্বাচন ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ, সকল চাকুরী গ্রহন এবং বেসরকারী কার্যক্রম পালনের ক্ষেত্রে নারীদের অধিকারকে আইন দ্বারা নিশ্চিত করতে হবে।

৫নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী- জাতীয়তা অর্জন, পরিবর্তন বা ধরে রাখার ক্ষেত্রে নারীদেরও অধিকার থাকবে। বিদেশীর সাথে বিয়ের ফলে নারীর জাতীয়তা প্রভাবিত হবে না।

৬নং অনুচ্ছেদে "নারীদের কতিপয় বিশেষ অধিকার যেমন- পুরুষের ন্যায় চলাফেরার সমঅধিকার, আইনের ক্ষেত্রে সমঅধিকার, বিবাহের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ সহ সম্পদ অর্জনে সমঅধিকার প্রদান, উপভোগ এবং বিক্রির ক্ষেত্রে সমঅধিকার, উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত সম্পদের ক্ষেত্রে পুরুষের ন্যায় নারীদের জন্য সকল প্রকাশ দেওয়ানী আইন প্রয়োগ সম্পর্কে পদক্ষেপ গ্রহন, বিবাহের নির্দিষ্ট বয়স উল্লেখপূর্বক প্রত্যেক বিবাহ রেজিষ্ট্রিকরণ ও বাল্যবিবাহ লিপিবদ্ধ নিষিদ্ধসহ পিতামাতার ছেলেমেয়েদের প্রতি সমঅধিকার। বিবাহ বজায় থাকাকালীন এবং ভেঙ্গে যাওয়ার পর পুরুষের ন্যায় নারীর সমঅধিকার ভোগের ক্ষমতা, স্বামীর পছন্দের ন্যায় নারীর পছন্দের অধিকার, পূর্ণ সম্মতিতে তাদের বিবাহ অনুষ্ঠান"।

Dhaka University Institutional Repository

৭নং অনুচ্ছেদে আছে, ফৌজদারী আইনে নারী-পুরুষ বৈষম্য সম্বলিত ধারাগুলো বাতিল।

অনুচ্ছেদ ৮ এ বলা হয়েছে, "নারী নির্যাতন এবং নারী বেশ্যাবৃত্তি রোধকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে"।

৯নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, "বয়স্ক শিক্ষাসহ মহিলাদের অন্যান্য প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের অধিকার, পারিবারিক স্বাস্থ্য ও কল্যাণে অংশগ্রহণ, বৃত্তি ও শিক্ষা অনুদান পাবার অধিকার, ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের একই সিলেবাস, একই পরীক্ষা পদ্ধতি, একই ধরনের শিক্ষাঙ্গনে, একই মানের শিক্ষক মন্ডলী ও একই প্রকৃতির সাজ-সরঞ্জামের অধিকার, বিশ্ববিদ্যালয় সহ সব ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থায় মেয়েদের ভর্তি ও পড়াশুনার অধিকারকে নিশ্চিত করতে এ ঘোষণা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে"।

অনুচ্ছেদ ১০ অনুযায়ী, "পুরুষের পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে নারীদের সমঅধিকার অর্থাৎ যে, কোন কোন কাজ বা চাকুরী করার, পেশাগত বা বৃত্তিমূলক শিক্ষার উন্নতিতে অংশগ্রহণ, বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণের অধিকার, পুরুষের সমবেতন পাওয়া তথা একই মানের কাজের জন্য একই আচরণ লাভের অধিকার, পারিবারিক অনুদান তথা অবকাশ কালীন বেতন, অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা, বেকারত্বে, রোগগ্রস্ত বৃদ্ধ বয়সে বা কাজ করতে অসর্ম হলে নিরাপত্তা ব্যবস্থার অধিকার, প্রসুতিকালীন অনুপস্থিতির কারনে বরখাস্ত না হয়ে বেতন পাওয়ার অধিকার, শিশু যত্নে সুবিধাদি সহ সামাজিক সুবিধা ভোগের অধিকার"।

Dhaka University Institutional Repository

১১নং অনুচ্ছেদে আছে- "সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা ও জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী সকল রাষ্ট্রসমূহ নারী পুরুষ বৈষম্য দুরীকরণ তথা সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে"।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নারী অধিকার রক্ষা, সংরক্ষন সর্বোপরী বাস্তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে এ ঘোষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

৮.৯ জরুরী ব্যবস্থা ও সশস্ত্র সংঘর্ষ চলাকালে নারী এবং শিশুদেরকে রক্ষার ঘোষণা-১৯৭৪ঃ

১৯৭৪ সালের ১৬ই মে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ কর্তৃক এ ঘোষণা গৃহিত হয়। সকল প্রকার নির্যাতন থেকে নারী ও শিশুদেরকে রক্ষা, নির্যাতনের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট নিন্দাবাদ, নারী এবং শিশুদের রক্ষার জন্য বিভিন্ন ঘোষণা, দলিলপত্র থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করে তাদের উপর অমানবিক আচরণ এবং ভোগান্তির সৃষ্টি করা হচ্ছে। এ অবস্থা নিরসনকল্পে আলোচ্য ঘোষণায় বিভিন্ন নীতি সংযোজন করা হয়েছে। যেমন-অনুচ্ছেদ ১ এ বলা হয়েছে, "বেসামরিক জনবসিত বিশেষ করে অসহায় নারী ও শিশুদের উপর আক্রমন বা গোলাবর্ষন করা যাবে না"।

অনুচ্ছেদ-২ এ বলা হয়েছে, "সামরিক আক্রমনকালে রাসায়নিক ও জীবানু অস্ত্র ব্যবহার করাকে কঠিণভাবে নিন্দা করতে হবে"।

অনুচ্ছেদ-৩ এ বলা হয়েছে, "সকল রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক যুদ্ধ নীতিমালা মেনে চলবে, কারণ সশস্ত্র সংঘর্ষকালে উহা নারী পুরুষ তথা মানবাধিকারের গ্যারান্টি প্রদান করে"।

Dhaka University Institutional Repository

৪নং অনুচ্ছেদে অনুযায়ী, যুদ্ধরত রাষ্ট্র অপররাষ্ট্রে আক্রমনের সময় এলাকার নারী ও শিশুদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রাক্ষা করার জন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহন করবে।

৫ ও ৬নং অনুচ্ছেদ বলা হয়েছে- যুদ্ধে দখলকৃত এলাকার শিশুদের ও নারীদেরকে শাস্তিদান, কারাবন্দী, যৌথ শাস্তি তথা ঘরবাড়ী ধ্বংস ইত্যাদিকে অপরাধ হিসেবে গন্য করা হয়েছে এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম কালে ও জরুরী অবস্থায়, বিভিন্ন চুক্তি ও ঘোষণা যেমন- সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষনা, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তি, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তি, শিশু অধিকার ঘোষনা এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক নীতিমালা অনুযায়ী বেসামরিক জনবসতির নারী শিশুদেরকে আশ্রয়, খাদ্য চিকিৎসা এবং অন্যান্য দরকারী জিনিস থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

৮.১০ মহিলাদের ক্ষেত্রে সকল ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ সম্পর্কিত কনভেনশন ১৯৭৯ঃ

এ কনভেনশনটি ১৯৭৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর, ৩৪/১৮০ নং সিদ্ধান্ত মোতাবেক সাধারণ পরিষদ কৃর্তক গৃহীত হয়।[২৪] কোন পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সঠিক উন্নয়নের জন্য নারী পুরুষের সমান অংশীদারিত্ব অপরিহার্য। নতুবা এ সব ক্ষেত্রে উন্নয়ন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই সর্বক্ষেত্রে উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে হলে, নারী পুরুষের সমান ভূমিকা কার্যকর করতে হলে, সর্বক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান সুযোগ দান অপরিহার্য।

Dhaka University Institutional Repository

এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে এ কনভেনশন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সকল প্রকার আধিপত্যবাদ হস্তক্ষেপ, বিদেশী আক্রমন, জাতিগত বৈষম্য আগ্রাসন ও ঔপনিবেশিক শোষন ও নির্যাতনের সকল মূল উৎপাটনের মাধ্যমে নারী পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা, নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূর কার পদক্ষেপ গ্রহন। এ সব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এ কনভেনশন কতগুলো নীতিমালা প্রনয়ন করেছে। যেমন- অনুচ্ছেদ ১ এ বৈষম্যের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, বলা হয়েছে যে, বিবাহ, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক,সাংস্কৃতিক তথা অন্যান্য বেসামরিক ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের অধিকার ভোগের পথে যে সব অন্তরায় পরিলক্ষিত হয়, সেগুলি বৈষম্য বলে গণ্য হবে।

এ পর্যন্ত বিশ্বের প্রায় ১৬৫ টির অধিক দেশ এ ধারা অনুমোদন করে স্বাক্ষর করেছে। এতে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ সকল প্রকার বৈষম্যের নিন্দাজ্ঞাপন পূর্বক কনভেনশনের নীতিমালা কার্যকরণ ত্বরিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ জন্য স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহ নারী পুরুষ সমতা আনয়ন, নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরনার্থে প্রয়োজনে শাসনতন্ত্রের সংশোধন, প্রয়োজনীয় আইন সংযোজন প্রভৃতি কার্যাবলী সম্পাদন।

এ কনভেনশনের অনুঃ ২ এ আছে, "নারী বৈষম্য সৃষ্টিকারী সকল প্রকার ফৌজদারী নীতিমালা বাতিল করবে"।

ধারা ঃ ৩ এ আছে, "পুরুষের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার সমূহ প্রয়োগ ও ভোগে নারীকে নিশ্চয়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে এবং নারীর পুর্ন উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, শরীক রাষ্ট্রসমূহ সকল ক্ষেত্রে, বিশেষকরে

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নসহ সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে"।

অনু ঃ ৪ এর (১) এ বলা হয়েছে, "নারী পুরুষের সমঅধিকার নিশ্চিতকল্পে কোন রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত অস্থায়ী বিশেষ পদক্ষেপকে বৈষম্য হিসাবে দেখা যাবে না"।

ধারা ঃ ৪ (২) তে বলা হয়েছে, "শরীক রাষ্ট্র সমূহ রক্ষার লক্ষ্যে এই সনদে বর্ণিত ব্যবস্থাসহ কোন বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তা বৈষম্যমূলক বলে বিবেচিত হবে না"।

৫নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "নারী নিকৃষ্টতর এবং পুরুষ উৎকৃষ্টতর এই ধারণা যে সকল প্রথা, আচার, রীতিনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সে গুলি দূর করার জন্য রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বেং সামাজিক কাজ হিসাবে শিশু পালন শিক্ষাকে পারিবারিক শিক্ষার অন্তর্ভূক্ত করতে হবে এবং সর্বক্ষেত্রে সন্তান সন্ততির স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে হবে"। ৬,৭ এবং ৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, "নারীদের প্রতি সকল প্রকার নিন্দনীয় এবং বেশ্যাবৃত্তির শোষণ রোধকল্পে রাষ্ট্র পদক্ষেপ নেওয়ার পাশাপাশি নারীদের সকল নির্বাচনে ভোট প্রার্থী হওয়া, সরকারী নীতিমালা প্রণয়নে, উহার বাস্তবায়নে এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন সংশ্লিষ্ট বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে যোগদানের অধিকার নিশ্চিত করবে"।

Dhaka University Institutional Repository

৮নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "শরীক রাষ্ট্রদূত পুরুষের সঙ্গে সমান শর্তে এবং কোনরকম বৈষম্য ছাড়াই নারীর জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিজ নিজ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের কাজকর্মে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে"।

অনুঃ ১০এ আছে, "শিক্ষা ক্ষেত্রে নারী পুরুষে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে মফঃস্বল ও শহর এলাকায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একই সিলেবাস, একই পরীক্ষা পদ্ধতি, এবং একই সুযোগ সুবিধার বিধান রাখতে হবে। বয়স্ক শিক্ষাসহ পুরুষের পাশাপাশি নারীদের ও সাধারণ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণের অধিকার রাখা হবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে নারীদের শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে"।

অনু ঃ ৯ এ আছে, "জাতীয়তা অর্জন, বর্জন ও ধরে রাখার ব্যাপারে পুরুষের সমঅধিকার নারীদের থাকবে, বিদেশীর সাথে বিবাহ কোন নারীর জাতীয়তায় প্রভাব ফেলবে না"।

১১নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কর্মসংস্থান সম্পর্কীয় সুযোগ সুবিধা যেমনঃ পুরুষের পাশাপাশি নারীদের ও কাজের অধিকার থাকবে। পেশা নির্বাচন, চাকুরী গ্রহণ, পদোন্নতি, সমমানের কাজের জন্য সমপরিমান বেতনের অধিকার, অবসরকালীন বা বেকারত্বে, পঙ্গুত্বে বা অসমর্থ হয়ে পড়লে তাদের সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার থাকবে। প্রজনন ক্ষমতা সংরক্ষনের অধিকারসহ পসূতিকালীন সময়ে বেতনসহ ছুটি বা অনুরুপ সামাজিক ভাতায় ব্যবস্থা রাখতে হবে। গর্ভকালীন সময়ে ও নারীদের নিরাপত্তা লাভের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১২নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে নারী বৈষম্য দুরীকরন পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে নারীদের অংশগ্রহণ এবং গর্ভাবস্থা, সন্তান প্রসবকালীন এবং প্রসব পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার বিধান রাখা হয়েছে"।

১৩নং অনুচ্ছেদে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করার লক্ষ্য নিয়ে বলা হয়েছে, "ব্যাংক ঋণ, মর্টগেজ ও অন্যান্য সুবিধা, খেলাধূলা, বিনোদনের সুযোগ সুবিধা এবং সাংস্কৃতিক জীবনে সকল কর্মকান্ডে নারীদের অংশ গ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে"।

গ্রামীন মহিলাদের অধিকার সম্পর্কে বলতে গিয়ে ১৪নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে-"পল্লী অঞ্চলে নারীদের বৈষম্য দূরীকরনে জন্য অংশগ্রহনকারী রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। পরিবার পারিকল্পনা বিষয়ে সুযোগ সুবিধা, কারিগরী দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে সুযোগ, চাকুরী গ্রহন, কৃষি ঋণ লাভ, সমবায় সমিতি গঠনে উদ্বুদ্ধ করা, গৃহনির্মান, বিদ্যুৎ, পানি সরবরাহ, পরিবহন এবং যোগাযোগ ক্ষেত্র সহ সব ধরনের অবলম্বন ভোগের ব্যবস্থা করবে"।

মহিলাদের আইনগত সমতার কথা বলতে গিয়ে ১৫নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্র আইনের ক্ষেত্রে নারীদের পুরুষের সমঅধিকার প্রদান করবে। দেওয়ানী আইনের সুযোগ-সুবিধা নারীরা ও সমানভাবে ভোগ করবে। আইনে সমঅকিার ভোগের অন্তরায় সম্পর্কিত সকল চুক্তি বাতিল করবে"।

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহ ও পারিবারিক আইন সম্পর্কে বলতে গিয়ে এ কনভেনশনের ১৬নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "পারিবারিক ও বিবাহ সম্পর্কের ক্ষেত্রে নারী পুরুষ বৈষম্য দুর করতে হবে। বিবহ বন্ধন, স্বামী পছন্দ, দাম্পত্য জীবনে ও দাম্পত্য জীবন ভেঙ্গে গেলে, পুরুষের মত সমঅধিকার নারী ও ভোগ করবে। ছেলেমেয়েদের জন্ম নিয়ন্ত্রণ তথা তাদের উপর পিতামাতার সমঅধিকার থাকবে। অভিভাবকত্ব, সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক এবং দত্তক গ্রহণের ক্ষেত্রে, সন্তান সন্ততির স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে নারী-পুরুষের সম অধিকার থাকবে। সম্পত্তির মালিকানা আইন , হস্তান্তর, উপভোগ এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমঅধিকার থাকবে'।

সিডও কর্মপন্থা ও দায়িত্ব বিষয়ক ধারা সম্পর্কে বলতে গিয়ে ১৭নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, এ চুক্তির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ২৩সদস্য বিশিষ্ট নারী বৈষম্য দূরীকরণ কমিটি গঠন করতে হবে। এ কমিটি গঠনের নিয়ম কানুন তথা কার্য পরিচালনার বিস্তারিত অবকাঠামো সম্পর্কে অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

কনভেনশনের ১৮,১৯ এবং ২০নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্র গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে চুক্তি বলবতের ১বছরের মধ্যে মহাসচিবের নিকট প্রতিবেদন পাঠাবে, পরবর্তীতে চার বছর পর পর পাঠাতে হবে। কমিটি তার নিজস্ব নীতিমালা গ্রহন ও কর্মচারী নিয়োগ করবে ২বছরের জন্য। কমিটির সভা সচরাচর মহাসচিবের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। এবং এ সভা বছরে দু সপ্তাহের জন্য মিলিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

২১নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, কমিটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের নিকট উহার কার্যক্রমের প্রতিবেদন পেশ করবে। জাতিসংঘের মহাসচিব এ প্রতিবেদন নারী পদমর্যাদা প্রতিষ্ঠা কমিশনের নিকট তাদের অবগতির জন্য পাঠাবেন।

২২, ২৩ ও ২৪ অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, যে সকল কার্যাবলী বিশেষায়িত সংস্থার অন্তর্ভূক্ত কমিটি সেগুলি বাস্তাবায়িত করার জন্য পদক্ষেপ নিতে পারে। এবং বিশেষায়িত গ্রুপের সংস্থার কার্যাবলীর প্রতিবেদন আহবান করতে পারে। সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের আইনে বা আন্তর্জাতিক সন্ধিপত্রে যা নারী পুরুষ বৈষম্য দূর করতে অধিক উপযোগী সে গুলি এই ঘোষণা বা কনভেনশন কে প্রভাবিত করবে না। এবং রাষ্ট্র সমূহ বর্ণিত অধিকার গুলি বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য জাতীয় পর্যায়ে সকল পদক্ষেপ গ্রহন করবে।

এরপর ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯ এবং ৩০নং অনুচ্ছেদে এ চুক্তি কার্যকর হওয়ার প্রক্রিয়া ব্যাখ্যায় বিরোধ দেখা দিলে, উহা মীমাংসার জন্য আন্তর্জাতিক আদালতে প্রেরণ এবং সর্বশেষ এ চুক্তি বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত করে মহাসচিবের নিকট জমা রাখার কথা উল্লিখিত হয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা দেখতে পাচ্ছি মহিলাদের অধিকার রক্ষায়, মহিলাদের প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণে জাতিসংঘ বিভিন্ন নীতি প্রনয়ন, বিভিন্ন কমিটি এবং কনভেনশন প্রনয়ন করেন। এ সব কমিটির বা কনভেনশরে নীতিমালা যাতে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয় তার জন্য রেখেছেন বা সংযোজন করেছে বিভিন্ন বিধিমালা। যেমন- সিডও সনদের ১৮, ১৯, ও ২০নং অনুচ্ছেদে বিধান রাখা হয়েছে যে, নিজ দেশে মহিলাদের অবস্থা এবং সিড ও কমিটির সুপারিশকৃত

Dhaka University Institutional Repository

নীতিমালা অনুযায়ী নিজ দেশে কতটুকু পদক্ষেপ গ্রহন করেছে তা সনদ অনুমোদন কারী রাষ্ট্রসমূহ চুক্তি বলবতের ১বছরের মধ্যে প্রতিবেদন আকার মহাসচিবের নিকট পাঠাতে হবে এবং পরবর্তীতে ৪ বছর পর পর এ প্রতিবেদন পাঠাতে হবে। শুধু তাই নয়, এ সনদ বাস্তবায়ন এবং রাষ্ট্রসমূহের জবাবদিহিতা অধিকতর নিশ্চিতকরণ এবং বিভিন্ন নারী ইস্যুতে এ্যাডভোকেসী জোরদার করনের জন্য সিডও কমিটির সভায় সরকারী রিপোর্ট উপস্থানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তাছাড়া মহিলাদের অধিকার সংরক্ষণ বা বৈষম্য দুরীকরনের বাস্তব পদক্ষেপ স্বরূপ ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় গৃহিত হয় ঐচ্ছিক প্রটোকল। যার মাধ্যমে মহিলারা নিজ দেশে যে কোন রকম বৈষম্য বা নিপীড়নের প্রতিকার না পেলে সরাসরি জাতিসংঘ সিডও কমিটির কাছে অভিযোগ উথাপন করতে পারে, তবে এক্ষেত্রে তাকে প্রমান করতে হবে যে, নিজ দেশে ঐ সকল বৈষম্যের প্রতিকারের সকল চেষ্টা করেও বিফলতা এসেছে।

মহিলাদের অধিকার রক্ষায় জাতিসংঘ কতটুকু সোচ্চার তার প্রমান পাই আমরা তাই প্রস্তাবনা গ্রহন থেকে। এ সনদের প্রস্তাবনায় মানুষের মূল্য, মর্যাদা, মৌলিক অধিকারে বিশ্বাস তথা মহিলা পুরুষের সমান অধিকারের প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়েছে। এ সনদের ১নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "সকলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ সাধন তথা, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ ভাষা নির্বিশেষে মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আন্তর্জাতিক সমন্বয় সাধন করা। নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থায় যোগদান করতে পারবে"।

Dhaka University Institutional Repository

১৩, ৫৫, ৫৬ ও ৭৬ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ইত্যাদি নির্বিশেষে সকলের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র, জাতিসংঘের সাথে যৌথ ও আদালাভাবে পদক্ষেপ নিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা এর সাথে যুক্ত হয়ে নারী অধিকার বিশেষতঃ সকল ধরনের অধিকারকে আরও ব্যাপক রূপ দান করেছে। এ মানবাধিকার ঘোষণার ১নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সকল মানুষ স্বাধীনভাবে, সমঅধিকার ও মর্যাদা নিয়ে জন্ম গ্রহন করে। যার মাধ্যমে সকল মানুষের সমান অধিকারের পক্ষে ঘোষণা দিয়ে নারী অধিকার রক্ষাকে ত্বরান্বিত করেছে। মহিলাদের বৈষম্য দূরীকরণে এবং মর্যাদার উন্নয়নে জাতিসংঘের প্রায় ৪০টির বেশী অঙ্গ সংস্থা গভীর আগ্রহে কাজে করে যাচ্ছে। নারী অধিকারকে অগ্রাধিকার এবং মূল্যায়ন করতে গিয়ে জাতিসংঘ নারীর জন্য আলাদা সংস্থা গঠন করেছে ১৯৭৬ সালে। যার নাম UNIFEM নারীর অগ্রসরায়নে একটি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ মুলক প্রতিষ্ঠান তৈরী করেছে ১৯৭৫ সালে যার নাম INSTRAW বা International Research and Training Institute For The Advancement of Women. তাছাড়া জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ ১৯৪৬ সালের ২১শে জুন ১১(II) নম্বর রেজুলেশন দ্বারা মহিলাদের মর্যাদা সংক্রান্ত কমশিন প্রতিষ্ঠা করে। যা রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, নাগরিক ও শিক্ষা ক্ষেত্রে মহিলাদের অধিকার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুপারিশমালা প্রণয়ন এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে এ ব্যাপারে প্রতিবেদন পেশ করে। তাছাড়া এ কমিশন মহিলাদের অধিকার ভোগে উদ্ভুত জরুরী সমস্যায় অধিক মনোযোগ দান এবং পুরুষ ও মহিলার সমানাধিকার নীতি বাস্তবায়নে সুপারিশ পেশের দায়িত্ব পালন করে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৭ সালের ২৬শে মে গৃহীত অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের ১৯৮৭/২১ নম্বর রেজুলেশন অনুযায়ী এ কমিশন ১৯৮৯ সালে আরম্ভ হয়ে ২০০০ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর নিয়মিত অধিবেশনে মিলিত হওয়ার কথা স্থির করে এর পূর্বে ১৯৭১ সালের ১লা জানুয়ারী হতে প্রতি দুই বছর অন্তর অন্তর এ কমিশন নিয়মিত অধিবেশনে মিলিত হত। এর আর ও পূর্বে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত এ কমিশন প্রতি বছর ১টি করে নিয়মিত অধিবেশনে মিলিত হয়েছিল।

কমিশনের প্রত্যেক অধিবেশনে জাতিসংঘ বিশেষায়িত সংস্থার অর্থাৎ ILO, FAO, WHO এর ন্যায় সংস্থাগুলোর, প্রত্যেকেই মহিলাদের স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের কর্মকান্ড বা কার্যাবলীর প্রতিবেদন পেশ করে। নারীদের সমস্যা সম্পর্কে অধিক পরিমানে অবগত হওয়া এবং নারী সমস্যা সমাধানের জন্য এ কমিশন ১৯৭২ সালের ২রা মার্চে গৃহীত ১৫ (XXIV) নম্বর রেজুলেশনে, মহিলাদের সুযোগ সুবিধা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ এবং আঞ্চলিক ও জাতীয় সংগঠন গুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। যার ভিত্তিতে ১৯৭৮ সালের ৪ঠা এপ্রিলে গৃহীত ২(XXViii) নম্বর রেজুলেশনে এ কমিশন Inter American Commission of Women. The Commission of Arab Women এবং The Pan African Organization এর মত আঞ্চলিক আন্তঃ সরকারী সংস্থাগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় সাধন করার সুপারিশ করেছে এবং এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মহাসচিবকে অনুরোধ জানিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, নাগরিক ও শিক্ষার ক্ষেত্রে মহিলাদের মর্যাদা, উন্নয়ন সংক্রান্ত অভিযোগের সার সংক্ষেপ সহ একটি তালিকা এবং মহিলাদের মর্যাদা ক্ষুন্নকারী মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের আরেকটি তালিকা, ভিয়েনা ভিত্তিক সেন্টার যার সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাফেয়ার্স কর্তৃক জাতিসংঘ কমিশনের জন্য প্রস্তুত করে যার ভিত্তিতে মহিলাদের উন্নয়নের, মহিলাদের মর্যাদা বৃদ্ধির এবং মহিলাদের সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। তাই দেখা যাচেছ, নারী অধিকার সংরক্ষনে এবং মহিলাদের সমস্যার সমাধানে জাতিসংঘ বহুমুখী এবং তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে।

মহিলাদের উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালকে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ এবং ১৯৮০ এর দশককে জাতিসংঘ নারী দশক হিসেবে ঘোষণা করে। তাছাড়া নারী অধিকার রক্ষা এবং এ ব্যাপারে সোচ্চার দাবী তোলার জন্য ১৯৭৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ মেক্সিকো সিটিতে, ১৯৮০ সালে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেন হেগেন এবং ১৯৮৫ সালে কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবীতে এবং সর্বশেষ ১৯৯৫ এ চীনের রাজধানী বেইজিং এ সর্বশেষ বিশ্ব নারী সম্মেলনের আয়োজন করে। এ থেকে নারী অধিকার সম্পর্কে জাতিসংঘের ব্যাপক সোচ্চার হওয়া এবং এ অধিকার প্রয়োগে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নেয়ার প্রমান বহন করে।

Dhaka University Institutional Repository

এশিয়ার নারী অধিকার ঃ

প্রায় ৪কোটি ৬৩ লক্ষ ৫২ হাজার ২৯৬ বঃ কিঃ মিঃ আয়তন এবং ৩৬৬.৭০ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত এশিয়া মহাদেশ বিশ্বের বৃহত্তম মহাদেশ [৮৪]। যেখানে রয়েছে বহু ধর্ম, বহু জাতি ও সম্প্রসায়ের নিবাস। তাছাড়া এ মহাদেশ রাজনৈতিক সংঘাত এবং অস্থিরতা পূর্ণ একটি মাহাদেশ। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ কাশ্মীর, যুদ্ধপীড়িত আফগানিস্তান, সমস্যাময় পূর্ব-তিমুর ইত্যাদি সবই এ মহাদেশের অন্তর্গত। এখানে রয়েছে ব্যাপকভাবে জাতিগত বৈষম্য ধর্মীয় কুসংস্কার সাথে সাথে সামাজিক কুসংস্কার এবং যুদ্ধ সন্ত্রাসের স্বাভাবিক চিত্র। এ প্রেক্ষাপটেই এখানে নারী অধিকার সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করতে হবে। কোন দেশে যুদ্ধও জাতিগত সহিংসতার কারনে যারা মৃত্যুবরণ করে তার অধিকাংশই নারী ও শিশু। এশিয়া মহাদেশের ক্ষেত্রে এর শিকারে পরিণত হচ্ছে, আফগানিস্তান, কাশ্মীর এবং ফিলিস্তানের নারী ও শিশুরা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দরিদ্র দেশ সমূহে প্রতি বছর যে সব শিশু মারা যায় তার ৬০% ই কন্যা শিশু। আবার এদের মধ্যে শতকরা ৮০ জনই মারা যায় সামাজিক অবহেলা ও সামাজিক বৈষম্যের শিকার হয়ে। দক্ষিণ এশিয়ায় এ সব দেশ সমুহের কন্যা শিশুর চেয়ে পুরুষ শিশুর সামাজিক মর্যাদা ও প্রাধান্যকে কন্যা শিশুর প্রতি এ ধরনের অবহেলার করুন চিত্র তুলে ধরেছে।

দক্ষিণ এশিয়ায় নারী অধিকার সম্পর্কীয় পর্যাপ্ত সাংবিধানিক অধিকার সত্ত্বে ভোটার ছাড়া ও নারীরা সম্পূর্ণভাবে সমঅধিকার ভোগ করে না। তাই এখানকার নারীরা, সম্পত্তি, ব্যক্তিগত জীবন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া কোন ক্ষেত্রেই সমঅধিকার ভোগ করে না। এর কারণ হল এখানকার[২৫]

Dhaka University Institutional Repository

ক. ব্যক্তিগত আইন

খ. সংবিধানে অনুচ্ছেদ সমূহে নারী সম্পর্কীয় আইন নামে কোন স্পষ্ট আইন নাই অর্থাৎ অনুচ্ছেদ সমুহের অস্পষ্টতা।

গ. সমান্তরাল আইনের সিদ্ধান্ত বা পাকিস্তানে পরিদৃষ্ট হয়। যেমন-সেখানে রয়েছে-

The Council of Islamic Ideology এবং Federal Shariah Court তাছাড়া এখানে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য যেমন-

ক. সংস্কৃতিগত ও প্রথার ঐতিহ্য

খ. আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা

গ. সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার

ঘ. বিভিন্ন ধর্মের অস্তিত্ব

ঙ. আইন প্রয়োগে সদিচ্ছার অভাব

তাই এখানে দেখা যায় বাল্য বিবাহ, অরেজিষ্ট্রিকৃত বিবাহ, যৌতুক জাতীয় ব্যাপক নারী নির্যাতন, এখানে রয়েছে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান ধর্মীয় বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জাতি এবং বিভিন্ন প্রথা ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণ। পর্যাপ্ত সাংবিধানিক অধিকার সত্ত্বে ও এখানে নারী অধিকার ব্যাহত হবার প্রধান কারন ধর্মীয় ও প্রথাগত কুসংস্কার। যেখানে হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য আছে সেখানে পারিবারিক, সামাজিক সকল আইন বা প্রথা হিন্দু রীতি-নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হয়। এতে দেখা যায়, হিন্দু নারীদের সম্পত্তির অধিকার নাই, যৌতুক বিদ্যমান স্ত্রীর স্বামী ত্যাগের বিধান নাই প্রভৃতি ধর্মীয় অন্তরায় বিদ্যমান। যার কারনে, অধিকাংশ হিন্দু জনসংখ্যা বিশিষ্ট ভারত সম্পর্কে ডঃ ভি,পান্ত বলেন, কোন জাতির কৃষ্টিগত মান নির্ণয়ের উপায় ২টি-বিশ্ব

Dhaka University Institutional Repository

সভ্যতায় উহার দান ও নারীর মর্যাদা। প্রথম মাপকাঠি দিয়া বিচার কররে ভারতের দান অথি নগন্য, দ্বিতীয় দিক দিয়া ধরিলে ইহা খুবই অবনত। কারন, নারীর মর্যাদা ভারতের ন্যায় বিরাট দেশের অযোগ্য। এখানে নারীকে অজ্ঞতার ধূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া হইয়াছে। বৌদ্ধ ধর্ম ও নারীকে অনিষ্টকর বিবেচনা করে তার অধিকার স্বীকার করেনি। তাই এ ধর্ম সম্বলিত এলাকাতে ও কন্যা সন্তান জন্মকে অলুক্ষনে ভাবা হয় এবং বাল্য বিবাহ প্রচলিত। বৌদ্ধ ধর্মের অন্যতম প্রধান আস্তানা চীনে দেখা যায় নিগ্রহের করুন চিত্র। এক রিপোর্টে দেখা যায়, চীন দেশে নারী জাতীর বৈধ অধিকার নেই। শুধু তাই নয়, এখানে যৌতুকের ভয়ে শিশু কন্যা হত্যার কথা ও জোরে শোরে শোনা যাচ্ছে।

মুসলিম সমাজেও দেখা যায় অজ্ঞতার কারনে ধর্মীয় আইনের বিশেষতঃ বিবাহ বিচ্ছেদ বা তারাক বিধির অপপ্রোয়োগের। খ্রীষ্টান ধর্মেও সম্পত্তিতে নারীর অধিকার সঠিক ভাবে নাই। এসব ত্রুটি সত্ত্বেও এ সব দেশে নারীর যে সব অধিকার রয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

১. নেপাল ও শ্রীলঙ্গায় লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরেন ভিসা বিধি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।
২. শ্রীলংকায় নারীর কর্মসংস্থান, প্রশাসন, পদোন্নতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে বির্ধত হারে সমতার গ্যারান্টি পাচ্ছে।
৩. ভারতে চাকুরী ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ ক্ষেত্রে নারীরা সাংবিধানিক গ্রারান্টি পাচ্ছে।
৪. পাকিস্তানে মেডিক্যাল কলেজে মহিলাদের সিট বরাদ্দের ক্ষেত্রে যেখানে সহশিক্ষা বর্তমান সেখানে এ সিট বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দূর হয়েছে। সুপ্রীম কোর্ট এ ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য সংরক্ষন বিধির প্রনয়ন করেছে, এবং সেখানে মহিলাদের

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য First Women Bank বেসরকারী খাতে বরাদ্দ দেয়। ১৯৯৯ সালের লাহোর ও সিন্ধু হাইকোর্ট মহিলাদের অবাধ চলাচলের অধিকারের স্বীকৃতির ব্যাপারে রুল জারী করে।

তাছাড়া বিশ্বের নারী আন্দোলন ও আঞ্চলিক আন্দোলনকে সুদৃঢ় করা, নারী পুরুষের সমান অধিকার, উন্নয়ন ও শান্তির সংগ্রাম বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেমের মানিকগঞ্জের কৈট্রাতে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ কর্তৃক গঠিত যা বেইজিং বেসরকারী ফোরাম ৯৫ এর প্রস্তুতি কমিটির অন্তর্ভূক্ত। নারী নির্যাতন শীর্ষক এ কর্মশালায় এশিয়া অঞ্চলের নারীরা একই দাবীতে সোচ্চার হয় এবং একটি কমন প্লাটফরম গঠন করে। নিজস্ব সমস্যার সমাধান সহ উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্যে ভারত, নেপাল, পাকিস্তান, শ্রীলংকা এবং বাংলাদেশের ৫৪ জন প্রতিনিধি এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। যেখানে সকলের সমস্যা আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয় এবং সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কৌশল ও নীতি গৃহীত হয়।

জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত মহিলাদের প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ বা সিডও সনদে এ অঞ্চলের বাংলাদেশ চীন, ভূটান, শ্রীলংকা, পাকিস্তান, মালদ্বীপ, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, ইরাক প্রভৃতি দেশ স্বাক্ষর করেছে। এর মধ্যে ধারা সংরক্ষণ ছাড়া স্বাক্ষর করেছে, ভূটান, শ্রীলংকা ও নেপাল। তবে এশিয়ার কিছু দেশ ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত এ সনদে স্বাক্ষর করেনি।

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া এ অঞ্চলের মহিলাদের অধিকার রক্ষার অভিপ্রায়ে ১৯৮৫ সালে গঠিত

(১) "ল" এশিয়াতে ও মহিলাদের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহন করে। এই ল এশিয়া তার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ১০টি মূলনীতি প্রণয়ন করে। যার মধ্যে রয়েছে মানুষের জীবন,স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার, নিরপেক্ষ বিচারের অধিকার, আইনের চোখে সকলেই সমান সুযোগ লাভের অধিকার, আঘাত এবং নির্যাতন মূলক আটক থেকে মুক্তির অধিকার কোন একটি রাষ্ট্রে বসবাস এবং বহির্গমনের অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতাসহ বিভিন্ন অধিকার যার মধ্যে নারীদের জন্য অধিকারও সম্পৃকক্ত রয়েছে। কারন এখানে অধিকারের ক্ষেত্রে সকলের শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়াও এ কমিটি শিশু শ্রম, বেশ্যাবৃত্তি, নারী অধিকার এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরনে বহু কনফারেন্সের আয়োজন করে এবং ১৯৮৫ সাল থেকে নারী অধিকার ও মানবাধিকার সংক্রান্ত একটি নিউজ লেটার প্রকাশ করে যাচ্ছে যা এ অঞ্চলে নারী অধিকার রক্ষায় অগ্রনী ভূমিকা পালন করবে।

(২) Asian Coalition of Human Rights-ইহা ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত activist গ্রুপ। এটা এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহের লোকদের খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সম্বন্ধীয় ব্যাপক উন্নয়ন সাধনের অধিকার সহ কিছু অধিকার এবং এ গ্রুপ এ অঞ্চলে মানবাধিকার সংক্রান্ত মিটিং ও রিপোর্টের ব্যবস্থা করে।

401310

(৩) Regional Council on Human Rights in Asia-১৯৮২ সালে ASEAN ভূক্ত রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক এ সংগঠন গড়ে উঠে। যা Declaration of the Basic Duties of Asian Peoples and Governments নামক একটি যুগান্তকারী দলিলে প্রনয়ন করে এ দলিলে যৌথ অধিকারের পাশাপাশি অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসহ নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা দেয়, যার মধ্যে সম্পৃক্ত রয়েছে নারী অধিকার।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

৪. Asian Human Rights Commission/Asian Legal Resource Centre- এশিয়ার মানবাধিকারের উন্নয়নসহ এশিয়া ও অন্যান্য রাষ্ট্রে মানবাধিকারের লংঘন প্রতিরোধে জনমত গঠনের জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি স্বাধীন বেসরকারী সংস্থা এটি। ১৯৮২ সালে কলম্বো সেমিনারে এটি আত্মপ্রকাশ করে। ইহা নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সহ অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও উন্নয়নের অধিকর সংরক্ষণ করে যার মধ্যে সম্পৃক্ত রয়েছে নারীর অধিকার।

এমহাদেশে রয়েছে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ভাষাভাষী মানুষ। তাছাড়া এখানে রয়েছে প্রচন্ড রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা। এশিয়া মহাদেশের শিক্ষার হার অন্যান্য মহাদেশের তুলনায় অনেক নীচে , ফলে সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনগনের অসচেনতা সর্বোপরি পরাশক্তির প্রভাব এখানে জনগনের অধিকারকে অনেকটা ব্যাহত করে। তাছাড়া এখানে রয়েছে অপুষ্টি, অসুস্থতা, অজ্ঞতা ইত্যাদি উপসর্গ। তবুও এ ধরনের সামাজিকও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় জনগনের অধিকার তথা নারীর অধিকার সংরক্ষনের জন্য যে উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা গ্রহন করা হচ্ছে এবং হয়েছে তা আশাপ্রদ। তাছাড়া মহাদেশের অধিকাংশ দেশ সিডও সনদে স্বাক্ষর করায় নারী অধিকার সংরক্ষনে বা রক্ষায় মহাদেশের দেশগুলোর আন্তরিকতার প্রমান পাওয়া যায়।

৫. দক্ষিণ এশিয়ার নারী নির্যাতন রোধে নেপালের কাঠমুন্ডুতে কাঠমন্ডু অঙ্গীকার ঘোষণা (১৯৯৭)[২৬]

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

বাংলাদেশে মহিলাদের অধিকার ঃ

সৃষ্টির উষালগ্ন থেকেই মানুষের দুটি অংশ পুরুষ এবং মহিলা। মহিলাদের মুক্তিব্যতীত মানব মুক্তির সাধনার সফলতা সম্ভব নয়। আর এ মহিলাদের মুক্তি তখনই সম্ভব যখন সর্বক্ষেত্রে মহিলাদেরকে পর্যাপ্ত অধিকার দেয়া হবে। এ অধিকার হতে হবে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সর্বক্ষেত্রেই। অথচ ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, সভ্যতার ক্রমবিকাশ ঘটলেও এসব ক্ষেত্রে মহিলাদের প্রত্যাশিত অগ্রগতি সাধিত হয়নি। কিন্তু দারিদ্র দূরীকরণ এবং বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় ভারসাম্য আনয়ন করার জন্য তথা দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নয়নের জন্য সকল ক্ষেত্রেই মহিলাদের কার্যকর অংশগ্রহণ অপরিহার্য। তাই মহিলাদের কার্যকর অংশগ্রহনের জন্য এমনভাবে আইন প্রনয়ন করা দরকার যাতে মহিলারা সহায়ক অনুকূল পরিবেশে চাকরি ও রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্বপালনে নিয়োজিত থাকতে পারে। অর্থাৎ মহিলারা যেন রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বস্তরে তাদের প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

৯.১.১ রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের অধিকার ঃ

বাংলাদেশের মহিলাদের রাজনৈতিক অধিকার গুলো হলো ঃ

বাংলাদেশের মহিলারা বর্তমানে প্রবলভাবে দেশের গণতন্ত্র ও রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করছে। মূলতঃ মহিলা পুরুষের বৈষম্য ঘুচিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় সহযোগিতা পূর্ণভাবে কাজ করলেই দেশের গণতন্ত্রের কাঙ্খিত সফলতা আনয়ন সম্ভব। আর তাইতো দেখা যায় নীতি নির্ধারনে মহিলাদের অঙ্গীভূত করে ন্যায় বিচার ও সমতা প্রতিষ্ঠার দাবীকে বিশ্বজুড়ে সমর্থন করতে।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতি মহিলা পুরুষের সমন্বিত নেতৃত্বে পরিচালিত করলে সার্বভৌমত্বের নিশ্চয়তা সহ জীবনের সর্বস্তরে সমৃদ্ধিও বৈচিত্রময়তা আনয়ন সম্ভব। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি জাতিসংঘ স্টাডিতে সিদ্ধান্তকারী পর্যায়, রাজনীতি ও ক্ষমতায় মহিলা প্রতিনিধিত্ব ও অংশীদারিত্বের যৌক্তিকতার পক্ষে বলা হয়েছে যে, মহিলারা রাজনীতিতে অংশগ্রহনে করে প্রথমঃ গণতন্ত্রও সমতার প্রশ্ন, নাগরিক অধিকারের প্রশ্ন, জনসংখ্যার অনুপাতে রাজনীতিতে তাদের প্রতিনিধিত্বের দাবী অনস্বীকার্য।

দ্বিতীয়তঃ মহিলাদের দূর্বল উপস্থিতি রাজনীতির অঙ্গনে গৃহীত সিদ্ধান্তও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। কারন রাজনৈতিক কাঠামো ও প্রক্রিয়ায় মহিলারা অপ্রতুল ও সীমিত অংশগ্রহণ, যা মহিলা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে সৃষ্টি করে এক বিরাট ব্যবধান।

তৃতীয়তঃ মহিলারা যদি রাজনীতিতে তাদের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব না পায় তাহলে তারা তাদের স্বার্থ উপস্থাপন ও সংরক্ষনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

চতুর্থত ঃ রাজনীতিতে মহিলাদের ব্যাপক হারে অংশগ্রহণ রাজনীতির মূল ফোকাসে বাঞ্চনীয় পরিবর্তণ ও বিস্তৃতি ঘটাবে। কারণ মহিলাদের জীবন ও সমস্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত যে সমস্ত সমস্যা নেহায়েত ব্যক্তিগত বলে চিহ্নিত এবং যথাযথ রাজনীতির আওতাবহির্ভূত বলে বিবেচিত সেগুলো ও রাজনীতির প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু হিসেবে বিবেচিত হবে।

পঞ্চমতঃ উল্লেখ্য দেশের মানব সম্পদের দক্ষ ব্যবহারের প্রয়োজনে ও রাজনৈতিক অঙ্গনে মহিলাদের অংশ গ্রহণের আবশ্যকতা আছে।[২৭]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের মহিলারা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাংবিধানিক অধিকার প্রাপ্ত। যেমন সংবিধানে দেখা যায় নারী অধিকার সম্পর্কীয় বিভিন্ন ধারা মতে।[২৮] ১০নং ধারা জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

৯.১.২. রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষ সমান অধিকার লাভ করবে।

২৮নং ধারা ঃ

ধারা ৩৬ জনস্বার্থে আইনের দ্বারা বাংলাদেশের সর্বত্র চলাফেরা, যে কোন স্থানে বসবাস ও বসতি স্থাপন বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃ প্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

ধারা ৩৬-৩৯

ধারা ৩৭ জনস্বার্থে আইনের দ্বারা বাংলাদেশের সর্বত্র চলাফেরা, যে কোন স্থানে বসবাস ও বসতি স্থাপন বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃ প্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

ধারা ৩৭ জনশৃংখলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হইবার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

ধারা ৩৮ সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

ধারা ৩৯ চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হইল।

Dhaka University Institutional Repository

৯.১.৩. ধারা-৬৫

সংবিধান (দশম সংশোধন) আইন, ১৯৯০ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে শুরু করিয়া দশ বৎসরকাল অতিবাহিত হইবার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভাংগিয়া না যাওয়া পর্যন্ত ত্রিশটি আসন কেবল মহিলা সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাঁহারা আইনানুযায়ী পূর্বোক্ত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন।

উপরোক্ত তথ্য থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বাংলাদেশে সংবিধান জন-জীবনের সর্বস্তরে মহিলা পুরুষের সমান অধিকার দিয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী নারীরা পর্যাপ্ত ভোটাধিকার প্রাপ্ত । কিন্তু দেশে বিদ্যমান বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে তারা কখনই সক্রিয় ভোটার হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে না। এসব বাস্তব অবস্থার মধ্যে রয়েছে যথাক্রমে।

ক. সন্ত্রাস

খ. ফতোয়াবাজি

গ. পারিবারিক নিরুৎসাহ

ঘ. ভোট কেন্দ্রের দূরত্ব

ঙ. যাতায়াত ব্যবস্থার দূরবস্থা

চ. পর্দা প্রথাসহ পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী

এ সত্ত্বেও সাম্প্রতিক বছর গুলোতে ক্রমান্বয়ে নারীর অংশগ্রহনের হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১২ই জুন ১৯৯৬ জাতীয় সংসদ এর নির্বাচনে নারী প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৮ জন। তারমধ্যে বিজয়ী নারী প্রার্থীর সংখ্যা ৭জন। নির্বাচনে ২য় স্থান অধিকার করেছেন এমন আসন সংখ্যা ছিল ৫টি।

Dhaka University Institutional Repository

৩০টি সংরক্ষিত আসনে মহিলারা মনোনীত হলেও সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত নয় বলে সংসদে তারা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে না। তাছাড়া সংসদ নেতৃত্ব এবং বিরোধীদলীয় নেত্রীর আসন দুটোই নারী কর্তৃক অলংকৃত করা সত্ত্বেও বিভিন্ন নারী ইস্যুতে সংসদকে কার্যকর বা খুব জোরালো ভূমিকা রাখতে দেখা যায় না। তথাপি নারী অধিকার রক্ষাকল্পে এবং নারীর ক্রম রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে ত্বরান্বিত হচ্ছে।

১৯৯৬ এর ক্যাবিনেটে দেখা যায় ৪জন নারী মন্ত্রী (প্রধানমন্ত্রীসহ)। প্রধানমন্ত্রী ছাড়া বাকী ২জন ছিলেন কৃষি, খাদ্য ও ত্রাণ এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এবং অপরজন ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগে প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনরত।

২০০১ সালের ১লা অক্টোবরের নির্বাচনে জাতীয় সংসদের মোট ৩০০টি আসনের মধ্যে ৪৭টি আসন থেকে মোট ৩৮জন মহিলা প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন। তার মধ্যে ৬ জন মহিলা বিজয়ী হন। সম্প্রতি উপনির্বাচনে নেত্রকোনা ও আসনে জনগনের সরাসরি ভোটে আরও একজন মহিল প্রার্থী জয়ী হন।

২০০১ সালের ক্যাবিনেটে দেখা যায় ৩জন মহিলা মন্ত্রী (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ) রয়েছেন।[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে ও দেখা যায় নারী সমাজের দীর্ঘ আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ডিসেম্বর৯৭ এর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নারীর জন্য সংরক্ষিত এক তৃতীয়াংশ সদস্য পদে সরাসরি নির্বাচনের বিধান করা হয়েছে যা সারা দেশের নারীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে এবং নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াকে আরো জোরদার করানোর পদক্ষেপ নিয়েছে। দেশের পৌরসভাগুলোতে সরাসরি নির্বাচিত কোন নারী নেই। তবে পৌরসভায় ৩জন করে নারী প্রতিনিধি, মনোনীত রয়েছেন। তবে কোন পৌরসভার প্রধান এবং সিটি করপোরেশনের মেয়র হিসেবে এ পর্যন্ত কোন নারী দায়িত্ব প্রাপ্ত বা নির্বাচিত হননি। তবে এ সব পদে মনোনীত সদস্যগণ জনগন বা নারীদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নয় বলে তারা নারী বা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পক্ষে কোন সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারছেন না। জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত গ্রাম সরকার গঠন সংক্রান্ত আইনটি ২০০৩ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতি লাভ করে এতে প্রতিটি গ্রাম সরকারে একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহিলা সদস্যাসহ তিনজন মহিলা রাখার বিধান করা হয়। যা মহিলাদের রাজনীতি অংশগ্রহণের জন্য স্বতঃস্ফূর্ততা বৃদ্ধি করে।[২৯]

রাজনৈতিক দলে মহিলা ঃ

সংবিধান (বাংলাদেশের সংবিধান) মহিলাদের পর্যাপ্ত রাজনৈতিক অধিকারের ব্যবস্থা করেছে। ফলে সকল ক্ষেত্রে মহিলা পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত হয়েছে। সে হিসেবে মহিলাদের রাজনীতিতে ব্যাপকহারে অর্থাৎ রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের ক্রমবৃদ্ধির প্রবনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দেশের দুটি রাজনৈতিক দলের শীর্ষস্থানে মহিলা আসন পরিদৃষ্ট হয়। এতদসত্ত্বেও রাষ্ট্র পরিচালনা এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দলের সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটিতে মহিলাদের উপস্থিতি প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক নেতৃত্ব তথা সকল ক্ষেত্রে মহিলা পুরুষের সমঅধিকাররের কথা বললে ও বাস্তবে সিদ্ধান্ত গ্রহন পর্যায়ে তা কার্যকরী হয় না। এ কারনে বাংলাদেশের নারী সমাজের দাবী হলো-

ক. রাজনৈতিক দলগুলির নেতা-ও কর্মীদের মাঝে মহিলাদের সমানাধিকার বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

খ. দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে।

গ. রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহার মহিলাদের সমানাধিকার কায়েমের বাস্তব পদক্ষেপ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকতে হবে।

ঘ. সকল রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে নির্বাচনের নূন্যতম ১০% মহিলা প্রার্থীকে মনোনয়ন দিতে হবে।

ঙ. জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে মহিলা প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে।

চ. জাতীয় সংসদের মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৬৪ টি জেলায় ৬৪ জন প্রতিনিধি নির্বাচনের (মহিলা প্রতিনিধি) ব্যবস্থা করতে হবে।

৯.২ মত প্রকাশের স্বাধীনতা ঃ

বাংলাদেশ সংবিধান মহিলাদের মত প্রকাশের পর্যাপ্ত স্বাধীনতা দিয়েছে। ১৯৯৫ সালের ৪-১৫ই সেপ্টেম্বর চীনের রাজধানী বেইজিং এ অনুষ্ঠিত হয় চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন। এ সম্মেলন নারী উন্নয়নের জন্য বেইজিং ঘোষণা ও প্লাটফরম ফর অ্যাকশন নীতি প্রনয়ন ও অনুমোদন করে। বাংলাদেশ সরকার এর আলোকে নারী

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়নের জন্য গত ১৭/১২/৯৫ ইং তারিখে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রনয়নের লক্ষ্যে টাস্কফোর্স গঠন করে।[৩০] এ টাস্কফোর্স চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে গৃহীত প্লাটফরম ফর এ্যাকশন এর আলোকে বাংলাদেশে মহিলা ও মেয়ে শিশুর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মকৌশল, লক্ষ্যমাত্রা, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও সংগঠন নির্ধারন পূর্বক প্রেক্ষিত পরিকল্পনার সাথে সংগতি রেখে পর্যায়ক্রমে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন করে। যা ১১/০২/৯৮ ইং তারিখে অনুমোদিত হয়। যে কর্মপরিকল্পনায় মহিলাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা দেয়ার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়া হয়। এতে, নারী ও গনমাধ্যম পর্যায়ে নারীর অধিকার সংরক্ষনের যে ব্যবস্থা নেয়া হয়, তা নিম্নরূপঃ গণমাধ্যমে নারীর সঠিক ভূমিকা প্রচার, প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং অংশগ্রহনে বৈষম্য দূর করা, গনমাধ্যমে নারী ও মেয়ে শিশুর অংশগ্রহণ, মতামত প্রকাশ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি, এবং নারী ও মেয়ে শিশুর ইতিবাচক প্রতিফন ঘটানো।[৩১]

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, বেইজিং ঘোষনার আলোকে বাংলাদেশের প্রণীত নারী উন্নয়ন নীতিতে মহিলাদের প্রকাশে স্বাধীনতার ক্ষেত্রে জোরালোভাবে তার ভূমিকা রাখার জন্য তাকে গণমাধ্যম, মতামত প্রকাশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে সুযোগ বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। এভাবে বাংলাদেশ সরকার মহিলাদের মতামত প্রকাশের অধিকার তথা গণতান্ত্রিক অধিকারকে সমুন্নত করেছেন। যার ফলে মহিলারা পুরুষের পাশাপাশি সকল ক্ষেত্রেই অংশগ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

Dhaka University Institutional Repository

৯.৩ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অধিকার ঃ

বাংলাদেশের সংবিধান মহিলা পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করেছে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে। বাংলাদেশের, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮ এর ২ এ বলা হয়েছে রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে মহিলা পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন এর ব্যতিক্রম হলে সে তার অধিকার আদায়ের জন্য আদালতে মামলা করতে পারে। তার সাথে সংঘঠিত সকল বৈষম্যমূলক আচরনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারে। মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন এর ২ধারা অনুযায়ী কোন স্বামী দুই বৎসর যাবৎ স্ত্রীর ভরন পোষন দানে অবহেলা প্রদর্শন করলে অথবা ব্যর্থ হলে স্ত্রী আদালতে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করতে পারে। এবং একই ভাবে স্বামীকে ভরণ পোষন প্রদানে বাধ্য করতে পারে।[৩২] অর্থাৎ কোন স্বামী যদি সঠিকভাবে স্ত্রীর ভরন পোষন না করে, দেনমোহর না দেয়, তাহলে স্ত্রী প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এ সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হতে পারে এবং এ ব্যাপারে আইনের সাহায্য নিয়ে সে তার অধিকার আদায়েব্রতী হতে পারে। এ প্রতিবাদের অধিকার শুধুমাত্র পারিবারিক জীবনেই মহিলাকে দেয়া হয়নি বরং সামাজিক, রাষ্ট্রীয়সহ সকল ক্ষেত্রেই দেয়া হয়েছে।

তাছাড়া বর্তমানে বাংলাদেশের দৈনিক পত্রিকাগুলো প্রতি সপ্তাহে মহিলা বিষয়ক আলাদা ১টি ফিচার বা পাতা প্রকাশ করে, রেডিও, টিভি প্রায় প্রতিদিন মহিলা বিষয়ক বিশেষ অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে এসব জায়গায় ও মহিলারা তাদের প্রতি বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ লিপি পাঠাতে পারে। তাছাড়া জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত বেইজিং ঘোষণা এর আলোকে বাংলাদেশ সরকার নারী ও গনমাধ্যম শিরোনামে নারী উন্নয়ন বিষয়ক গণমাধ্যমে নারীর সঠিক ভূমিকা প্রচার, প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং অংশ গ্রহনে বৈষম্য দূর করা, মতামত প্রকাশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি এবং নারী ও মেয়ে শিশুর ইতিবাচক প্রতিফলন ঘটানো শীর্ষক পদক্ষেপ গৃহীত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া বাংলাদেশ সরকার নারী উন্নয়ন নীতি নির্ধারন ও উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনার জন্যে প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি করে ৪৪সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় মহিলা উন্নয়ন পরিষদ গঠন করা করেছে। যার একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হচ্ছে মলিাদের আইনগত অধিকার, মহিলা উন্নয়ন এবং মহিলাদের নির্যাতন প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইনগত সম্বন্ধে নীতি প্রনয়ন শীর্ষক নীতি গ্রহন। এ সব নীতির আলোকে গঠিত পরিষদের মাধ্যমে বাংলাদেশের নারীরা তাদের প্রতিকৃত সকল অন্যায়, অবিচার ও যুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারে ও তার প্রতিবিধানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা গ্রহন করতে পারে। এভাবে বাংলাদেশ সরকার মহিলাদের রাজনৈতিক অধিকার সংরক্ষনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন।

৯.৪ আইনগত সমান অধিকার ঃ

বাংলাদেশ সংবিধান জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে মহিলা পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করেছে। এ সমানাধিকার প্রদান জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ প্রকাশিত হবার পর আরও ত্বরান্বিত হয়েছে। যেমন-বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯ এ বলা হয়েছে-

১. সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হবেন।

অনুচ্ছেদ-২৭ এ বলা হয়েছে-

সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। আরও বলা হয়েছে-

Dhaka University Institutional Repository

অনুচ্ছেদ ২৮ এ আরো বলা হয়েছে-

১. কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ মহিলা, পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারনে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

২. রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে মহিলা-পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবেন।

জাতি সংঘ কর্তৃক প্রণীত মহিলাদের প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ প্রবর্তিত হবার পর, বাংলাদেশে সরকার নারী অধিকার রক্ষায় আরও নুতন উদ্যোগ গ্রহন করেছে। বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত সকল আন্তর্জাতিক ঘোষনা ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ। সর্বশেষ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে গৃহীত প্লাটফরম ফর অ্যাকশন এর আলোকে বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন নীতি গৃহীত হয়। এ নীতিতে নারীর মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার সকল ক্ষেত্রে যেমন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে ও পুরুষ যে সমঅধিকারী তার স্বীকৃতির জন্য মহিলাদের প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপের উদ্যোগ নেয়া হয়। নারী বৈষম্য মূলক সকল প্রকার আইন বিলোপ করা, প্রয়োজনে বিদ্যমান আইন সংশোধন ও নূতন আইন প্রনয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়।

এভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আইনগত সকল ক্ষেত্রে মহিলাদের অধিকার সংরক্ষনের ব্যবস্থা নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার।

৯.৫ সামাজিক অধিকার ঃ

উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দরিদ্র দেশ। এক সময় প্রচন্ড পর্দা প্রথার কারনে এদেশের মহিলারা ঘরে অবরুদ্ধ হয়ে থাকতো।

Dhaka University Institutional Repository

ঘর থেকে বাইরে আসার ব্যাপারে মহিলাদের উপর কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে পূর্বের তুলনায় এ অবস্থা অনেক পাল্টে গিয়েছে। মহিলারা বর্তমানে পুরুষের পাশাপাশি কাজ করছে। বাংলাদেশ সংবিধান পুরুষ ও নারী অধিকারে ক্ষেত্রে সম-অধিকার নিরূপন করলে ও কার্যতঃ মহিলাদের অবস্থান পুরুষের অধঃস্তনই রয়ে গেছে।

শিক্ষা, গড় আয়ু, স্বাস্থ্য, পুষ্টি চিকিৎসা সুবিধা থেকে শুরু করে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর যে অবস্থান তা অধঃস্তন অবস্থারই সাক্ষ্য বহন করে। বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত নারীর সামাজিক অধিকার আলোচিত হল-

৯.৫.১. বাংলাদেশে মহিলাদের সামাজিক অধিকার সমূহ ঃ

(১) শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অধিকার-

বাংলাদেশ সংবিধান শিক্ষাক্ষেত্রে মহিলা ও পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করেছে সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদ এর ৩ এ বলা হয়েছে-

কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারনে জনসাধারনের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না। বাংলাদেশ সরকার নারী শিক্ষার জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। সর্বশেষ চতুর্থ বিশ্ব-নারী সম্মেলনে গৃহীত প্লাটফরম ফর অ্যাকশন এর আলোকে নারী শিক্ষার অগ্রগতির লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নিয়েছে- যেমন-

Dhaka University Institutional Repository

ক. মহিলাদের শিক্ষা বৃদ্ধি, মহিলা পুরুষের মধ্যে শিক্ষার হার ও সুযোগের বৈষম্য দূর করা এবং উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সক্রিয় ও স্পষ্টনীতি অনুসরণ করা।

খ. আগামী দশ বছরে নিরক্ষরতা দূর করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহন করা, বিশেষতঃ মেয়ে শিশু ও নারী সমাজের শিক্ষা প্রশিক্ষনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া।

গ. মেয়েদের জন্য দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করার পদক্ষেপ গ্রহন করা।

ঘ. টেকসই উন্নয়ন ও অব্যাহত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে মহিলাদের জন্য আনুষ্ঠানিক ও অআনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ এবং শক্তিশালী করা।

ঙ. শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী ও মেয়ে শিশুর সমান অধিকার নিশ্চিত করা, শিক্ষার সকল পর্যায়ে অসমতা দূর করা, শিক্ষাকে সার্বজনীন করা, ভর্তির হার বৃদ্ধিসহ নিরক্ষরতা দূর করা এবং মেয়ে শিশুকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহন করা।

চ. মহিলাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল প্রশিক্ষণে মহিলাদেরকে সমান সুযোগ দেয়া।

ছ. কারিগরী, প্রযুক্তিগত ও উচ্চ শিক্ষাসহ সকল পর্যায়ে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহন করা এ সব পদক্ষেপকে বাস্তবায়িত করতে সরকার শিক্ষার জন্য খাদ্য, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের বৃত্তিপ্রদান, উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ, ঝরে পড়া রোধ করার জন্য সরকার গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে, বয়স্ক শিক্ষা বিশেষতঃ মহিলাদের উপর গুরুত্বারোপ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগ কোটা নির্ধারন করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

নারী শিক্ষাকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার এসব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে যাতে নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি পায়। জনসাধারনের অর্ধাংশ নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পায় এবং শিক্ষার মাধ্যমে যাতে তারা পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়। কারণ, শিক্ষা মানুষের মানসিক সচেতনা ও ব্যক্তিত্বের গুনগত পরিবর্তন সাধন করে। অনুরুপ নারী স্বাস্থ্য রক্ষার্থে ও সরকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। সরকার মহিলাদের জন্য ইউনিসেফের সহযোগিতায় আলাদা-হাসপাতাল স্থাপনের পরিকল্পনা। মাও শিশু কল্যান কেন্দ্র স্থাপন, ২৮শে মে নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস হিসেবে স্বীকৃতি এ সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহন প্রভৃতি উদ্যোগ হাতে নিয়েছে।

(২) ব্যক্তিগত জীবনের নিরাপত্তা বেইজিং এ ১৯৯৫ সালে চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নারী উন্নয়নে কৌশলগত পদক্ষেপ নেয়া হয়। ক্ষেত্র দুটি হল (ক) ক্ষমতা কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহনে নারীর সমান সুযোগ ও পূর্ণ অংশগ্রহন নিশ্চিত করা। (খ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নেতৃত্বে নারীর অংশগ্রহণের সামর্থ্য বৃদ্ধি করা।

এক্ষেত্রে কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে মহিলাদের সমান সুযোগ ও পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হলে মহিলাদের ব্যক্তিগত জীবনের নিরাপত্তা বিধান করা প্রয়োজন। মহিলাদের ব্যক্তিগত জীবনের নিরাপত্তা বিধান করতে হলে যা দরকার তা হল-(ক) চাকুরীর অধিকার (খ) কর্মসংস্থানের অধিকার ইত্যাদি। কিন্তু এ ব্যক্তিগত জীবনের নিরাপত্তা সাধনে তথা নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ তো নয়ই গণতন্ত্রও সক্ষম হয়নি। তাই বর্তমান স্লোগান হচ্ছে "Democracy is not enough, we need gender justice" (Un. Vol. 5.67)[৮৫] বিশ্বব্যাপী মহিলাদের অবস্থার উপর পরিচালিত জাতিসংঘের এক জরীপে (১৯৯২) দেখা যায়, বাংলাদেশের নারীদের

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থান সামাজিক জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই সন্তোষজনক নয়। এদেশে শিক্ষা, সম্পদ, কর্মসংস্থান ও সুযোগ সুবিধার দিক থেকে বেশিরভাগ নারী, পুরুষের চেয়ে অনেকে পিছিয়ে রয়েছে।

বাংলাদেশের মহিলারা কর্মসংস্থানের কি অবস্থায় আছে তা বিশ্লেষন করা হলো-

ক. কর্মসংস্থানের অধিকার ঃ

বাংলাদেশ সংবিধান তথা বাংলাদেশ সরকার মহিলাদের জীবনের নিরাপত্তা সাধনে মহিলাদের কর্মসংস্থানের পর্যাপ্ত গ্যারান্টি দিয়েছে। অবহেলিত, বঞ্চিত বাঙালী মহিলাদেরকে আত্মনির্ভরশীল করার প্রত্যয়ে বাংলাদেশ সংবিধান তাই অনুচ্ছেদ ২৯ এর (২) এর ঘোষণা করেছে, কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ নারী-পুরুষ ভেদও জন্মস্থানের কারনে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।

সংবিধানের এই ধারা সিডওসনদের ধারা ১১ এর (১) এর খ এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। কারণ সিডও সনদের ১১এর (১) এর খ এ বলা হয়েছে নারী পুরুষের কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে একই বাছাই মান প্রয়োগ সহ একই নিয়োগ সুবিধা পাওয়ার অধিকার- যা বাংলাদেশ সংবিধানের ২৯ এর (২) এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। যদি ও চাকুরীতে নারীর নিরাপত্তার ব্যাপক অভাব রয়েছে তথাপি চাকুরী বা কর্মসংস্থানই নারীর ব্যক্তিগত জীবনের নিরাপত্তা থেকে শুরু করে সামাজিক জীবনের নিরাপত্তা বিধান করে। এ কর্মসংস্থানই মহিলাদেরকে অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষমতায়িত করে ক্রমে

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার কাঠামোতে উন্নীত করার চাবিকাঠি। তাই বাংলাদেশ সরকারকে দেখা যায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকারের সাথে সাথে ১৯৯৫ এর বেইজিং ঘোষণা তথা প্লাটফরম ফর অ্যাকশন এর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে জাতীয় মহিলা উন্নয়ন নীতি ঘোষনা করতে যার প্রধান প্রধান লক্ষ্য হল-

(১) মহিলা শ্রমশক্তির শিক্ষিত ও নিরক্ষর উভয় অংশের কর্মসংস্থানের জন্যে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহন করা।

(২) চাকুরী ক্ষেত্রে মহিলাদের বর্ধিত নিয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রবেশ পর্যায়সহ সকল ক্ষেত্রে কোটা বৃদ্ধি কার্যকর ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

(৩) মহিলাদের ব্যাপক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল আইন, বিধি ও নীতির প্রয়োজনীয় সংস্কার করা।

অফিস আদালতে চাকুরী করা মহিলাদের পারিবারিক জীবনে বিঘ্ন ঘটায়। যা পিছুটান হিসেবে কাজ করে মহিলাদের কর্মে বা চাকুরীতে নিয়োগে বাধার সৃষ্টি করে। মহিলাদের এ সংকটময় অবস্থা থেকে মুক্তিদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার কেন্দ্রীয় সচিবালয় এবং বিভিন্ন সংস্থার ডে-কেয়ার কেন্দ্র এর প্রবর্তন করেছেন। চাকুরী ক্ষেত্রে উন্নত সেবা প্রদানের জন্য মহিলাও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সকল সচল ডে-কেয়ার কেন্দ্রর জন্য নির্দেশনা তৈরী করেছেন। প্রধানমন্ত্রী প্রতি অফিসে মহিলা কর্মকর্তাদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।[৩৩] তাছাড়া তুমি মন্ত্রণালয় পাঁচ হাজার একর জমি (চরের জমি, নদীর পলি জমে যে সব ভূমির উৎপত্তি হয়েছে) ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে বিতরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখানে দেড় একর জমি প্রতি পরিবারের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। তবে যদি স্বামী-স্ত্রী ও জমির একমাত্র মালিকরূপে পরিগণিত হবে।[২৮] এ পদ্ধতি মহিলাদেরকে সাহায্য করবে বিচ্ছেদ

Dhaka University Institutional Repository

কমানোর মাধ্যমে। তাই বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত এ পদক্ষেপ সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। যা নারীর ব্যক্তিগত জীবনের নিরাপত্তা বিধানে এক অনন্য প্রচেষ্টার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তাছাড়া যৌতুকের অভিশাপ বাঙালী নারীর জন্য এক দুর্বিসহ অবস্থার সৃষ্টি করেছে। প্রতি বছর বহু মহিলা এ যৌতুকের কারনে স্বামী গৃহে নির্যাতিত হয় এবং পরবর্তীতে মৃত্যুবরণ করে। মহিলা এ দূর্বিসহ অবস্থা থেকে মুক্তিদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার ১৯৮০ সালে প্রনয়ন করেছে যৌতুক নিরোধ আইন যা ১৯৮৬ সালে সংশোধন করে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। ১৯৮০ সালের এ যৌতুক নিরোধ আইনে ধারাঃ ৩ এ বলা হয়েছে কোন ব্যক্তি যৌতুক প্রদান গ্রহণে সহায়তা করিলে, সে সর্বাধিক এক বৎসর মেয়াদের কারাদন্ড বা সর্বাধিক পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয়বিধ প্রকারে দন্ডনীয় হইবে।

আর যৌতুকের কারনে স্বামী বা তার পরিবারের সদস্যবর্গ কর্তৃক যদি উক্ত নারীর মৃত্যু ঘটান বা মৃত্যু ঘটনানোর চেষ্টা করেন। বা আহত করেন বা আহত করার চেষ্টা করেন তবে নিম্নলিখিত শাস্তি তার/তাদের প্রাপ্য হবে ঃ

ক. মৃত্যু ঘটানোর জন্য মৃত্যুদন্ড বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টার জন্য যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং উভয় ক্ষেত্রে উক্ত দন্ডের অতিরিক্ত অর্থদন্ডে ও দন্ডিত হইবেন।

খ. আহত করার জন্য যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে বা আহত করার চেষ্টা করার জন্য অনধিক চৌদ্দ বৎসর কিন্তু অন্যূন পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয়, হইবেন এবং উভয় ক্ষেত্রে উক্ত দন্ডের অতিরিক্ত অর্থদন্ডে ও দন্ডনীয় হইবেন।

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া বাংলাদেশের আইন মহিলাদের মানসিক চাহিদার নিরাপত্তা বিধানেও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। একটি পরিবারে বিবাহ-বিচ্ছেদ আকস্মিকভাবে ঘটলে ও তা পরিবারের সদস্যদের মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। এ সময় সন্তান সন্ততি মার কাছে থাকবে না বাবার কাছে থাকবে এ নিয়ে একটি বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। মা তার স্বামীর উপর অসন্তুষ্ট থাকলে ও তার গর্ভজাত সন্তানদের প্রাণ অপেক্ষা অধিক ভালবাসে। কারনে অকারনে স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ হয়ে গেলে স্ত্রী তার সন্তানদের নিজের কাছে রাখতে পারলে বিচ্ছেদ জনিত দুঃসহ অবস্থার মানসিক শান্তি অনুভব করে। বাংলাদেশের আইনে তাই দেখা যায় ১৮৯০ সালের গার্ডিয়ানস এন্ড ওয়ার্ডস অ্যাকট এ বৈবাহিক সম্পর্ক চালু থাকাবস্থায় এবং বিবাহ বিচ্ছেদের পরেও সন্তানের তত্ত্বাবধানের সর্বোত্তম অধিকারীনি হলেন মা। কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে বয়োঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এবং ছেলে সন্তানের ক্ষেত্রে ৭ বৎসর বয়স পর্যন্ত মা তত্ত্বধান করার অধিকারী। এক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তালাক হলেও মা এই অধিকার ভোগ করবে।

সুতরাং এ থেকে বোঝা যায়, নারীর মানসিক শান্তির নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রেখেছে বাংলাদেশের আইন এ। এভাবে নারীর ব্যক্তিগত জীবনের নিরাপত্তা বিধানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেছে বাংলাদেশের আইন।

(৩) মান ইজ্জতের নিরাপত্তা ঃ বাংলাদেশ সরকারী আইন মহিলাদের মান ইজ্জতের নিরাপত্তার বা নিরাপত্তা বিধানের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করেছে। ১৯৯৭ সালে প্রণীত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার সকল ক্ষেত্রে, যেমন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে মহিলা ও পুরুষের সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ করা হবে। এ লক্ষ্যে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত ও সিডও সনদ বা মহিলাদের প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য

Dhaka University Institutional Repository

বিলোপ সনদের বাস্তবতার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়। এবং নারীর মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান সকল আইন সংশোধন ও প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রনয়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এমনকি এক্ষেত্রে স্থানীয় বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোন ধর্মের বা কোন অনুশাসনের ভুল ব্যাখ্যা যাতে নারী স্বার্থ বিঘ্নিত করতে না পারে সে ব্যাপারে ও জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্যমাত্রা বা পদক্ষেপ স্থিরীকৃত হয়। নারীর মান ইজ্জতের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৭ সালে গৃহীত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে যে কর্মসূচী হাতে নেয় তা হল নিম্নরূপ-

ক. পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে এবং কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি শারিরীক, মানসিক ও যৌন নীপিড়ন, যৌতুক ও নারীর পতি সহিংসতা দূর করা।

খ. নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সম্পর্কীত প্রচলিত আইন যুযোপযোগী করার লক্ষ্যে সংশোধন এবং নতুন আইন প্রনয়ন করা।

গ. নির্যাতিত নারীকে আইনগত সহায়তা দেয়া।

ঘ. নারী পাচার বন্ধ ও ক্ষতিগ্রস্তদের পূনর্বাসন করা।

ঙ. নারী নির্যাতনের দুরীকরন এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগের জন্য বিচার ব্যবস্থায় এবং পুলিশ বাহিনীর সর্বস্তরে বর্ধিত হারে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

চ. বিচার বিভাগ ও পুলিশ বিভাগকে নারীর অধিকার সংশ্লিষ্ট আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া ও জেন্ডার সংবেদনশীল করা।

Dhaka University Institutional Repository

ছ. নারী ও মেয়ে শিশু নির্যাতন ও পাচার সম্পর্কীয় অপরাধের বিচার ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পন্ন করার লক্ষ্যে বিচার পদ্ধতি সহজতর করা।

জ. সশস্ত্র সংঘর্ষ ও জাতিগত যুদ্ধে নারীর অধিকতর নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার বিরুদ্ধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

ঝ. আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার মিশরে নারী প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত করা। নারীরা মর্যাদা তথা মান ইজ্জত বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ সরকার আরও যে সব পদক্ষেপ নেয় তা নিম্নরূপ ঃ

ক. সন্তানের পরিচিতির ব্যবস্থা করা পিতা ও মাতা উভয়ের পরিচয়ে বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, বাংলাদেশে সন্তানের পরিচিতির সকল ক্ষেত্রে পিতার নামের পাশাপাশি বাধ্যতামূলক ভাবে মাতার নাম ও উল্লেখ করতে হবে। এ সিদ্ধান্ত গত ২৭/৮/২০০০ইং সরকারী প্রজ্ঞাপন এ জারী হয়েছে।[৩৪] এ নির্দেশনামা জারীর পর থেকে জন্মনিবন্ধীকরণ, সকল সনদপত্র, ভোটার তালিকা, ফরম, চাকুরীর আবেদনপত্র, পাসপোর্ট ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তির নাম প্রদানের সময় পিতার নামের পাশাপাশি মাতার নাম ও উল্লেখ করতে হবে। সে সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে নারী মর্যাদা বৃদ্ধিতে সরকার কর্তৃক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহনের ইঙ্গিত বহন করে। সিডও সনদের ধারা ১৬ এর (ছ) তে ও আমরা এর উল্লেখ দেখতে পাই যেমন ধারা ১৬ এর (ছ) তে বলা হয়েছে পারিবারিক নাম, পেশা অথবা বৃত্তি পছন্দের অধিকার বহন সহ স্বামী অথবা স্ত্রী হিসাবে সমান অধিকার পাবে।

Dhaka University Institutional Repository

খ. যৌতুক বন্ধের পদক্ষেপ-বিবাহের সময় বরপক্ষকে কনের পিতামাতা বা অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক বিবাহের পনরূপে বিবাহ মজলিশে অথবা বিবাহের পূর্বে বা পরে কিছু প্রদান করলে বা প্রদান করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলে উক্ত বিবাহ পনকে যৌতুক বলে।

প্রত্যেক পিতামাতাই তার সন্তানদের অত্যন্ত আদার যত্নে প্রতিপালন করেন। পুত্র সন্তানের ক্ষেত্রে দেখা যায় বয়ঃপ্রাপ্তির পর ও পুত্র সন্তান বিয়ে করে স্ত্রী সহ পিতামাতার সাথে অবস্থান করে। কিন্তু কন্যা সন্তানের বেলায় এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। একটি কন্যা সন্তানকে অনেক আদর যত্নে বড় করার পর নির্দিষ্ট বয়সে বিয়ে দিয়ে আদর স্নেহ ত্যাগ করে অন্য পরিবারের হাতে তুলে দিতে হয়। এ জন্য ইসলামী শরিয়ত বিবাহের সময় কনেকে স্বামী কর্তৃক দেনমোহর দানের নীতিকে অবশ্য পালনীয়রূপে ধার্য করে। অবশ্য এর পেছনে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারন রয়েছে। যেমন-মুসলিম বিবাহে বিয়ের মাধ্যমে সর্ব প্রথম কোন পুরুষ কোন নারীকে স্পর্শ করে ইত্যাদি। অথচ বর্তমানকালে দেখা যায় অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়সহ ইসলামী সংস্কৃতিতেও দেনমোহর এর পরিবর্তে যৌতুক নামক নারী নির্যাতন ফাঁদ। যৌতুকের এ ফাঁদে পড়ে বহু মুসলিম বাঙালী মহিলাকে দেখা যায় নির্যাতনের শিকার হতে শ্বশুর বাড়ী কর্তৃক এবং এর ফলশ্রুতিতে আত্মহুতি দিতে। তাই মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশকে দেখা যায় মুসলিম পারিবারিক আইন প্রনয়ন ও কার্যকরী অনুসরন করে যৌতুকের ব্যাপারে কঠোর আইন অনুসরন করতে। মুলতঃ নারীর প্রতি নেতিবাচক, দৃষ্টিভঙ্গী, সমাজে সচেতনতার অভাব, মুল্যবোধের অবক্ষয়, দারিদ্র, বেকারত্ব, শিক্ষার অভাব প্রভৃতি যৌতুক নামক এ সামাজিক প্রথাটি সৃষ্টির জন্য দায়ী। তাই বাংলাদেশের সরকারী আইন এ বলা হয়েছে যদি কোন নারীর স্বামী অথবা পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা স্বামীর পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি যৌতুকের জন্য উক্ত

Dhaka University Institutional Repository

নারীর মৃত্যু ঘটান বা আহত করার চেষ্টা করেন, তাহলে উক্ত স্বামী, স্বামীর পিতা, মাতা অভিভাবক, আত্মীয় বা ব্যক্তি-

ক. মৃত্যু ঘটানোর জন্য মৃত্যুদন্ডে বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টার জন্য যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং উভয় ক্ষেত্রে উক্ত দন্ডের অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।

খ. আহত করার জন্য যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে বা আহত করার চেষ্টা করার জন্য অনধিক চৌদ্দ বৎসর কিন্তু অন্যন পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয়, হইবেন এবং উভয় ক্ষেত্রে উক্ত দন্ডের অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।

গ. বিবাহ রেজিষ্ট্রেশন ফি প্রদানের ব্যবস্থা-বিবাহের মাধ্যমে সাধারনতঃ নারীর সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। কোন বিবাহ সংগঠনের দলিলরূপে ব্যবহৃত হয় কাবিন নামা। এতে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রদত্ত দেনমোহরের কথা উল্লেখ থাকে। এ কাবিননামা রেজিষ্ট্রি করলে বিবাহ সংগঠনের প্রমানক দলিল পত্র করা সম্পন্ন হয়। অথচ বহু গরীব পরিবার টাকা অভাবে এ কাবিননামা বা বিবাহ রেজিষ্ট্রি করতে পারে না। বাংলাদেশ সরকার ঐ ধরনের পরিবারকে বিবাহ রেজিষ্ট্রেশনের খরচ দিয়ে নারীর সামাজিক মর্যাদাকে সমুন্নত রাখার ব্যবস্থা করেছে।

ঘ. নারী নির্যাতন বিরোধী আইন প্রনয়ন বাংলাদেশ সরকার নারী নির্যাতন দমনের কার্যকরী পদক্ষেপরূপে প্রনয়ন করেছে, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০। সাথে সাথে নারীর সামাজিক অধিকার রক্ষার যুগান্তকারী পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। আইনটি ১৪ই ফেব্রুয়ারী ২০০০ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

মূলতঃ নারীর প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী, তার প্রতি অন্যায় অত্যাচার আমাদের সমাজে সকল সময়ই বিরাজমান। তবে সাম্প্রতিককালে এ নির্যাতনের মাত্রায় যোগ হয়েছে নারী পাচার, ধর্ষন, এসিড নিক্ষেপ, যৌন হয়রানী, অপহরন হত্যা ইত্যাদি। তাই বাংলাদেশ সরকার এ সম্পর্কিত কঠোর আইন প্রনয়ন করেছে এবং এই আইন সমূহের সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এখন যা প্রয়োজন তা হল এ আইনের যথাযথ প্রয়োগের। এ আইনকে আমরা ৮ ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা-

ক. দহনকারী, ইত্যাদি পদার্থ দ্বারা সংঘটিত অপরাধের শাস্তি।

খ. নারী পাচার, ইত্যাদির শাস্তি।

গ. নারী ও শিশু অপহরনের শাস্তি।

ঘ. মুক্তিপন আদায়ের শাস্তি।

ঙ. ধর্ষন, ধর্ষনজনিত কারনে মৃত্যু, ইত্যাদির শাস্তি।

চ. যৌন পীড়ন, ইত্যাদির দন্ড।

ছ. ধর্ষনের ফলশ্রুতিতে জন্মলাভকারী শিশু সংক্রান্ত বিধান।

জ. সংবাদ মাধ্যমে নির্যাতিত নারী ও শিশুর পরিচয় প্রকাশের ব্যাপারে বাধা নিষেদ এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচিত হলঃ-

ক. দহনকারী ইত্যাদি পদার্থ দ্বারা সংঘটিত অপরাধের শাস্তি এখানে অপরাধ বলতে এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধকে ধার্য করা হয়েছে-

১. যদি কোন ব্যক্তি দহনকারী, ক্ষয়কারী অথবা বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা কোন শিশু বা নারীর মৃত্যু ঘটান বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অনুধর্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন। আর উক্ত দহনকারী, ক্ষয়কারী ও বিষাক্ত পদার্থ

Dhaka University Institutional Repository

দ্বারা যদি কোন শিশু বা নারীর দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবনশক্তি নষ্ট হয় বা শরীরের কোন অংগ, গ্রন্থি বা অংশ বিকৃত বা নষ্ট হয় বা তাহার শরীরের অন্যকোন স্থান আহত হয়, তাহা হইলে শিশুর বা নারীর-

(ক) দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবনশক্তি নষ্ট বা মুখমন্ডল স্তন বা যৌনাংগ বিকৃত বা নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। এবং ইহার অতিরিক্ত অনুধর্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে ও দন্ডনীয় হইবেন। আর শরীরের অন্য কোন অংগ , গ্রন্থি বা অংশ বিকৃত বা নষ্ট হলে বা শরীরের কোন স্থানে আঘাত পেলে উক্ত ক্ষেত্রে অনধিক চৌদ্দ বৎসর কিন্তু অন্যুন সাত বৎসরে সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে ও দন্ডনীয় হইবেন। এমনকি কোন ব্যক্তি যদি এসব পদার্থ নিক্ষেপ করেন বা নিক্ষেপের চেষ্টা করেন এবং এর দ্বারা সংশ্লিষ্ট শিশুর বা নারীর যদি শারিরীক মানসিক বা অন্য কোন প্রকার ক্ষতি নাও হয় তবু উক্ত ব্যক্তিকে অনধিক সাত বৎসর কিন্তু অন্যূন তিন বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হতে হবে। এবং ইহার অতিরিক্ত তাকে অনূর্ধব পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ড ও দিতে হবে।

এ অর্থদন্ডের অর্থ প্রচলিত আইনের বিধান অনুযায়ী দন্ডিত ব্যক্তির নিকট হইতে বা তাহার বিদ্যমান সম্পদ বা তাহার মৃত্যুর ক্ষেত্রে মৃত্যুর সময় রাখিয়া যাওয়া সম্পদ হইতে আদায় করা হইবে। এই ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে যদি না পাওয়া যায় তাহার যদি মৃত্যু ঘটে তবে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির উত্তরাধিকারীকে উক্ত অর্থ প্রদান করা হবে। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন বাংলাদেশ এর ধারা ৪.এ উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া সম্প্রতি সরকার এ এসিড সংক্রান্ত মামলা ৩ মাসের মধ্যে নিস্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

খ. নারী পাচার, ইত্যাদির শাস্তি-বাংলাদেশ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ধারা ৫ এ, এর উল্লেখ রয়েছে। এতে বলা হয়েছে, যদি কোন ব্যক্তি পতিতাবৃত্তি বা বেআইনী বা নীতি বিগর্হিত কোন কাজে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে কোন নারীকে বিদেশ হইতে আনয়ন করেন বা বিদেশে পাচার বা প্রেরণ করেন অথবা ক্রয় বা বিক্রয় করেন বা কোন নারীকে ভাড়ায় বা অন্য কোনভাবে নির্যাতনের উদ্দেশ্যে হস্তান্তর করেন বা অনুরূপ কোন উদ্দেশ্যে কোন নারীকে তাহার দখলে, জিম্মায় বা হেফাজতে রাখেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যু দন্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে বা অনধিক বিশ বৎসর কিন্তু অন্যূন দশ বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন। এ ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি কোন নারীকে কোন পতিতার বা কোন পতিতালয়ের রক্ষনাবেক্ষনকারী বা ব্যবস্থাপকের নিকট বিক্রয়, ভাড়া বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করে, তাহা হইলে ভিন্নরূপে প্রমানিত না হইলে, তিনি উক্ত নারীকে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে বিক্রয় বা হস্তান্তর করেছেন বরে গন্য হবেন এবং উপরোল্লিখিত শাস্তি তাকে ভোগ করতে হবে। কোন পতিতালয়ের রক্ষনা বেক্ষনকারী বা পতিতালয়েল ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কোন ব্যক্তি কোন নারীকে ক্রয় বা ভাড়া করেন বা অন্য কোনভাবে তাকে দখলে নেন বা জিম্মায় রাখেন তা হলে ভিন্নরূপে প্রমানিত না হলে তিনি উক্ত নারীকে পতিতা হিসাবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে ক্রয়, ভাড়া বা জিম্মায় রেখেচেন বলে গন্য হবে এবং তাকে ও উপরোল্লিখিত শাস্তি ভোগ করতে হবে।

গ. নারী ও শিশু অপহরন শাস্তি ঃ এ শাস্তির কথা বাংলাদেশের নারী ও শিশু নির্যাতন দশন আইন এর ধারা ৭এ উল্লেখিত রয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন নারীকে পাচার, পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ ইত্যাদি উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে কোন নারী বা শিশুকে অপহরণ করেন, তাহলে উক্ত ব্যক্তি

Dhaka University Institutional Repository

যাবজ্জীবন কারা দন্ড বা অন্যূন চৌদ্দ বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডে ও দন্ডনীয় হইবেন।

ঘ. মুক্তিপন আদায়ের শাস্তি ঃ যদি মুক্তিপন আদায়ের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি কোন নারী বা শিশুকে আটক করেন, তাহলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডে ও দন্ডনীয় হইবেন। বাংলাদেশ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০- এর ধারাঃ ৮ এ এর উল্লেখ রয়েছে।

ঙ. ধর্ষন, ধর্ষন জনিত কারনে মৃত্যু ইত্যাদির শাস্তি ঃ যদি কোন পুরুষ কোন নারী বা শিশুকে ধর্ষন করেন, তাহা হইলে তিনি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, যদি কোন পুরুষ বিবাহ বন্ধন ব্যতীত চৌদ্দ বৎসরের অধিক বয়সের কোন নারীর সহিত তাহার সম্মতি ব্যতিরেখে বা ভীতি প্রদর্শন বা প্রতারনা মূলক ভাবে তাহার সম্মতি আদায় করে বা এর চেয়ে কম বয়সের কোন নারীর সহিত তার সম্মতি ব্যতিরেকে যৌন সঙ্গম করেন তবে তিনি উক্ত নারীকে ধর্ষন করেছেন বলে গন্য হবেন। এ ক্ষেত্রে চৌদ্দ বৎসরের কম বয়সের কোন নারীকে সম্মতি ও যদি থাকে তবু ঐ পুরুষ উক্ত অপরাধের আসামী হিসাবে গন্য হবে।

তাছাড়া উক্ত ধর্ষন এর ফলে যদি ধর্ষিতা নারী বা শিশুর মৃত্যু ঘটে তবে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অন্যূন এক লক্ষা টাকা অর্থদন্ডে ও দন্ডনীয় হইবেন। আর ও গর্হিত কাজটি যদি কোন একদল বা একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক সংঘটিত হয় তবে উক্ত দলের প্রত্যেক ব্যক্তি

Dhaka University Institutional Repository

মৃত্যুদন্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবে এবং ইহার অতিরিক্ত অন্যূন এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবে। উক্ত অপকর্মের পর কেউ যদি উক্ত নারী বা শিশুকে মৃত্যু ঘটনানোর বা আহত করার চেষ্টা করেন তা হলে ও উক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

আর কেউ যদি এ অপকর্ম সংঘটিত করার চেষ্টা করে তবে সে অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অন্যূন পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং অতিরিক্ত অর্থদন্ডে ও দন্ডনীয হইবেন। আর কোন নারী যদি পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন সময়ে উক্ত অবাঞ্ছিত অবস্থার শিকার হন, তাহা হইলে যাহাদের হেফাজতে থাকাকালীন উক্তরুপ কার্য সংঘটিত হয়েছে তারা হেফাজতের ব্যর্থতার জন্য প্রত্যেককে অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অন্যূন পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অন্যূন দশ হাজার টাকা অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন এক ধারা ৯ এ যার উল্লেখ দেখা যায়।

চ. যৌন পীড়ন, ইত্যাদি দন্ডঃ কোন পুরুষ অবৈধভাবে তাহার যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে যদি কোন নারী বা শিশুর উপর যৌন পীড়ন করেন তবে উক্ত পুরুষ অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অন্যূন তিন বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডিত হইবেন। শ্লীলতাহানি করে অথবা অশোভন অঙ্গভঙ্গি করে তার এ কাজ যৌন হয়রানিরুপে গন্য হবে। এবং তার জন্য শাস্তি হিসেবে উক্ত পুরুষ অনধিক সাত বৎসর কিন্তু অন্যূন দুই বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডে ও দন্ডনীয় হইবেন। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন এর ধারা ১০ এ যার বর্ণনা আমরা দেখতে পাই।

Dhaka University Institutional Repository

ছ. ধর্ষনের ফলে জন্মলাভকারী শিশু সংক্রান্ত বিধান ঃ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ধারা ১৩তে এ সংক্রান্ত বিধান রয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, ধর্ষনের কারনে কোন সন্তান জন্মলাভ করলে নিম্নোক্ত নিয়ম প্রযোজ্য হবে-

১. ধর্ষনকারী উক্ত সন্তানের ভরনপোষনের দায়িত্ব পালন করবে।

২. উক্ত সন্তান কার তত্ত্বাবধানে থাকবে এবং তত্ত্বাবধান কারীকে তাহার ভরনপোষন বাবদ কি পরিমান খরচ প্রদান করবে তা ট্রাইবুনাল নির্ধারন করে দিতে পারবে।

৩. উক্ত সন্তান পঙ্গু না হলে, পুত্র সন্তানের ক্ষেত্রে ২১ বৎসর এবং কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে তার বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত এবং পঙ্গু সন্তানের ক্ষেত্রে স্বীয় ভরন পোষনের যোগ্যতা অর্জন না করা পর্যন্ত ধর্ষনকারীকে উক্ত খরচ প্রদান বাধ্য করা করতে হবে।

জ. সংবাদ মাধ্যম নির্যাতিতা নারী ও শিশুর পরিচয় প্রকাশের ব্যাপারে বাঁধা নিষেধ এ আইনটি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ধারা ১৪তে উল্লেখিত রয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, উক্ত গর্হিত কাজের শিকার হয়েছেন। এরূপনারী বা শিশুর ব্যাপার সংঘটিত ঘটনা, এ সম্পর্কিত আইনগত সংবাদ বা অন্যবিধ তথ্য কোন সংবাদ পত্রে বা অন্য কোন সংবাদ মাধ্যমে এমনভাবে প্রকাশ বা পরিবেশন করা যাবে যাতে উক্ত নারী বা শিশুর পরিচয় প্রকাশ না পায়। এর ব্যতয় ঘটলে দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের প্রত্যেকে অনধিক দুই বৎসর কারাদন্ডে বা অনূর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে বা উভয়দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। এক্ষেত্রে ধর্ষিতা নারীর মেডিক্যাল পরীক্ষা যথাশ্রীঘ্র বা অতি তাড়াতাড়ি না করা হলে, ট্রাইব্যুনাল উক্ত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলার জন্য ব্যবস্থা নেয়ার জন্য নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিতে পারবে।

Dhaka University Institutional Repository

৯.৬ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সংরক্ষন ঃ

সমাজ বিবর্তনের সাথে সাথে যখন থেকে মহিলাদের প্রতি বৈষম্য শুরু হয়েছে তখন থেকেই এই অবস্থা পরিবর্তন ও নারীর অবস্থা ও অবস্থানের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী গৃহীত উদ্যোগের সাথে সাথে বাংলাদেশে ও বিভিন্ন উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। আজ বাংলাদেশে এটা স্বীকৃত সত্য হচ্ছে গণতন্ত্র দারিদ্র দূরীকরনও উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরন নারীর বৈষম্য দূরীকরনে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্যে নারীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সংরক্ষন একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সংরক্ষনের জন্য বাংলাদেশের আইনে মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী বিধান দেয়া হয়েছে। যেমন- বালাদেশ দন্ডবিধি, ১৮৬০ এ ধারা ৩৬৬ তে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি কোন নারীকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে বাধ্য করা যাইতে পারে এই রূপ উদ্দেশ্য বা তাহাকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে বাধ্য করার সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া অপহরন বা হরন করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদন্ডে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে দন্ডিত এবং তদুপরি অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবে। এতে আরও বলা হয়েছে যে ব্যক্তি কোন নারীকে জোর করে বিয়ে করতে বাধ্য করে তাহার সর্বোচ্চ দশ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড এবং সেই সাথে অর্থদন্ড ও হইতে পারে [৩৫]। অর্থাৎ কোন নারীকে যদি তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করিতে বাধ্য করে তবে বাধ্য করা ব্যক্তির দশ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড এবং এর সাথে অর্থদন্ড ও হতে পারে। শুধু তাই নয় উক্ত মহিলাকে জোর করে বিয়ে করতে বাধ্য করতে পারে এরূপ সম্ভাবনা থাকা অবস্থায় কেউ যদি তাকে অপহরন করে তবে ঐ ব্যক্তি ও অনুরূপ শাস্তি ভোগ করবে। এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিধানের মাধ্যমে নারীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সংরক্ষন করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে বাংলাদেশের আইনে। তাছাড়া, বাংলাদেশের আইনে ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন এর ৮ ধারা মোতাবেক তালাকের অর্পিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত স্ত্রী (তালাক-ই-তৌফিজ) স্বামীর ন্যায় তালাকদানে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারে এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, কোন স্বামীর অপারগতা, অবহেলা, দুর্ব্যবহার (স্ত্রীর প্রতি) স্ত্রীকে স্বামী হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার দিয়েছে। এ বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার লাভের জন্য স্ত্রীর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত এক বা একাধিক কারন থাকতে হবে-

১. চার বৎসর যাবৎ স্বামী নিরুদ্দেশ হইলে।

২. স্বামী দুই বৎসর যাবৎ স্ত্রীর ভরন পোষন দানে অবহেলা প্রদর্শন করিলে অথবা ব্যর্থ হইলে (২-ক) স্বামী ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের ব্যবস্থা লংঘন করিয়া অতিরিক্ত স্ত্রী গ্রহণ করিলে।

৩. স্বামী সাত বৎসর বা তদুর্ধ সময়ের জন্য কারাদন্ডে দন্ডিত হইলে।

৪. স্বামী কোন যুক্তিসঙ্গত কারন ব্যতীত তিন বৎসর যাবৎ তাহার দাম্পত্য দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইলে।

৫. বিবাহকালে স্বামীর পুরুষত্বহীনতা থাকিলে এবং উহা বর্তমানে ও চলিতে থাকিলে।

৬. দুই বৎসর যাবৎ স্বামী পাগল হইয়া থাকিলে অথবা কুষ্ঠ ব্যাধিতে কিংবা ভয়ানক ধরনের উপদংশ রোগে ভূগিতে থাকিলে।

৭. ষোল বৎসর বয়সপূর্ণ হইবার পূর্বে তাহাকে তাহার পিতা অথবা অন্য অভিভাবক বিবাহ করাইয়া থাকিলে এবং আঠারো বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পূর্বেই সে উক্ত বিবাহ অস্বীকার করিয়া থাকিলে, তবে, অবশ্যই ঐ সময়ে মধ্যে যদি দাম্পত্য মিলন অনুষ্ঠিত না হইয়া থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

৮. স্বামী তাহার (স্ত্রীর) সহিত নিষ্ঠুর আচরণ করিলে-এ নিষ্ঠুর আচরনের মধ্যে রয়েছে অভ্যাসগত ভাবে আঘাত করা, তা দৈহিক পীড়নের পর্যায়ে না পড়লে ও অথবা স্ত্রীর জীবন শোচনীয় করে তুলেছে এমন হলে, দূর্নীতি জীবন যাপনে বাধ্য করার চেষ্টা করা, একাধিক স্ত্রী থাকা অবস্থায় কোরআনের নির্দেশ অনুযায়ী ন্যায় পরায়নতার সাথে কোন স্ত্রীর সাথে আচরণ না করলে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি মহিলাদের সামাজিক অধিকার রক্ষায় বাংলাদেশ সরকার অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। বাংলাদেশ যেহেতু মুসলিম প্রধান দেশ, তাই এখানে নারীকে প্রদত্ত অধিকার সমূহ ইসলামী আইন ও বিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। বিশেষ করে যৌতুক নামের কোন উপসর্গই ইসলামে নেই। অথচ আমাদের সমাজ পরিবর্তরে সঙ্গে সঙ্গে এবং বিজাতীয় সংস্কৃতির সংমিশ্রনে আমাদের এ কুপ্রথাটি প্রচলিত হয়েছে। তাই বাংলাদেশ সরকার প্রনয়ন করেছেন যৌতুক বিরোধী বা যৌতুক নিরোধক কার্যকর আইন। যার মাধ্যমে সমাজ থেকে যৌতুক নির্মুলের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধের জন্য বাংলাদেশ সরকার নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল তৈরী করেছে। আবার তার কার্যাবলী পরিবীক্ষনের জন্য গঠন করেছে মহিলা বিষয়ক প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটি গত ০৭/০১/১৯৯৪ ইং তারিখে। মূলত পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মের নামে গোঁড়ামী, সামাজিক কুসংস্কার, কুপমন্ডুকতা, নারী নিপীড়ন ও বৈষম্যের পরিবেশ সৃষ্টি করে। সমাজ এবং রাষ্ট্রকে এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ দানের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসমূহ প্রনয়ন করেছে বিভিন্ন আইন এবং নীতি। কিন্তু তবু নারীরা যুগ যুগ ধরে বঞ্চনা, অবহেলা এবং নিপীড়নের শিকার। জাতিসংঘ প্রনয়ন করেছে বিভিন্ন নীতি তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১৯৭৯ সালে প্রনীত

Dhaka University Institutional Repository

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ। মূলতঃ নারী নির্যাতন, কোন শ্রেণী, গ্রুপ, অঞ্চল, বয়স ইত্যাদি সীমাবদ্ধতা নয়, নারীরা বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনার এবং নির্যাতনের শিকার। এর অন্যতম কারন সমাজের সর্বক্ষেত্রে এদের অধঃস্তন অবস্থা।

এ নারী নির্যাতন দূর করতে হলে, গভীরভাবে মূল্যবোধ, বিশ্বাস এবং মনোবৃত্তির পরিবর্তন প্রয়োজন। পরিবর্তন করতে হবে মহিলাদের অবস্থার, নারী-পুরুষের অসমশক্তি সম্পর্কের, এসব ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন সাধন না হলে নারী নির্যাতনের মুল কারন দুর করা সম্ভব হবে না। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার নারী ক্ষমতায়নের বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে এবং এর ফলশ্রুতিতে নারী নির্যাতনের উপর প্রভাব পড়া শুরু হবে। যার ফলে নারী নির্যাতনের হার কমবে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে মহিলাদের অর্থনৈতিক অধিকার

বাংলাদেশে নারী নির্যাতন এবং বঞ্চনার অন্যতম প্রধান কারন নারীর অধঃস্তন অবস্থা এবং নারী পুরুষের অসম শক্তি সম্পর্ক। নারীর অধঃস্তন অবস্থা এবং নারী পুরুষের অসম শক্তি সম্পর্কের জন্য দায়ী মূলতঃ অর্থনৈতিক ভাবে মহিলাদের পশ্চাদপদতা। তাই অর্থনৈতিক ভাবে মহিলাদের ক্ষমতায়ন সম্ভব হলেই মহিলাদের প্রতি বঞ্চনা এবং নির্যাতন বহুলাংশে লাঘব হবে, রাজনৈতিক এবং সামাজিক দিক থেকে মহিলাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং এ সবক্ষেত্রে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার পথও আরও সুগম হবে। যার মাধ্যমে মহিলা পুরুষের অসম শক্তি সম্পর্কের ব্যাপকতা হ্রাস পাবে। তাই মহিলাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মহিলাদেরকে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য ও প্রযুক্তি গত ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহনের পরিমান বৃদ্ধি করা উচিত। যা বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় মহিলাদের অংশগ্রহনের সুযোগ বৃদ্ধি করবে। এখন দেখা যাক, বাংলাদেশ সরকার বা বাংলাদেশী সরকারি ব্যবস্থাপনায় নারীদের অর্থনৈতিক অধিকার কিরুপ বাংলাদেশের দরিদ্রদের মধ্যে অধিকাংশই মহিলা। বাংলাদেশ শিক্ষা উন্নয়ন ইনষ্টিটিউট এর দারিদ্র দূরীকরন প্রকল্পের এক সমীক্ষায় ৬২টি গ্রামের উপর জরীপ চালিয়ে দেখা যায় যে, ৭৬% মহিলাকেই আয় এবং সম্পদের দিক বিবেচনা করে দারিদ্রের পর্যায়ে ফেলা যায়।

তাই বাংলাদেশ সরকার মহিলাদের দারিদ্র দূরীকরন এবং মহিলাদেরকে অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে গ্রহন করেছে বিভিন্ন পদক্ষেপ যা জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। যেমন-

Dhaka University Institutional Repository

১. দরিদ্র মহিলাদের শ্রমশক্তিতে দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে তাদের সংগঠিত করে ও প্রশিক্ষন দিয়ে নতুন এবং বিকল্পে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ সৃষ্টি করা।

২. দরিদ্র মহিলাদেরকে উৎপাদন শীল কর্মে এবং অর্থনৈতিক মূলধারায় সম্পৃক্ত করা।

৩. অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান চিকিৎসা শিক্ষাসহ নারীর চাহিদা পুরুনের লক্ষ্যে জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা।

৪. জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে মহিলাদের দারিদ্র দূরীকরনে প্রয়োনীয় ব্যবস্থা গ্রহনে সহায়তা দান ও অনুপ্রানিত করা। মহিলাদেরক অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার গ্রহন করেছে বিভিন্ন পদক্ষেপ যেমন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষন, জীবনব্যাপী শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা,তথ্য, উপার্জনের সুযোগ, উত্তরাধিকার, সম্পদ, ঋণ প্রযুক্তি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদসহ ভূমির উপর অধিকার ইত্যাদির ক্ষেত্রে মহিলাদের পূর্ণ ও সমান সুযোগ এবং নিয়ন্ত্রনের অধিকার দেয়া এবং সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রনয়ন করা।

(ক) নারী উন্নয়ন ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত কমিটি গঠন ঃ গত ১১/০২/৯৮ইং তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুসারে, চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে গৃহীত প্লাটফরম ফর অ্যাকশন এর আলোকে প্রনীত নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরীক্ষনের নারী উন্নয়ন বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়। যা ত্রৈমাসিক সভায় মিলিত হয়ে নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়নের অগ্রগতি

Dhaka University Institutional Repository

পর্যালোচনা NCWD কে এ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ এবং নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত কর্মসূচী পর্যালোচনা, সমন্বয় ও মূল্যায়ন করে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সমস্যাদি চিহ্নিত করে ভবিষ্যৎ কর্মসূচী দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য পরামর্শ প্রদান করে।

(খ) বেইজিং সম্মেলনে গৃহীত প্লাটফরম ফর অ্যাকশন এর আলোকে নারীদের দারিদ্র দূরীকরনে নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন পলিসি ও প্রকল্প গ্রহন করে।

১. ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম বা ভি,জি,ডি প্রোগ্রাম গ্রামীন দরিদ্র মহিলাদের উন্নয়নে এ প্রোগ্রাম হাতে নেয়া হয়েছে। গ্রামীন দরিদ্র মহিলাদের আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা অর্জন, ক্রেডিট স্কিমগঠন, খাদ্য নিরাপত্তা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এ প্রোগ্রাম কাজ করে থাকে। ১৮ মাসের আবর্তনে এ প্রোগ্রাম ৫ লক্ষ দরিদ্র মহিলার উন্নয়নে কাজ করে থাকে।

২. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মহিলাদের দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচী দরিদ্র মহিলাদের দারিদ্র্য দূরীকরনে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে। এসব প্রজেক্টের মধ্যে রয়েছে মাইক্রো ক্রেডিট, দক্ষতামূলক প্রশিক্ষন, বিপনন সুযোগ সুবিধা শাক, সবজি উৎপাদন, পোলট্রি ফার্ম, ক্ষুদ্র পরিসরে মৎস্য চাষ এবং এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ।

৩. স্থানীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম-স্থানীয় সরকারের গ্রামীন উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ গরীব জনগনের উন্নয়নের জন্য পশু পালন, মৎস্য চাষ, কুটির শিল্প, নার্সারী প্রভৃতি ক্ষেত্রে অর্থ-সাহায্য দিচ্ছে। উক্ত মন্ত্রণালয়েল স্থানীয় সরকার বিভাগে ৪২০০০ মহিলা কাজ করছে রাস্তা সংস্কার প্রকল্পের অধীনে। চার

Dhaka University Institutional Repository

বছরের আবর্তনে এ সব মহিলারা আর্থিক দিকে উন্নীত এবং আত্মনির্ভরশীল হবে। তাছাড়া এ বিভাগ শহরে বস্তিবাসী মহিলাদের জন্য স্বল্প সময়ের জীবিকার ব্যবস্থা করেছে রোড, ব্রীজ, কালভার্ট এর সংস্কারের কাজে সুযোগ দানের মাধ্যমে।

৪. বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম বন ও পরিবশে মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পে নিয়োগকৃত টার্গেট গ্রুপের ৬০% -৯০% ই গরীব মহিলা।

৫. মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ ঃ মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় তাদের বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য থানা পর্যায়ে ৫০% মহিলাকে নিয়োগদানে সিদ্ধান্ত হাতে নিয়েছে। পশু সম্পদ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছে অংশগ্রহন মূলক পশু সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প যা ০.৩৫ মিলিয়ন মহিলাকে উপকৃত করেছে। এর সঙ্গে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন মিলিত হয়ে ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার গ্রামীন দরিদ্রদের প্রযুক্তিগত সহায়তা সহ অন্যান্য সহযোগিতা করছে পশু শিল্প ক্ষেত্রে যাদের ৯৫% ই হচ্ছে মহিলা।

৬. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ ঃ সমাজকল্যান মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেছে "গ্রামীন মা কেন্দ্র" যা দরিদ্র বঞ্চিত মহিলাদের সংগঠিত করে তাদের প্রশিক্ষন দিয়ে (বিভিন্ন বিষয়ে) আত্মনির্ভরশীল করে তোলার ব্যবস্থা হাতে নিয়েছে।

৭. শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ ঃ শিল্প মন্ত্রণলয় গ্রামীন দরিদ্র মহিলাদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলার জন্য কাজ করে যাচ্ছে, কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) জীবিকা অর্জনের অধিকার ঃ নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা বাংলাদেশী আইনে রেখেছে যদি ও তা কাঙ্খিত মান অর্জন করতে পারেনি। এখানে নারীর অর্থনৈতিক অধিকারক্ষায় সরকার কর্তৃক গৃহিত পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচিত হলো বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৯ এর (২) এ বলা হয়েছে-কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারনে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শনর করা যাইবে না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ সংবিধানে চাকুরীতে বা কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলা পুরুষে কোন বিভেদ রাখা হয়নি। মহিলাদের ক্ষমতায়ন, মহিলাদের দক্ষতাবৃদ্ধি, মহিলাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য বিভিন্ন রকম পদক্ষেপ নিয়েছে বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। চাকুরী এবং ব্যবসায়িক সমিতির মহিলা ক্ষমতায়নে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশ চাকুরীজীবি ফেডারেশন (BEF) নারী দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে যার একটি পৃষ্ঠায় হল ব্যবসায়ে ব্যবস্থাপক পর্যায়ে নারী অংশগ্রহন বৃদ্ধি। ১৯৯৮ সালের মহিলাদের জন্য একটি অরেজিষ্ট্রিকৃত ফোরাম তৈরী হয় যার নাম "বাংলাদেশ মহিলা শ্রমিক উন্নয়নে জাতীয় কমিটি"। বর্তমানে এ ফোরাম মহিলা নেতৃত্ব এবং বিভিন্ন স্থানে মহিরা ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করছে। বাংলাদেশ টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ বোর্ড (T & T) গ্রামীন মহিলাদের মধ্যে মোবাইল টেলিফোন বিতরন করেছে। অনেক গ্রামীন মহিলা এর মাধ্যমে ব্যবসা করছে এবং আয় করছে। এভাবে প্রায় ৭০০ মহিলা উপকৃত হচ্ছে। তা ছাড়া এ বোর্ড টেলিফোন অপারেটর হিসাবে ৯০% মহিলাকে নিয়োগ দিচ্ছে। যা মহিলা শ্রমশক্তি বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করবে।

Dhaka University Institutional Repository

(বাংলাদেশ) সরকারী চাকুরী বিধিতে অফিসার পদে মহিলাদের জন্য (নন গেজেটেড পদে) ১৫% এবং গেজেটেড পদে ১০% কোটা বরাদ্দ করা হয়েছে।[৩৬] তাছাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকপদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য ৬০% কোটা নির্ধারন করা হয়েছে।

শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের সামাজিক পটভূমিকায় পরিপ্রেক্ষিতে ছোট ছোট সন্তানদের দায়িত্ব এড়িয়ে যাতে মহিলারা চাকুরী ও অন্যান্য কর্মকান্ডে এগিয়ে আসতে পারেন সে জন্য কল্যান পরিদপ্তরের নিয়ন্ত্রনাধীনে ঢাকাতে একটি দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিটি সরকারী অফিসে এ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য নীতিমালা প্রনয়ন করেছে।

গ্রামীন মহিলাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান এবং আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের জন্য বাংলাদেশ সরকার গ্রহন করেছে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন উদ্যোগ। Rural Maintenance Programme, Food Aided Rural Develpment Programme Rural Development Project 12, 9, 5 তাছাড়া মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং বিভিন্ন এন,জি,ও এসব কার্যক্রমের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাছাড়া দেশীয় এন,জি ও যেমন-ব্র্যাক, প্রশিকা, আশা প্রভৃতি এন,জি,ও বেসরকারী পর্যায়ে মহিলাদের ক্ষমতায়ন মহিলাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং মহিলাদের প্রশিক্ষনের বিভিন্ন মুখী পদক্ষেপ গ্রহন করেছে এবং উল্লেখ যোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে এক্ষেত্রে। এসব গৃহীত কার্যক্রম জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত সিডও সনদের ধারাঃ ১৪ এর ২ এর (ঘ) এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। যেখানে বলা হয়েছে, উপযোগী শিক্ষা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণসহ আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সকল

Dhaka University Institutional Repository

ধরনের প্রশিক্ষন ও শিক্ষণ এবং সেই সাথে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তাঁদের কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল সামাজিক ও সম্প্রসারণ সার্ভিসের সুবিধা লাভ করা।

সুতরাং, বলা যায় যে, বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার মহিলাদের অধিকার সম্পর্কে খুবই সচেতন এবং মহিলাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সংবিধানেরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলা পুরুষ সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে যদিও বাস্তবে তাকে পুরোপুরি কার্যকর হতে দেখা যায় না। তথাপিও বর্তমান সরকার মহিলাদেরকে জাতীয় উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত করতে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগের সৃষ্টি করেছেন। বিশেষ করে বাংলাদেশ সরকার মহিলাদের অধিকার সম্পর্কে যে সকল নীতিমালা গ্রহন করেছে তার অধিকাংশই জাতিসংঘ কর্তৃক প্রনীত সিডও সনদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের তুলনামূলক অবস্থান নীচে দেয়া হল।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৫

বাংলাদেশের বিবিধ ক্ষেত্রে মহিলাদের তুলনামূলক অবস্থান

Item	1995		1997	
1. Education	Male/ Boys	Female/ Girls	Male/Boys	Female/Girls
a. Enrolment rate	80.7	73.4	98(2000)	96(2000)
b. Dropout rate	15.3	17.6	51.0	39.0
c. Literacy rate (Adult 15+)	50.5	34.2	67(2000)	49.5(2000)
2. Health				
a. Life expectancy	58.9	58.0	60.7(1998)	60.5(1998)
b. Maternal Mortality rate		4.4		3.0(1998)
c. Infornt mortality rate (per 1000)	73	70	58(1998)	56(1998)
3. Economic participation (15+)	30.4	18.7		
4. Political participation				
4.1. In national Assembly				
a. Elected (Members)	291	9	293	7
b. Reserved (Members)				30
4.2. Local govt.				
a. Elected (chairman)		24 (1993)	4178	20
b. Elected (member)			37.672	110
c. Reserved (member)				
5. Violence Against Women				
a. Suicide				30%
b. Rape				28%
c. Physical torture				26%

(Source ; Bangladesh Bureau of statistics)

Dhaka University Institutional Repository

দশম অধ্যায়

মহিলাদের প্রতি সহিংসতা দমনে আইন এবং

শ্রমিকদের অধিকার লংঘনের অবস্থা

"সংবিধান সকলের জন্য সমান সুযোগ সমান অধিকার" এ অঙ্গিকার থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্র অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর শ্রেনীর জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদান করবে। তাই বাংলাদেশে আইন ও বিচার বিভাগ সবার জন্য এক ও সমান অধিকার নিশ্চিত করবে এ অঙ্গিকার নিয়ে প্রতিষ্ঠিত। বিশেষ করে সংবিধানে বলা হয়েছে যে আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান[৩৭]।

১০.১ মহিলাদের প্রতি সহিংসতা দমনে রাষ্ট্রীয় আইন।

মহিলাদের প্রতি সহিংসতামুলক অপরাধ সংক্রান্ত আইন ও বিধি বিধান বাংলাদেশ দন্ডবিধির আওতায় রয়েছে। তারপরেও বিভিন্ন সময়ে নারী নির্যাতন বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বিশেষ আইন প্রনীত হয়েছে। এই আইনগুলির মধ্যে সর্বশেষ আইন হচ্ছে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০। এ আইন ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০০০ সালে প্রনীত হয়। এ নুতন আইন নারী নির্যাতনের নির্দিষ্ট কয়েকটি অপরাধ বিষয়ে বিদ্যমান আইন সমূহের উপর প্রাধান্য পায়। এ আইনের বলে নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন ১৯৯৫ বিলুপ্ত করা হয়। যে সমস্ত আইন প্রনয়ন ও সংশোধন করা হয়েছে তা হল।ঃ

Dhaka University Institutional Repository

- যৌতুক বিরোধী আইন ১৯৮০ (সংশোধন ১৯৮২) এই আইনে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে যৌতুক নেয়া ও দেয়ার উপর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। এ আইনে শাস্তি এক বছর পর্যন্ত কারারুদ্ধ করা অথবা পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা কিংবা শাস্তি ও জরিমানা দুই-ই প্রয়োজ্য। এই আইনটি ত্রুটিপূর্ন হওয়ায় নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) ১৯৯৯ এই সংঙ্গাটি পরিবর্তন করা হয়ছে।

মহিলাদের প্রতি সহিংসতা নিরোধ আইন (ভয় দেখাইয়া নিবৃত করণ শাস্তি আইন ১৯৮৩) ঃ এই আইনে নারী অপহরণ যৌতুকের জন্য স্ত্রীকে নৃশংসভাবে মেরে ফেলা অপহরন করে মেরে ফেলার জন্য মৃত্যু বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডের বিধান রয়েছে।

বাল্য বিবাহ ঃ রহিতকরণ আইন (১৯৮৪ সালে সংশোধিত আইন) ঃ এই আইনে মেয়েদের বিবাহের বয়স ১৬ থেকে ১৮ এবং ছেলেদের বিয়ের বয়স ১৮ থেকে ২১ বৎসর করা হয়েছে। এবং নাবালিকা বিয়ের জন্য শাস্তির বিধান করা হয়েছে।

মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১ (১৯৮৫ সালে সংশোধিত) ঃ উত্তরাধিকার আইন ভরনপোষন সংক্রান্ত এই আইন। বহু বিবাহের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শাস্তির ব্যবস্থা এই আইনে রাখা হয়েছে।

পেনাল কোড (দ্বিতীয় সংশোধনী আইন) ঃ এই আইনে নৃশংসভাবে জখম এবং এসিড নিক্ষেপের শিকার হলে প্রানদন্ডের বিধান রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫ ঃ সন্তানের অভিভাবকত্ব এবং জিম্মা রক্ষনাবেক্ষন দেনমোহর খোরপোষ দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধারও বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কিত এ আইন। এই আইনে খুব ত্বরিত গহিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়।

নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ আইন) ১৯৯৫ ঃ

এই আইনে ধর্ষন নারী ও শিশু পাচার অপহরন যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানো বিষাক্ত অথবা দাহ্য পদার্থ দ্বারা মৃত্যু ঘটনানো ইত্যাদি ক্ষেত্রে মৃত্যুদন্ডের বিধান রয়েছে।

শিশু ও নারী নির্যাতন দমন আইন ২০০০ ঃ

মহিলাদের মানবাধিকার রক্ষা করার ভিত্তি তৈরী করে। এই আইনে অপহরন ধর্ষন, ধর্ষনের পর মেরে ফেলা, পুলিশের জিম্মায় ধর্ষনের ক্ষেত্রে মৃত্যুদন্ডের বিধান রেখেছে। এই আইনে যৌন হয়রানি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই অপরাধে অনধিক সাত বছর এবং ন্যুনতম ২ বছর সশ্রম করাদন্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডিত হবে।

এসিড অপরাধ আইন ২০০২ ঃ এই আইনে এসিড নিক্ষেপের ঘটনাকে আমল যোগ্য ও অ- আপোষ যোগ্য ও জামিনের অযোগ্য অপরাধ হিসাবে গন্য করা হয়েছে। এসিডের দ্বারা কারো মৃত্যু ঘটলে যে ব্যক্তি তা ঘটাবে তার শাস্তি মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং এর অতিরিক্ত এক লাখ টাকা অর্থ দন্ডের বিধান রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও ১৯৯০ সালে বিচারপ্রতি সাহাবুদ্দিন আহমদ রাষ্ট্রপ্রতি (১৯৯৬) এর তত্বাবধায়ক সরকার টাস্কাফোর্স গঠন করে শিক্ষা রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন স্বাস্থ্য বৈবাহিক অধিকারসহ নারীশ্রম সম্পর্কে কিছু সুপারিশ করেছিলেন এর মধ্যে অন্যতম ছিল নারী শ্রমিকের প্রতি বৈষম্য নিষ্পত্তির জন্য জরিপ চালানো ও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ, রপ্তানি শিল্পে নারী শ্রমিকের সমস্যা নিরসনের জন্য পৃথক লেবার কমিশন গঠন, নীতি, নির্ধারনের উচ্চ পর্যাযে কাগজপত্রে নিয়োগপ্রথার মাধ্যমে পাঁচ বছরের জন্য বিশেষ কোটার ২৫ ভাগে উন্নীত করা, শ্রম নীতিমালা সম্পর্কে নারী শ্রমিকের সচেতনতা বৃদ্ধি ,কৃষির যাবতীয় ক্ষেত্রে নারীর অধিকার নিশ্চিত করার জন্য একটি সুষম নারী কৃষিনীতি প্রনয়ন, কৃষি সম্প্রসারণে অধিক নারী নিয়োগ, কৃষি ধর্ষনের দশভাগ নারী কৃষির জন্য নির্ধারন করা, নারীদের মধ্যে খাষ, জমি বন্টন কর্মজীবি মহিলাদের জন্য জেলা পর্যায়ে হোষ্টেল ও শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন, মহিলা স্বাস্থ্য কর্মী ২৫ ভাগ বৃদ্ধি করা, পুলিশ ও প্রতিরক্ষায় ব্যাপকহারে মহিলাদের নিয়োগদান ইত্যাদি।

যদিও মহিলাদের প্রতি সহিংসতা দমনের জন্য আইনগুলি প্রনীত হয়েছে এবং বিচারপ্রতি সাহাবুদ্দিন আহম্মেদ (রাষ্ট্রপ্রতি ১৯৯৬) কর্তৃক কিছু সুপারিশমালা প্রনীত হলেও নানা সীমাবদ্ধতার কারণে এই আইনগুলোর এবং সুপারিশগুলোর প্রয়োগ সহিংসতার উপর এখনও প্রভাব ফেলে নাই। কারণ সহিংসতা বেড়েছে বই কমে নাই। প্রনীতআইনের ভাষায় ও ব্যাখ্যায় সমীবদ্ধতা এবং আইনের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্টব্যক্তিবর্গের যথাযথ ভূমিকা পালনে ব্যর্থতার কারণে মহিলারা এখনও ক্রমাগত সহিংসতার শিকার হচ্ছেন।

Dhaka University Institutional Repository

বাল্য বিবাহ সংক্রান্ত আইনে বাল্যবিবাহ কে আইনগতভাবে অবৈধ ঘোষনা করা হয়নি । যৌতুক আইনে কোনটা যৌতুক কোনটা উপহার স্পষ্ট নয়। ভরণপোষন কিংবা অভিভাবকত্ব আইনে ও নারীর প্রতি অমানবিক আচরণের সুযোগ রয়েছে। মহিলাদের অভিভাবকত্বকে নির্ধারিত বয়স পর্যন্ত স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। আইনগতভাবে সম্পত্তির উত্তরাধিকারে মহিলাদের সমান অধিকার নাই। পারিবারিক আইনের বিষয়গুলোর বিভিন্ন ধর্মীয় বিধানের অনুসরণে রয়েছে বিধায় মহিলাদের ক্ষেত্রে বৈষম্য বিরাজমান । বাংলাদেশ সংবিধান ২৭ অনুচ্ছেদ "সকল নাগরিক আইনের চোখে সমান ও আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী" এই ঘোষনার সাথে প্রচলিত পারিবারিক আইন সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। নারী নির্যাতন নিবর্তমুলক শাস্তির ঘোষনা থাকলেও বিরুপ ফতোয়া দিয়ে নারীর উপর মধ্যযুগীয় আচরণ এখনও বাংলাদেশে বিদ্যামান।

নারী নির্যাতন দমন আইনে দায়েরকৃত অভিযোগের সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু বিচার হচ্ছে ধীরগতিতে। এছাড়া শাস্তির চেয়ে অব্যাহতির সংখ্যাই বেশী।[৫] এই আইনগুলিতে ফাঁস ফোঁকর রয়েছে যা পুরুষদেরকে তাদের কর্তৃত্ব রক্ষার সুযোগ করে দেয় এবং শাস্তি থেকে রক্ষা করে। অধিকন্ত কোন আইন জেন্ডার অসমতাকে চ্যালেঞ্জ করা এবং পরিবর্তন করার জন্য প্রনীত হয়নি। এখন ও যে পর্যন্ত না, সমাজের প্রথা বা নীতির পরিবর্তনের জন্য পদক্ষেপ না নেয়া হবে সে পর্যন্ত আইন ফলপ্রসুভাবে বাস্তবায়ন হবে না। এ সমস্ত আইন দয়া বা মঙ্গলকামনায় অঙ্গ হয়েই থাকবে কখন ও বাস্তবে রূপায়িত হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৬

নারী নির্যাতন মামলার অবস্থা[৩৮]

সাল	মোট মামলা	মামলার অবস্থা				
		খালাস	অব্যাহতি	শাস্তি	অন্য আদালতে প্রেরণ	বিচারাধীন
১৯৯৫	১৮	৯	১	১	৪	৩
১৯৯৬	৮১০	৩৯৮	৯২	৫৬	২৯	২৩৫
১৯৯৭	২২৮০	৫৯২	৫৮১	৬৫	৩৭	১০০৫
১৯৯৮	২১৬০	৩৩৮	৬১৪	১৬	৩৪	১১৫৮
১৯৯৯	২৭৫৩	১৮৫	৫৬১	৪	২৫	১৯৭৮
২০০০	২৯৫৩	৪৮	২৫০	১	৭	২৬৪৭
সর্বমোট	১০৯৭৪	২৫৭০	২০৯৯	১৪৩	১৩৬	৭০২৬

সূত্র ঃ নারী পক্ষের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর পর্যালোচনা রিপোর্ট থেকে।

Dhaka University Institutional Repository

১০.১.১ আইনের ত্রুটি বিচ্যুতি

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ২০০০ আইন এর ত্রুটি বিচ্যুতি গুলি এখানে তুলে ধরা হলঃ

- আইন জারীর পূর্বে যে সকল আইন বলবৎ ছিল সে সব আইনে কি ধরনের অপর্যাপ্ততার কারণে নতুন আইনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল তা পর্যাপ্ত আলোচনা হয়নি।

আইনে উল্লেখিত অপরাধের মধ্যে যৌন নিপীড়ন ধর্ষনের ফলে জন্ম লাভকারী শিশু সংবাদ মাধ্যমে নির্যাতিতা নারী ও শিশুর পরিচয় প্রকাশ ছাড়া বাকী সব অপরাধ যেমন ধর্ষন নারী পাচার শিশু পাচার অপহরন দহন যৌতুক অঙ্গহানি সংক্রান্ত বিষয়গুলি ১৯৯৫ সালের নারী ও শিশু নির্যাতনের (বিশেষ বিধান) আইনে বলবৎ ছিল। অপরাধের সংঙ্গা ও প্রকারের ক্ষেত্রে দন্ডবিধি অনেক বেশী ব্যাপক যেমন ধর্ষনের পর হত্যা গনমাধ্যমে প্রকাশিত গৃহপরিচারিকা হত্যার সাথে প্রায়ই যৌননিপীড়ন বিষয়টি জড়িত থাকে। এরুপ হত্যার সাথে প্রাথমিক অবস্থা থেকে ধর্ষন যুক্ত আছে প্রমান না থাকলে এ হত্যা বিশেষ আইনের আওতায় বিচার হবে না। ধর্ষন সংঘটিত হলেও ধর্ষন যাতে প্রমান না হয় সে চেষ্টা আসামী পক্ষ করার চেষ্টা করবে। ফলে এরুপ অপরাধের বিচার বিশেষ আইনের আওতায় আসবে না।

- আইনের ৪ থেকে ১১ ধারায় উল্লিখিত ৮টি অপরাধ ছাড়াও নানাভাবে নারী নির্যাতন ঘটতে পারে। অথার্ৎ একজন নারী খুন হলে এ খুনের সাথে উল্লিখিত ৮টি অপরাধের যে কোন একটি সংযুক্ত না হলে এ ধরনের খুন বা হত্যাকে এ বিশেষ

Dhaka University Institutional Repository

আইনে অপরাধ হিসাবে আওতাভুক্ত করা যাবে না। যেমন জোর পূর্বক গর্ভপাত করানো এবং এর ফলে মৃত্যু এ ক্ষেত্রে ২০০০ সালের আইন অকার্যকর । এ অপরাধটি নারীর প্রতি মারাত্মক ধরনের সহিংসতা হলেও অপরাধ হিসাবে ২০০০ সালে আইনের আওতাভুক্ত করা হয়নি।

- ধর্ষন যৌন সম্পর্ক স্থাপন এবং বিয়ের ক্ষেত্রে নারীর বয়স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ে বাংলাদেশ দন্ডবিধি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এবং বাল্য বিবাহ নিরোধ আইনের মধ্যে কোন মিল নাই।

- ১৮৬০ সালের দন্ডবিধির ধারা ৩৭৫ অনুযায়ী ধর্ষনের সংজ্ঞায়ই ২০০০ সালের আইনে বলবৎ রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে ধর্ষনের সংঙ্গা সংশোধন দাবী করা হয়েছে। আইনে ধর্ষনের যে সংঙ্গা ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তাতে বিস্তারিত কিছুই উল্লেখ করা হয়নি।

- নির্যাতনের শিকার হয়ে নির্যাতিতা মহিলা যদি আত্মহত্যা করে সেক্ষেত্রে উক্ত আত্মহত্যায় যারা প্ররোচিত করে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে দিক নির্দেশনা এ আইনে দেয়া হয়নি।

- সংবাদ মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার নারী পরিচয় প্রকাশে সংবাদ পত্রের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেবার বিধানটির বাস্তব প্রয়োগ নাই। এই বিধানটি পরিস্কার নয়। এই আইনটি বলবৎ হওয়ার পরও প্রতিদিন নারী নির্যাতন এর সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। অপরাধ হিসাবে এ আইনে পুলিশ এ পর্যন্ত কোন মামলা নিয়েছে বলে জানা নেই।

Dhaka University Institutional Repository

- সন্তানের বৈধতার প্রশ্ন এ আইনে অমীমাংসিত ধর্ষনের কারণে যে শিশুর জন্ম হয় তার ভরন পোষন এর দায়িত্ব ধর্ষনকারীর উপর বর্তালেও বিয়ের বাইরে জন্মের কারণে শিশুটির অবৈধ পরিচয় বা অবস্থানের কোন পরিবর্তন হয়নি অর্থাৎ বৈধ বা অবৈধ এ প্রশ্ন শিশুটির হয়রানি আজীবন বহাল থাকবে।

- এ আইনে অপরাধের শাস্তি হিসাবে অর্থদন্ডের ও বিধান রয়েছে। জরিমানা প্রদানে অপরাগ হলে কি পদক্ষেপ নেয়া হবে তার উল্লেখ নেই।

- এ আইনে মামলার তদন্তের সময়সীমা প্রথমে ৪ মাস ও অতিরিক্ত ৩০ দিন নির্ধারিত হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে তদন্তের দায়িত্ব যেভাবে বন্টন করা হয়েছে তা কতটুকু ফলপ্রসু হবে তা সন্দেহজনক। এ সময়ে তদন্ত সম্পাদনে ব্যর্থ হলে অবশিষ্ট মাত্র ৩০ দিনে একজন নতুন কর্মকর্তা তদন্তের কাজে কোন প্রক্রিয়া বা দক্ষতা বলে সম্পাদন করবেন বিষয়টির পরিস্কার ভাবে কিছু বলা হয়নি। আমাদের দেশে একজন তদন্তকারীকে তদন্তের দায়িত্ব ছাড়াও অন্যান্য দায়িত্ব পালন করতে হয়। এরূপ অবস্থায় একটি মামলার তদন্ত এ প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। এছাড়াও সাক্ষ্য প্রমান সংগ্রহণের ক্ষেত্রেও নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা ও দুর্নীতির কারণে অনেক সময় সঠিক তদন্ত করা দুরুহ হয়ে দাঁড়ায়।

- বর্তমানে অপরাধ তদন্তের জন্য যে সকল ব্যবস্থাদি প্রচলিত আছে তার উপর জনগনের ভরসা কম। যেমন পুলিশের বিভিন্ন বিভাগ বা আদালত কর্তৃক নিয়োজিত ব্যক্তির সততা ও যোগ্যতা উপর জনগনের আস্থা কম। অভিযোগ প্রমানের জন্য উল্লিখিত ত্রুটি সহ সকল ধরনের ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা না নিলে সকল প্রয়াশই বৃথা যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ কে ত্রুটি মুক্ত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

বাংলাদেশে মহিলাদের প্রতি শালীনতা সংক্রান্ত যে আইনগুলো রয়েছে তার সবগুলোতেই কম বেশী সীমাবদ্ধতা রয়েছে।[৪৯]

(সুত্র ঃ পত্রিকার রিপোর্ট কর্মজীবি নারী ও যৌন হয়রানি দীনা সিদ্দিকী ২০০২ বুলেটিন আইন ও শালিস কেন্দ্র ও নারীপক্ষের নারী ও শিশু নির্যাতনর দমন আইনের ২০০০ এর পর্যালোচনা থেকে সংকলিত)।

১০.১.২ আইন প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা ঃ

সবই আইনেরে সমান সুযোগ পাবে এই অঙ্গীকার নিয়ে দেশে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন প্রতিষ্ঠিত। এই আইনগুলো নিরপেক্ষতার অঙ্গিকার করলেও এর বৈষম্য অস্বীকার করা যায় না। অন্যদিকে এ আইনগুলোর প্রয়োগের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। নারী নির্যাতন আইন থেকে সুফল পাওয়ার যে সুযোগ আছে সে সুযোগ ও প্রয়োগের সীমাবদ্ধতার কারণে নারী সমাজ ভোগ করতে পারছে না। এখানেও আছে অর্থের বিনিময়ে সুবিধা লাভের সুযোগ । ফলে একটা কথা প্রায়ই শুনা যায় যে "নারী রায় কিনতে পারে না"। নারীকে ন্যায় বিচার পেতে হলে বাধার সম্মূখীন হতে হয়। কারণ নারী/মহিলা শুধু সামাজিক নয় আর্থিক দিক থেকেও দুর্বল শ্রেনী।

Dhaka University Institutional Repository

মহিলা নির্যাতনের সঠিক বিচারের ক্ষেত্রে অপরাধ প্রমান হওয়া একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। অপরাধ প্রমানের জন্য প্রধান ভূমিকায় থাকে বিভিন্ন তথ্য এজাহার ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৭ ধারায় পুলিশ কর্তৃক গৃহীত বক্তব্য, ১৬৪ ধারায় ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক গৃহীত বক্তব্য, চিকিৎসকের সনদ পত্র, অভিযোগ পত্র ইত্যাদি। মামলায় বিচার কার্যে এ সমস্ত প্রমানাদির মধ্যে অসামঞ্জস্য দেখা দিলে অপরাধ প্রমান করা অসম্ভব হয়ে যায়।

অতএব, অপরাধ দমনে অপরাধ প্রমান হওয়া একান্ত দরকার এবং অপরাধ প্রমান হয় শুধু মাত্র আইনের বিধান সঠিক ও যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে।

বাংলাদেশে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হছে। পুলিশ নির্যাতনের অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ চেষ্টা করে নির্যাতনকারীকে খুঁজে বের করে থানায় সোপর্দ করতে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রেফতার করতে তাদের সমস্যা হয়। মামলার তথ্য তারা সংগ্রহ ও প্রদান করে জনসাধারণের পক্ষে হয়ে মামলা পরিচালনা করে। মামলার রায় পাবার পর কার্যকর করতে পুলিশই দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু তবুও পুলিশ জনসাধারণের কাছে ভয়ের বস্তু। কারণ নারী নির্যাতনের অভিযোগ অভিযুক্ত আসামী পক্ষ যদি প্রভাবশালী হয় তবে পুলিশ নিস্ক্রীয় থাকে অথবা সহজে অভিযোগ নিতে চায় না। উপরন্ত সহিংসতার শিকার মহিলাকে নানাভাবে হেনস্তা করে। ফলে পুলিশের ভয়ে জনসাধারণ সহজে থানায় অভিযোগ করে না।

অত্যাচারের শিকার মহিলাকে নালিশের প্রথম ধাপে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। নির্যাতন কিভাবে হয়েছে? নির্যাতনেকারীর সাথে ঐ মেয়েটির সম্পর্ক কি? ঘটনার জন্য মেয়েটি নিজে কতটুকু দায়ী বা মেয়েটিই নিজের সাজগোজ বা চলাফেলার দ্বারা

Dhaka University Institutional Repository

অপরাধটি ঘটাতে অপরাধীদের প্ররোচিত করেছে কিনা ইত্যাদি। এছাড়াও আছে বাস্তব ক্ষেত্রে ধর্ষনের শিকার ব্যক্তি দেহ ব্যবসায়ী ত্রুটি প্রমান করার চেষ্টা তার উপর সাক্ষ্য, আইন ও অনুযায়ী এ মামলার অভিযোগকারীর চরিত্র বিশ্লেষনের অধিকার প্রতিপক্ষেকে দেয়া আছে। আইন নথিপত্রে বা পুস্তকে নিরপেক্ষ থাকলেও বাস্তবে মহিলারা সর্বক্ষেত্রে আইনের সহায়তা পায় না শুধু পুলিশই নয় অন্যদিকে ধর্ষনের শিকার মহিলাকে দেহ প্রমান করার চেষ্টাও অপরাধীরা করে থাকে। এ ব্যবস্থার পরিবর্তন হওয়া জুরুরী। পুলিশসহ নিরাপত্তা বাহিনীর সকল সদস্যদের মহিলাদের প্রতি সহানুভুতিশীল হতে উদ্বুদ্ধ করা সহ নারী অধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষন দেয়া প্রয়োজন।

নিরাপদ হেফাজত বিচার ব্যবস্থার অন্তভূক্ত একটি বিষয়। ধর্ষন পাচার অপহরণ সহ সকল ক্ষেত্রেই যেখানে মহিলাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় সেখানেই তাকে নিরাপদ স্থানে রাখার ব্যবস্থা নেয় হয়। এ নিরাপদ স্থানে রাখার দায়িত্ব রাষ্ট্রের উল্লেখিত ভিকটিম বা বিপদ গ্রস্থ মহিলাকেইও কয়েদী ও হাজতী মহিলাদের সাথে রাখা হয়। এরুপ ব্যবস্থা ভিকটিমকে কয়েদীর জীবনই শধু দেয় না বরং বহুক্ষেত্রে তাকে মানসিক শারীরিক উভয় প্রকার নির্যাতনের শিকার হতে হয়। উদাহরণ স্বরুপ গার্মেন্টস এর এক মেয়ে ধর্ষনের শিকার হয়ে গর্ভবতী হলে ঘটনাটি আদালতে নালিশ হয়। তখন আদালত তাকেনিরাপদ স্থানে রাখার নির্দেশ দেয়। মেয়েটিকে দীর্ঘ ৩ বৎসর জেলে রাখ হয়। বিচার ব্যবস্থা এবং আদালতের কাছে মেয়েটির প্রশ্ন "অন্যায় করল একজন আর জেল খাটলাম আমি আর আমার সন্তান" । তাকে চেষ্টা করেও বোঝানো যায়নি যে তার এটা হাজত জীবন ছিল না। ছিল নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা বিপদগ্রস্থ মহিলাকে আরও হতাশায় ফেলে। সুতরাং বিপদগ্রস্থের জন্য প্রয়োজন পৃথক আবাস ব্যবস্থা। রাষ্ট্রীয় হেফাজত মহিলাদের জন্য কতটুকু নিরাপদ এ ব্যাপারে দুটো কেস নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

Dhaka University Institutional Repository

কেস নং- ১

১২ বছর বয়সী কাজের মেয়ে ফারিয়াকে খুনের সাথে জড়িত থাকার সন্দেহে গ্রেফতার করে। পুলিশ তাকে থানার লক আপে পাঠিয়ে দেয় ও জোর পূর্বক স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তাকে মার ধর করে। তার চুল উপরের দিকে বেধে ফাঁসির আসামির মত ঝুলিয়ে দেয়া হয়। তার আঙ্গুলের নখে সুচ ঢুকিয়ে অত্যচার করে রাতে পুলিশের গার্ড লকআপ রুমের বাতি নিভিয়ে দেয় এবং দরজা খুলে চারজন লোক ভিতরে ঢুকে তাকে দলবেধে পালাক্রমে ধর্ষন করে। পরদিন এ ব্যাপারে ফারিয়া থানার অফিসার ইনজার্জ (ওসি) কে অভিযোগ করে। ওসি ঐ চারজনের কোন শাস্তির ব্যবস্থা তো করে নাই। উপরন্ত ফারিয়ার শারিরিক অসুস্থতার কোন চিকিৎসা না করে তাকে জেল খানায় পাঠিয়ে দেয় । জেলে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে তাকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসাপাতালে তার অবস্থার আরো অবনিত ঘটলে তাকে মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

কেস নং-২

নিরাপত্তা হেফাজতেসীমা চৌধুরীর মৃত্যু আমাদেরকে রাষ্ট্রীয় হেফাজতে একজন মহিলার নিরাপত্তা সম্পর্কে শঙ্কিত করে তোলে। পত্রিকার খবরে প্রকাশ ১৯৯৬ সালের আগষ্ট মাসে সীমা চৌধুরী নামে একজন গার্মেন্টস শ্রমিক রাতে চট্রগ্রামের রাউজানের একজন তরুনের সাথে ঘোরাঘুরির কয়ার সময় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে অভিযোগে বলা হয় সীমা মাদকাসক্ত ছিল এবং চারজন পুলিশ থানার ওসির কক্ষে ঐ রাতেই তাকে দলবদ্ধভাবে ধর্ষন করে। যখন সে এ ব্যাপারে ওসিকে নালিশ করে তখন ওসি ঐ চারজনকে অভিযুক্ত করে তাদেরকে সাসপেন্ড করে এবং সাত মাস পরে এ ব্যাপারে চার্জশীট দাখিল করা হয়।এ সাত মাসের মধ্যে পুলিশের অনুরোধ কোর্ট সীমা চৌধুরীকে চট্রগ্রামে জেল খানায় নিরাপত্তা হেফাজতে পাঠায়। সে

Dhaka University Institutional Repository

সেখানে আটক অবস্থায় থাকার সময় ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭ সালে অসুস্থ হয় এবং মারা যায়। মারা যাবার পর তার মৃত্যুর খবর জনসাধারন জানার পূর্বেই রাতারাতি তাকে দাহ করা হয়। ১৯৯৭ সালের জুলাইয়ে প্রমানের অভাবে ঐ চারজন পুলিশকে সম্মানজনকভাবে চাকুরী থেকে ডিসচার্জ করা হয়। এই রায় নিরাপত্তা হেফাজতে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিকে সহিংসতা করতে উৎসাহিত করে এবং বিচার বিভাগ সম্পর্কে জনমনে বিতর্কের সৃষ্টি করে। ফারিয়া ও সীমা চৌধুরীর কেসে বাংলাদেশ সংবিধান প্রদত্ত নাগরিকের মৌলিক অধিকার অনুচ্ছেদ ৩১ ও ৩৫ (৫) লংঘন করা হয়েছে। আইন ও বিচার ব্যবস্থার প্রকৃত উদ্দেশ্য তো মানুষের মৌলিক অধিকার ও সুবিচার নিশ্চিত করা, নির্যাতন করা নয়।

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকার বহুমাত্রিক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সম্ভব। আইন একটা উপায় মাত্র। এই আইনের কার্যকরিতায়ই বা কতটুকু সেখানে মামলা তদন্ত পরিচালনায় কোন প্রয়োগযোগ্য দিক নির্দেশনা নাই যা একটি নারী/মহিলাকে সুবিচার আশা করতে সাহস জোগাবে ও নারী ন্যায় বিচার পাবে। কাজেই প্রচলিত আইনের দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করে। এর বিশ্লেষন করে সুনির্দিষ্ট সংশোধনী আনা প্রয়োজন।[৫০]

[মহিলা আইনজীবি সমিতি থেকে প্রাপ্ততথ্য পত্রিকার রিপোর্ট (১৯৯৫-১৯৯৭) ও নারী পক্ষের চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের প্রস্তুতি পর্বের নারীর জন্য আইন: প্রয়োগ ও প্রতিবন্ধকতা সংক্রান্ত অবস্থান পত্র থেকে সংকলিত।]

Dhaka University Institutional Repository

১০.১. ৩ শ্রমিকের অধিকার লংঘন

কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের একটি প্রধান সমস্যা হচ্ছে শ্রম আইনের অধীনে শ্রমিকের অধিকার লংঘন। শ্রম আইন অনুসারে একজন শ্রমিকের ১ ঘন্টা দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য সময় সহ প্রতিদিন ৮ ঘন্টা কাজ করবে এবং কাজের সময় সকাল ৭টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত এবং সপ্তাহ ৪৮ ঘন্টা কাজ করার নিয়ম।[৩৯] এই আইন ভঙ্গ করে একজন মহিলা শ্রমিককে গড়ে ১২ঘন্টা কাজ করানো হয় এবং তাকে ওভার টাইম করার জন্য চাপ দেওয়া হয়। সে জন্য তাকে অফিস সময়ের পর ওভার টাইম করে অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরতে হয়। এই অধিক রাত্রে বাড়ি ফেরার জন্য রাস্তায় অনেক সময় আকস্মিক অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়।

প্রত্যেক ফ্যাক্টরীতে অগ্নিকান্ডের সময় রক্ষা পাবার জন্য বের হবার ব্যবস্থা বা উপায় থাকা উচিত (ফ্যাক্টরী আইন ১৯৬৫) এই বিধির লংঘন ঘটেছে স্পষ্ট ভাবেই। প্রতিমা পালের ১৯৯৮ সালের রির্পোটে জানা যায় যে খুব কম সংখ্যক ফ্যাক্টরীতে ফায়ার এক্সিট (অগ্নিকান্ডের সময় বের হবার রাস্তা) আছে। কোন কারখানায় কোন ঘরের মধ্যে লোক উপস্থিত থাকা পর্যন্ত উক্ত ঘর হতে বের হবার দরজা তালাবন্ধ অথবা শক্তভাবে আটকিয়ে রাখা যাবে না। এই বিধি লংঘনের জন্য কারখানায় অগ্নিকান্ডের মৃতের হার বেড়ে যাচ্ছে। ১৯৯৭ সালের ফ্যাক্টরী আইন লংঘনের জন্যই কারখারাতে অগ্নিকান্ড জনিত দূর্ঘটনা ঘটে (রুল-৪২) এই বিধি অনুযায়ী অগ্নিকান্ড জনিত দূর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিরাপত্তা মানদন্ড থাকা উচিত। অন্য ফ্যাক্টরী বিধিতে ১৯৯৭ অনুযায়ী কোন বস্তু বা যন্ত্রপাতি এমনভাবে মওজুদ কিংবা এমনভাবে রাখা যাবে না, যাতে শ্রমিকের শারীরিকভাবে আহত হওয়ার ঝুকির কারণ হয়ে থাকে। ফ্যাক্টরী আইন ১৯৬৫তে নিরাপত্তার ব্যাপারে কিছু অনুবিধি রয়েছে। যে রকমই হোক না কেন এই আইনগুলি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে স্পষ্টভাবেই লংঘিত হচ্ছে ফলে নিয়মিত ভাবেই ফ্যাক্টরীতে বিভিন্ন রকমের দূর্ঘটনা ঘটছে।

Dhaka University Institutional Repository

১০.১.৪ বাংলাদেশের সংবিধানের লংঘন ঃ

বাংলাদেশের সংবিধান সর্বক্ষেত্রে নারী পুরুষের সম-অধিকার রক্ষার অঙ্গীকার করেছে।[৪০] অধিকন্তু বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক চুক্তি যেমন মহিলাদের প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরকরা (সিডও) এবং প্লাটফর্ম যার এ্যাকশন (চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলন বেইজিং ১৯৯৫) স্বাক্ষরদাতা জাতীয় সম সুযোগ দান। পলিসি এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি লংঘনের জন্য মহিলারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সমকক্ষ হয়নি।[১৫] আবার দেখা যায় যে, কাজের বিভাজন মজুরীর হার, মহার্ঘ্য ভাতার হার, পদোন্নতির অনুমোদন ছুটির অনুমোদন চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা ইত্যাদিতে জেন্ডার ব্যবধান ব্যাপক। বেশীর ভাগ গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে মহিলারা শ্রম সাধ্য এবং দুর্ঘটনা প্রবন অপারেটর এবং সেলাই হেলপারের কাজে নিয়োজিত। অনেক ক্ষেত্রেই মাহিলা পুরুষের অসম সম্পর্কের ফলেই কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হয়রানির শিক্ষার হতে হয়।

১০.১.৫ শ্রম আইন ও তার লংঘন ঃ

বাংলাদেশে কাজের পরিবেশ কাজের শর্ত, দূর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ, নিরাপত্তা, কল্যানমুলক ব্যবস্থা, মাতৃত্বজনিত সুবিধাদি, শ্রমিক ছাটাই, লেইড অব চাকুরী থেকে বরখাস্ত, চাকুরীর অবসান ইত্যাদি সম্পর্কে বেশ কিছু বিধিবদ্ধ আইন রয়েছে।

এই আইন গুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ফ্যাক্টরী আইন ১৯৬৫, শ্রমিক নিয়োগ স্থায়ী অধ্যাদেশ আইন ১৯৬৫, মাতৃত্ব সুবিধাদি আইন ১৯৫০, শ্রমিকদের ক্ষতিপুরণ আইন ১৯২৩।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রম আইন সম্পর্কে একজন পরামর্শ দাতা জানিয়েছেন আইনগুলো অনেক পুরানো। বর্তমানের পবিরর্তনশীল ব্যবস্থার আলোকে সংস্কার করা হয়নি। তাই এই আইনগুলোতে সহিংসতার শিকার নারীর ক্ষতিপুরণ এবং নির্যাতনকারীর শাস্তির ব্যাপারে কোন উল্লেখ নেই এবং ইনফরমাল সেক্টরে মহিলাদের কাজকে শ্রম আইনে অন্তর্ভূত করা হয়নি এছাড়া কলকারখানা আইন ১৯৬৫ তে মহিলাদের ইস্যু সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু কিছু ধারা রয়েছে (পরিশিষ্ট-১) এ সকল ধারা লংঘন হলে যে শাস্তির ব্যবস্তা রয়েছে তা খুবই নগন্য। মালিকেরা বেশী অর্থ উপার্জনের লাভের জন্য দুর্ঘটনার ক্ষতিপুরণ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা এবং স্টাফদের সুযোগ সুবিধা সংক্রান্ত আইন (যথা- খাবার পানি, পায়খানা-প্রসাবখানা, পিকদানী, ধৌতকরনের সুযোগ, প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জমাদি, ক্যান্টিন, বিশ্রামের রুম, শিশুদের জন্য কামরা, ওয়েলফেয়ার অফিসার ইত্যাদি) জাজ্বল্যমান ভাবেই লংঘন করছে। এছাড়া আরো যে যে ক্ষেত্রে

শ্রম আইনের ধারাগুলো লংঘন হচ্ছে তা হলো ঃ

কাজের ঘন্টা ঃ

শ্রম আইন অনুসারে একজন শ্রমিকের ১ঘন্টা দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য সময়সহ প্রতিদিন ৮ঘন্টা কাজ করবে এবং কাজের সময় মহিলা শ্রমিকের ক্ষেত্রে সকাল ৭টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত এবং সপ্তাহে ৪৮ঘন্টা একজন মহিলা শ্রমিককে গড়ে ১২ঘন্টা কাজ করানো হয় এবং তাকে ওভার-টাইম করার জন্য চাপ দেয়া হয় যে জন্য তাকে অফিস সময়ের পর ওভায়-টাইম করে অনেক রাতে বাড়ি ফিরতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

যাতায়াত সুবিধাদি ঃ

ফরমাল সেক্টরে যারা কাজ করে তারা যাতায়াত ভাড়া, যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে, কিন্তু গার্মেন্টস শ্রমিকরা এ অধিকার থেকে বঞ্চিত। প্রতিমা পাল মজুমদারের ১৯৯৮ সালে গবেষণার রিপোর্ট করা হয়েছে যে শতকরা ৫৯ ভাগ মহিলা শ্রমিক গড়ে প্রতিদিন ৫ কিলোমিটার হেটে অফিসে আসে।[১৯]

ন্যূনতম মজুরী ঃ

বাংলাদেশ জাতীয় মজুরী কমিশন গার্মেন্টস্ শ্রমিকদের জন্য ৯৩০ টাকা ন্যূনতম মজুরী ধার্য করেছে। গবেষণায় দেখা যেগছে যে গার্মেন্টস শ্রমিকেরা নূন্যতম ধার্য্য করা মজুরী থেকে কম মজুরী পেয়ে থাকে। পল-মজুমদারের ১৯৯৮ সালের গবেষনায় জানা যায় যে, শতকরা ৩৫ ভাগ মহিলা শ্রমিকের বিপরীতে শতকরা ৬ ভাগ পুরুষ শ্রমিকের মজুরী নূণ্যতম বেতন থেকে কম।[১৬] এই আইন লংঘন করার জন্য মহিলা গার্মেন্টস শ্রমিকেরা পুরুষদের তুলনায় কম মজুরী পাচ্ছে। নির্মান শ্রমিক ও গৃহ পরিচারিকাও মজুরী কমিশনের জন্য ধার্য্য করা ন্যূনতম মজুরী পায় না, গৃহ পরিচারিকারা শ্রম আইনের আওতায় পড়ে না তাই তারা ন্যূনতম মজুরী দাবীও করতে পারে না।

ছুটির ব্যবস্থা ঃ

১৯৯৫ সালের ফ্যাক্টরী আইনে সপ্তাহে একদিন ছুটির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এবং কোন শ্রমিকই ছুটি ছাড়া একাদিক্রমে ১০ দিনের বেশী কাজ করতে পারবে না। ১৯৯৮ সালে প্রতিমা পাল মজুমদারের গবেষণা থেকে জানা যায় যে, শতকরা ৩৮ ভাগ গার্মেন্টস শ্রমিক গত মাসে ৩০ দিন অর্থাৎ সম্পূর্ণ মাস কোন ছুটি ছাড়া কাজ

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন[১৬]। এটা শ্রম আইনের লংঘন। নির্মান শ্রমিকেরা দিন মজুর বলে তাদের কোন ছুটি নেই। গৃহপরিচারিকাদের কোন সাপ্তাহিক ছুটি নেই। বছরে দুবার ছুটি নিয়ে তার বাবা-মার সাথে দেখা করে আসে। কাজেই দেখা যায় যে, মহিলা শ্রমিকরা তাদের কাজের দিনগুলোতে যে শক্তি ব্যয় করে কাজ করে তা পূরণ করার কোন সুযোগ তাদের নেই। গৃহ পরিচারিকাদের কাজ শ্রম আইনের বিধির আওতায় পড়ে না।

মাতৃত্ব জনিত সুবিধা ঃ

মাতৃত্বজনিত সুবিধা আইন ১৯৫০ একজন চাকুরীজীবী যিনি মালিক কর্তৃক নিয়োগ পেয়েছেন। তিনি তাৎক্ষনিকভাবে বাচ্চা প্রসবের অব্যবহিত এবং পূর্ববর্তী ১২ সপ্তাহ মার্তৃত্ব জনিত ছুটি পাবেন।কিন্তু সরকার সম্প্রতি নিম্ম লিখিত স্মারক অনুযায়ী মহিলা কর্মচারীদের জন্য ৪ মাসের মাতৃত্বজনিত ছুটি মঞ্জুরের আইন পাশ করেছে। তবে এই ছুটি কোন মহিলা কর্মচারীর চাকরীকালীন সময়ে ২ বারের অধিক প্রাপ্য হবেন না[৮৭]।

স্মারক নং-অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থবিভাগের প্রতিধি শাখা-২ এর প্রজ্ঞাপন এস,আর ও নং ১৮৬ অম/অবি/প্রবি-২/ছুটি-৩ ২০০১, তারিখঃ ৯ই জুলাই ২০০১/২৫ আষাড়, ১৪০৮ দ্বারা বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস, পার্ট ১এর ১৯৭নং বিধির উপনিধি-(১)।

Dhaka University Institutional Repository

অগ্নিকান্ডের বিরুদ্ধে সতর্কতা ঃ

১৯৬৫ সালের ফ্যাক্টেরী আইনে "প্রত্যেক ফ্যাক্টরীতে অগ্নিকান্ডের সময় রক্ষা পাবার জন্য বের হবার ব্যবস্থা, উপায় থাকা উচিত"। এই বিধির লংঘন ঘটেছে স্পষ্ট ভাবেই। এ গবেষণার রিসার্সটিম ফ্যাক্টরীতে ফায়ার এক্সিট (অগ্নিকান্ডের সময় বের হবার রাস্তা) আছে। এ গবেষণার রিসার্সটিম ফ্যাক্টরীতে ফায়ার এক্সিট (অগ্নিকান্ডের সময় হবার রাস্তা) আছে। কোন কারখানায়, কোন ঘরের মধ্যে লোক উপস্থিত থাকা পর্যন্ত উক্ত ঘর হতে বের হবার দরজা তালাবদ্ধ অথাব শক্ত ভাবে আটকিয়ে রাখা যাবে না। পত্রিকার রিপোর্ট অনুসারে জানা যায় কারখানা গেট সবসময়ই তালাবদ্ধ করে রাখা হয়। এই বিধি লংঘনের জন্য কারখানায় অগ্নিকান্ডে মৃত্যুর হার বেড়ে যাচ্ছে। ১৯৯৭ সালের ফ্যাক্টরী আইন লংঘনের জন্যই কারখানাতে অগ্নিকান্ডজনিত দূর্ঘটনা ঘটে ছিল। এই বিধি অনুযায়ী অগ্নিকান্ডজনিত দূর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিরাপত্তা মানদন্ড থাকা উচিত, অন্য ফ্যাক্টরী বিধিতে ১৯৯৭ অনুযায়ী কোন বস্তু বা যন্ত্রপাতি এমনভাবে মওজুদ/কিংবা এমনভাবে রাখা যাবে না যাতে শ্রমিকের শারীরিক ভাবে আহত হওয়ার ঝুঁকির কারন হয়ে থাকে। ফ্যাক্টরী আইন ১৯৬৫তে নিরাপত্তার ব্যাপারে কিছু অনুবিধি রয়েছে। যে রকমেই হোক না কেন এই আইনগুলি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে স্পষ্টভাবেই লংঘিত হচ্ছে, ফলে নিয়মিত ভাবেই ফ্যাক্টরীতে বিভিন্ন রকমের দূর্ঘটনা ঘটছে। কারখানাগুলোর কাঠামোগত ত্রুটি, +বিচ্যুতিতে ও কারখানার অগ্নিকান্ড এবং অগ্নিদগ্ধ হয়ে শ্রমিকের মৃত্যুর জন্য দায়ী।

উপরোক্ত আইনগুলো সংঘনের কারন হচ্ছে শ্রমিকের আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং তদারকি টিমের কারখানা ভিজিটের অনীহা, শ্রম আদালতে দায়ের কেসগুলো দীর্ঘদিন ঝুলে থাকা (অথবা মালিকেরা কৌশলে ঝুলিয়ে রাখা) এবং পরবর্তীতে শ্রমিকেরা যেহেতু দূর্বল শ্রেনী তাই আর ন্যায় বিচার পায় না।

Dhaka University Institutional Repository

আইন সম্পর্কে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে মালিকদের অভিমত ঃ

নারী নির্যাতন দমনআইন ঃ ইনফরমাল আলোচনার সময় লক্ষ্য করা গেছে গার্মেন্টস কারখানার মালিকরা বিদ্যামান নারী নির্যাতন দমন আইনগুলো সম্পর্কে জানে না। যৌন হয়রানি বলতে কি বুঝয়া তাও তারা জানে না। তারা শুধু জানে ধর্ষন এবং খুন জখম হলে থানাতে সোপর্দ করতে হয়। এই গবেষণায় একজন গার্মেন্টস মালিক জানিয়েছেন তার কারখানার একজন শ্রমিককে সে ধর্ষনের অপরাধে থানায় সোপর্দ করেছেন। অন্য একজন গার্মেন্টস মালিক ধর্ষনের অপরাধে একজন শ্রমিককে পিটিয়ে কারখানায় বাইরে বের করে দিয়েছেন। কারন তিনি বলেছেন আইনে নারী নির্যাতনকারীর শাস্তি হয় না বা খুবই কম হয়। শাস্তির চেয়ে অব্যাহতির সংখ্যাই অনেক বেশী।

শ্রম আইন ঃ

ইনফরমাল আলোচনার সময় লক্ষ্য করা গেছে গার্মেন্টস কারখানার মালিকদের বিদ্যমান শ্রম আইন সম্পর্কে অসন্তোষ রয়েছে, তারা উল্লেখ করেছে যে, অনেক বছর আগে তৈরী প্রথাগত শ্রম আইন পোষাক কারখানায় জন্য প্রযোজ্য নয়। প্রতিমা পালের রিপোর্টে তারা সুপারিশ করেছে যে, শ্রম আইনগুলির প্রয়োগ সম্ভাব্য বিচার বিশ্লেষন করে বিজিএমইএ বাংলাদেশের শ্রম আইনের খসড়া তৈরী করতে পারে এবং পাশ করানোর প্রচেষ্টা নিতে পারে [৫২]।

Dhaka University Institutional Repository

মালিকদের ভূমিকা ঃ

প্রাইভেট সেক্টরে বিশেষ করে গার্মেন্টস্ কারখানায় ঃ মহিলা গার্মেন্টস্ শ্রমিকেরা জানিয়েছে যেহেতু হয়রানির ব্যাপারে অভিযোগ করলে বিচার হয় না উল্টো তাদেরকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয় অথবা চাকুরী থেকে অন্যত্র বদলী করা হয় তাই তারা নালিশ করে না, ধর্ষন ও ধর্ষনের চেষ্টা সংক্রান্ত ব্যাপারে নালিশ না করে তারা ঐ কারখানা ত্যাগ করে অন্য কারখানায় চাকুরী নেয়। খুব কম ক্ষেত্রে তারা এনজিওদের শরনাপন্ন হয়ে আইনী সহায়তা নেয়। ইনফরমাল আলোচনায় দেখা গেছে একজন মহিলা শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নও থানায় ধর্ষনকারী মালিকের বিরুদ্ধে নালিশ করেও বিচার পায়নি।

সেলস্ গার্লরা মালিককে মাস্তান বা অন্যলোক এবং ক্ষেত্র বিশেষে ক্রেতার ছদ্মবেশে খারাপ লোক কৃর্তক হয়রানির ঘটনার অভিযোগ করলে মালিক সমিতির মাধ্যমে পদক্ষেপ নেয়।

সরকারী সার্ভিসে ঃ

যে সব মহিলারা সরকারী চাকুরীতে নিয়োজিত আছেন। তাদেরকে তাদের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে কোন অভিযোগের আবেদন করলে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ সরকারী কর্মচারী শৃংখলা ও আপীল বিধি ১৯৮৫ অনুযায়ী পদক্ষেপ নিয়ে থাকেন।[৫১]

একনজরে মহিলা/নারী উদ্যোগ ঃ

বাংলাদেশের সংবিধানে পুরুষের সঙ্গে মহিলাদের অধিকারকে সমান স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির ৯, ১০ ও ১৯(১) এবং অনুচ্ছেদ ২৭, ২৮(১), (২), (৩), (৪) ও ২৯, ৩০, ৪০ এ মহিলাদের অধিকারের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

- এছাড়াও নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ পাস
- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রনয়ন (১৯৯৭)
- যৌতুক নিষিদ্ধকরন আইন ১৯৮০ (সংশোধনী ১৯৮৬)
- যৌতুক প্রদান ও গ্রহণের অপরাধে শাস্তির বিধান, বাল্য বিবাহনিরোধ (সংশোধিত অধ্যাদেশ (১৯৮৪)
- মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১ (১৯৯৫এ সংশোধিত)
- পারিবারিক আদালত অদ্যাদেশ ১৯৮৫(১৯৮৯-এ সংশোধিত)
- মুসলিম বিবাহও বিবাহ বিচ্ছেদ (নিবন্ধীকরন) অধ্যাদেশ ১৯৭৪ এবং বিধিমালা ১৯৭৫।
- সিডও সনদ অনুমোদন (সংরক্ষনসহ)
- জাতিসংঘ নারী নির্যাতন সংক্রান্ত সিডও অপসোনাল প্রটোকল অনুমোদন
- নারী ও শিশু নির্যাতন কারীদের দ্রুত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য দেশের জেলায় জেলায় বিশেষ আদালত গঠনের প্রক্রিয়া চালু
- সামারি ট্রায়াল গঠন
- জেলায় জেলায় লিগ্যাল এইড কমিটি গঠন
- নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সংক্রান্ত নারী ও শিশু মন্ত্রণালয় কেন্দ্রীয় সেল গঠন এসিড নিয়ন্ত্রন আইন ২০০২ প্রনয়ন [৮৮]।

[সূত্র ঃ জীবনদে শ্যামল ৪জুন ২০০৩, যুগান্তর)

Dhaka University Institutional Repository

একাদশ অধ্যায়

১১.১ গবেষনার ফলাফল বিশ্লেষন এবং উপসংহার।

বহুযুগ আগে থেকেই মহিলারা তাদের শ্রম গৃহস্থলী কর্মে আর সন্তান লালন পালনে দিয়ে এসেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, শ্রম বাজারে মহিলাদের শ্রমকে খুব কমই আর্থিক মানদন্ডে স্বীকৃতি দেয়া হয়। তা সত্ত্বেও ইদানিংকালে মহিলারা শ্রম বাজারে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করছে।

১৯৯৫-৯৬ সালের শ্রম শক্তির জরিপ মতে দেশে মোট শ্রম শক্তি ৫৬ মিলিয়ন এবং এর মধ্যে ২১.৩ মিলিয়ন হল মহিলা। শ্রম শ্রেনী বিন্যাসে ৪০.১ % পারিবারিক শ্রমে, ১৭.৯ % দিন মজুর, ১২.৪ % নিয়মিত নিয়োগকৃত কর্মে এবং ২৯.৬ % স্ব-কর্মে নিয়োজিত আছে। সরকার ও এন,জি,ও-র ঋনদান কর্মসূচি আর বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহন বাড়াতে সাহায্য করছে[৫৪]।

বাংলাদেশে কর্মজীবী মহিলাদের সংখ্যা প্রায় ২১ মিলিয়ন।যা দেশের মোট শ্রমজীবী জন সংখ্যার শতকরা ৩৮.১ ভাগ[২]।

উল্লেখ্য কর্মজীবী মহিলাদের মধ্যে শতকরা ৬.৮ ভাগ গ্রামে এবং শতকরা ১৩.৩ ভাগ শহর এলাকায় স্ব-কর্মে নিয়জিত শ্রমিক এবং শতকরা ০.১ ভাগ গ্রামে ও শতকরা ০.২ ভাগ শহর এলাকায় নিয়োগকর্তা/ মনিব। বেতন ছাড়া পরিবারের সাহায্যকারী হিসেবে শতকরা ৮২.৭ ভাগ গ্রামিন এলাকায় এবং ৪১.২ ভাগ মহিলা শহর এলাকায় নিয়োজিত রয়েছেন[৫৫]।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষনার ফলে দেখা যায় যে, বি, সি, এস সাধারণ ক্যাডারের ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত।কোটা পূরণের হার মোট কোটার শতকরা ৮০ ভাগের উপরে। অন্য দিকে পেশা ভিত্তিক টেকনিক্যাল ক্যাডারে মৎস্য, স্বাস্থ্য, (ডি, এম) রেলওয়ে (প্রকৌশলী) ক্ষেত্রে কোটা পূরণের হার মোট কোটার শতকরা ৩০ ভাগের কম।৭

পুলিশ সেক্টরে মোট কোটা পুরনের হার ৩০ থেকে ৩৯ শতাংশের মধ্যে। ব্যাংকিং খাতে বিশেষ করে বাংলাদেশ ব্যাংকে কোটা পুরনের হার শতকরা ১০০ ভাগ। অতএব দেখা যাচ্ছে ক্যাডার ও নন ক্যাডার সার্ভিসের ক্ষেত্রে কোটা নীতি দুই দশক ধরে প্রযোজ্য হলেও একমাত্র ব্যাংকিং খাত ছাড়া অন্য কোন খাত এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ কোটা পূরণ করতে সক্ষম হয়নি। বর্তমান অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যদিও মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত কোটা পুরন করা সম্ভ হয়নি। কিন্তু সরকারি চাকুরিতে মহিলাদের নিয়োগের শতকরা হার বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে সরকারি চাকুরিতে মহিলাদের অংশ গ্রহণের হার শতকরা ১০.২ ভাগ এবং ক্লাস II পর্যায়ের চাকুরী চাকুরীতে মহিলাদের অংশগ্রহন সবচেয়ে বেশী এবং ক্লাস IV-এ সবচেয়ে কম।(সারনী-৭)। ক্লাস I পর্যায়ে এ হার শতকরা ৬.০ ভাগ মাত্র।[৭]

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৭

Participation of men and women in civil service, 1996

Service Catagories	Ministry/Division			Dept./Directorate			Autonomous			Grand Total		
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
Class I	1843	227 (10.97)	2070	33940	3852 (10.2)	37792	40981	2523 5.8	43504	76764	6602 (8.0)	83366
Class II	56	12 17.65	68	13270	1100 (7.6)	14370	21670	1935 8.2	23611	35002	3047 (8.0)	38049
Class III	3674	425 10.4	4099	41055 6	65514 (13.8)	476070	110414	6187 5.31	116601	524644	72126 (12.1)	596770
Class IV	2228	228 9.3	2456	11107 9	10285 8.5	121364	85410	2778 (3.15)	88188	198717	1329 (6.3)	212008
Total	7801	892 (10.3)	8693	56884 5	80751 12.4	649596	258481	13423 (4.9)	271904	835127	95066 10.2	930133

Source : GOB, 1996 statistics & Research Cell Ministry of Establishment.

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা কার্যটি করার জন্য বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত মহিলাদের সাক্ষাৎকার গ্রহন করেছি। উক্ত সাক্ষাৎকারে আমার একটি প্রশ্ন ছিল-

কর্মক্ষেত্রে পূর্নাঙ্গ স্বাধীনতা পাচ্ছেন কিনা? এরকম একটি প্রশ্নের উত্তরে ৮০জন মহিলা জানিয়েছেন স্বাধীনতা পাচ্ছেন এবং ২০জন জানিয়েছেন পাচ্ছেন না। বিশেষ করে সরকারী চাকুরীজীবীরা স্বাধীনতা পাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন। কিন্তু বেসরকারী বা প্রাইভেট সেক্টরের মহিলারা কর্মক্ষেত্রে পূর্নাঙ্গ স্বাধীনতা পাচ্ছেন না বলে জানিয়েছেন।

কর্মক্ষেত্রে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়? এ রকম একটি প্রশ্নের জবাবে উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তাগণ বলেছেন তেমন কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না। কিন্তু নিম্নপদস্থ সরকারী মহিলা কর্মচারী এবং বেসরকারী বা প্রাইভেট সেক্টরের মহিলারা জানালেন তারা যেমন সহিংসতা ও হয়রানির শিকার হয় তেমনি মৌলিক অধিকার লংঘনেরও শিকার হচ্ছে। এই অধিকার লংঘনের মধ্যে সরকার নির্ধারিত বেতনের চেয়ে কম বেতন দেয়া, সাপ্তাহিক, নৈমিত্তিক ও মেডিকেল ছুটি না দেয়া কখনও কখনও দুতিন মাসের বেতন না দিয়ে ছাটাই করে, জোর পূর্বক ওভারটাইম করানো, প্রাপ্য অনুযায়ী বেতন না দেয়া, মাতৃত্ব ছুটি থেকে বঞ্চিত করা, ফ্যাক্টরী/ চলাকালীন সময়ে তালাবদ্ধ করে রাখা, নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা না নেয়ায় অগ্নিকান্ড, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করানো ইত্যাদি, আবার কখনও কখনও মিল, ফ্যাক্টরী, কারখানার মহিলা শ্রমিকদের মারধর করে, ধর্ষন করে, হত্যা করে, দৈহিক অত্যাচার করে থাকে। বিশেষ করে মহিলাদের এসব নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কর্মক্ষেত্রে যাওয়া আসার পথে এবং যাতায়াতে মহিলাদের কোন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয় কিনা?

Dhaka University Institutional Repository

এরকম একটা প্রশ্নের জবাব ৬৭জন বলেছেন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন পথে সন্ত্রাসী, মাস্তানদের হয়রানির শিকার হতে হয় অনেক সময়। আবার যাতায়াতে মহিলাদের আলাদা কোন বাসের ব্যবস্থা না থাকায় তাতেও নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অবশ্য ৩৩জন মহিলা জানিয়েছেন তাদের তেমন কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না।

কর্মজীবী মহিলাদের জাতীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহন করা উচিত কিনা?

এ রকম একটি প্রশ্নের উত্তরে ৬৭জন বলেছেন মহিলাদের জাতীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করা উচিত এবং ৩৩জন জানিয়েছেন কর্মজীবী মহিলাদের জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা উচিত নয়।

জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসন পুনর্বহাল করা উচিত/না সরাসরি জনগনের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসা উচিত?

এ রকম একটি প্রশ্নের জবাবে ৯৩জন বলেছেন পুনর্বহাল করা উচিত এবং ৭ জন বলেছেন সরাসরি জনগনের ভোটে মহিলাদের নির্বাচিত হয়ে আসা উচিত?

পুরুষের পাশাপাশি মহিলারাও কি জাতীয় উন্নয়নে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারেন?

এ রকম একটি প্রশ্নের জবাবে ১০০ জনই হ্যাঁ সূচক জবাব দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের সমস্যাসমূহ দূর করার জন্য রাষ্ট্রীয়, সামাজিক এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে কি কি ব্যবস্থা নেয়া উচিত?

এ রকম প্রশ্নের জবাবে বেশীর ভাগই কর্মজীবী মহিলারা নিম্নোক্ত মতামত ব্যক্ত করলেন-সমস্যা সম্পর্কে সার্বিকভাবে সচেতনতা বাড়াতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে সমস্যা হলে ব্যক্তিভাবে তার সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। পারিবারিক ভাবে হলে পারিবারিক ভাবে এবং যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে হয় তবে আইনের সাহায্য নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে আইনের প্রতি রাষ্ট্রের পূর্ণ শ্রদ্ধা ও আস্থা থাকতে হবে এবং তার প্রয়োগের যথাযথ ব্যবস্থা রাষ্ট্রকেই করতে হবে। সর্বোপরি সামাজিক অবস্থা অবক্ষয় দূর করার জন্য সমাজের সচেতন নাগরিকদের সংগঠিত হতে হবে এবং সর্বক্ষেত্রেই তার কার্যকারিতা ব্যক্তিস্বার্থের উদ্ধে থেকে করতে হবে এবং সত্যিকারের সুশীল সমাজ গঠনে সকলকে আন্তরিক হতে হবে।

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের অনুকূলে পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সকলের ফলপ্রসু, অংশগ্রহণ অপরিহার্য (পরিবার, সমাজ, মালিক, সম্প্রদায়)

রাজনৈতিক সামাজিক, নাগরিক ও শিক্ষার ক্ষেত্রে মহিলাদের মর্যাদা উন্নয়নের জন্য মহিলাদের অধিকার সংরক্ষনে এবং সর্বোপরি মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য জাতিসংঘ বহুমুখী এবং তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ করে মহিলাদের উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালকে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ এবং ১৯৮০ এর দশককে জাতিসংঘ নারী দশক হিসেবে ঘোষণা করে। তাছাড়া মহিলাদের অধিকার রক্ষা এবং এ ব্যাপারে সোচ্চার দাবী তোলার জন্য ১৯৭৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ মেক্সিকো সিটিতে ১৯৮০ সালে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন এবং ১৯৮৫ সালে কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবীতে এবং ১৯৯৫ সালে চীনের রাজধানী বেইজিং-এ বিশ্ব নারী সম্মেলনের আয়োজন করে [১৭]। এ থেকে মহিলাদের অধিকার সম্পর্কে জাতিসংঘের ব্যাপক সোচ্চার হওয়া এবং এ অধিকার প্রয়োগে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নেয়ার প্রমান বহন করে।

বাংলাদেশ সরকার কর্মক্ষেত্রে এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহন করেছেন।[৫৬] সরকারের এসব পদক্ষেপের কারনে মহিলাদের নিয়োগ বৃদ্ধি করার জন্য গত কয়েক বৎসর যাবত বেশ কিছু সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মহিলাদের নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা গ্রহন করে অধিক সংখ্যক মহিলাদেরকে নিয়োগ দিচ্ছে।[৫৭] গ্রামীন ব্যাংক ও অন্যান্য এনজিও কর্তৃক ক্ষুদ্র ঋণ সরবরাহের ফলে মহিলাদের স্ব-নিয়োজিত কর্ম বেড়েছে কয়েকগুন। তাছাড়া রফতানীমুখী উন্নয়নের নীতি গ্রহনের ফলে বাংলাদেশে পোষাক শিল্পের প্রসার ঘটেছে ব্যাপকভাবে। পোষাক শিল্প মহিলাদের মধ্যে শিল্পক্ষেত্রে নিয়োগের একটি স্বর্ণসুযোগ এনে দিয়েছে। কিন্তু এত কিছুর পরেও মহিলাদের অংশগ্রহনের হার পুরুষের চেয়ে অনেক পেছনে পড়ে আছে।

সরকারে উচ্চতর প্রশাসনিক পর্যায়ে মহিলাদের উপস্থিতি প্রান্তিক পর্যায়ে এবং পলিসি প্রনয়ন কমিটিতে মহিলাদের উপস্থিতি একেবারেই নেই। সরকার বর্তমানে এ সকল জায়গায় মহিলাদেরকে আনয়নের ব্যবস্থা করছেন।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে কাজের পরিবেশ, কাজের শর্ত, দূর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ, নিরাপত্তা, কল্যাণমূলক ব্যবস্থা, মাতৃত্বজনিত সুবিধাদি, শ্রমিক ছাটাই, চাকুরী থেকে বরখাস্ত, চাকুরীরর অবসান ইত্যাদি সম্পর্কে বেশ কিছু বিধিবদ্ধ আইন রয়েছে। এই আইনগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল কলকারখানা আইন ১৯৬৫, শ্রমিক নিয়োগ স্থায়ী অধ্যাদেশ আইন ১৯৯৫, মাতৃত্ব সুবিধাদি আইন ১৯৫০, শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন ১৯২৩, এই আইনগুলো অনেক পুরানো এবং এই আইনে মহিলাদেরকে নির্যাতন থেকে রক্ষা কিংবা নির্যাযিতা মহিলার কোন ক্ষতিপূরনের ব্যবস্থা নেই।

তাছাড়াও মহিলা শ্রমিকদের তথা মহিলা কর্মীদের আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা, প্রতিবাদ করার মত সাহস নেই, আত্মসচেতনতার অভাব এবং মালিকের অধিক মুনাফা লাভের জন্য শ্রম আইনগুলি লংঘিত হচ্ছে। যে যে ক্ষেত্রে শ্রম আইনগুলি লংঘিত হয় তা হচ্ছেঃ কাজের সময়ের ব্যাপ্তি নুন্যতম মজুরী, ছুটির ব্যবস্থা, মাতৃত্বজনিত সুবিধাদি , নিরাপত্তা রক্ষার বিধিমালা, কল্যাণমূলক ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা, যাতায়াত সুবিধাদি ইত্যাদি।

মহিলাদেরকে বিভিন্ন রকম সহিংসতা থেকে রক্ষার জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক কিছু আইন প্রণীত হয়েছে। এই আইনগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে-যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইন ১৯৮০, পারিবারিক কোর্ট আইন ১৯৮৫, মহিলাদের প্রতি নিষ্ঠুরতা (ভয় দেখাইয়া নিবৃত্তকরন আইন) সংক্রান্ত আইন ১৯৮৩, বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরন আইন ১৯৮৪, সহিংসহা প্রতিরোধক আইন ১৯৯২ এবং শিশু ও নারী নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এবং এসিড অপরাধ দমন আইন ২০০২। যদিও এসব আইনের কিছু কিছু মহিলাদের প্রতিবৈষম্যমূলক।[৫৮] তাছাড়া ৬টি ডিভিশরে হেড কোয়ার্টারেরও মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তরের অধীনে নারী সহায়তা কেন্দ্র খুলেছে যারা মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যাগুলো দেখবেন।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার মহিলাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অধিকার সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন, সংবিধানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে যদিও বাস্তবে তাকে পুরোপুরি কার্যকর হতে দেখা যায় না। তথাপিও মহিলাদেরকে কর্মক্ষেত্রে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যাতে নিগৃহীত এবং বঞ্চনার শিকার হতে না হয় সে জন্য সরকার বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় আইনের সুব্যবস্থা করেছেন।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, শ্রম বাজারে মহিলাদেরকে উপযুক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে যদি কাজ দিয়ে ক্ষমতায়ন করা হয় তবেই সামাজিক নিরাপত্তাজনিত সমস্যা মোকাবেলা করা যাবে এবং রাষ্ট্র কর্তৃক কর্মজীবী মহিলাদের জন্য প্রণীত আইনগুলোর যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হলে কর্মক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষের পাশাপাশি সকলক্ষেত্রে সমানভাবে এবং নিরাপদে তথা নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারলে তবেই দেশ তথা জাতির উন্নয়নের পথ সুপ্রশস্ত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৮

কর্মক্ষেত্রে কর্মজীবী মহিলাদের নিজস্ব মতামতের প্রেক্ষিত

প্রশ্নের বিবরণ	হ্যাঁ	শতকরা হার	না	শতকরা হার
কর্মক্ষেত্রে পূর্নাঙ্গ স্বাধীনতা পাচ্ছেন কি?	৮০	৮০%	২০	২০%
কর্মক্ষেত্রে আসা যাওয়ার পথে কোন প্রতিবন্ধকতা/ বাঁধার সম্মুখীন হন কি?	৬৬	৬৬%	৩৪	৩৪%
কর্মজীবী মহিলাদের জাতীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করা উচিত কি?	৬৬	৬৬%	৩৪	৩৪%
জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন পূর্নবহাল করা উচিত/না সরাসরি জনগনের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসা উচিত?	৯৩	৯৩%	০৭	০৭%
চাকুরীর ক্ষেত্রে মহিলা কোটা কি আরও বৃদ্ধি করা উচিত?	৮০	৮০%	২০	২০%
পুরুষের পাশাপাশি মহিলারাও কি জাতীয় উন্নয়নে নিজেকে সম্পৃক্তি করতে পারে।	১০০	১০০%	০	০%

তথ্য সূত্র ঃ সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বাদশ অধ্যায়

সুপারিশসমূহ ঃ

১। এ গবেষণা কর্মটি কেবল ঢাকা শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে কিন্তু আরো বিভিন্ন এলাকায় অধিক সংখ্যক মহিলা নমুনা হিসাবে গ্রহন করে আরো ব্যাপক আকারে এই গবেষণা করা যেতে পারে।

২। ছেলেমেয়ে দেখাশুনার জন্য অনেক মহিলাই অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হতে পারে না। কর্মক্ষেত্রে দিবাযত্ন কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা দরকার যাতে মায়েরা তাদের শিশুদের সেখানে রেখে কাজ করতে পারে।

৩। কর্মক্ষেত্রে আন্তরিকতাপূর্ণ সামাজিক পরিবেশ তৈরী করতে হলে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা/কর্তৃপক্ষের কাজের রুম/কাজের সাইট প্রায়ই ভিজিট করা উচিত এবং মহিলা কর্মীদের সাথে খোলাখুলি কথা বলা দরকার এবং এভাবেই মহিলা কর্মীদের মাঝে আন্তরিক সম্পর্ক তৈরী হবে। যার ফলে কর্মপরিবেশ সুন্দর হবে।

৪। মালিক শ্রেণী মহিলা এনজিও কর্মী, সক্রিয় মহিলা রাজনীতিবিদ এবং সমাজকর্মীরা কর্মক্ষেত্র/কর্মসাইটে কি ধরনের কার্যক্রম গ্রহন করলে সামাজিকভাবে নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় তা চিহ্নিত করার জন্য কর্মশালার আয়োজন করতে পারেন।

৫। পাবলিক সেক্টরে পুরুষ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বা পুরুষ সহকর্মী কর্তৃক উত্যক্ত বা কোন হয়রানির শিকার হওয়ার অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তদন্ত করে তাৎক্ষনিক পদক্ষেপ গ্রহনপূর্বক নতুন করে সৌহার্দ্যপূর্ণ কাজের পরিবেশ তৈরী করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

৬। কর্মজীবী মহিলাদের কিছু কিছু পেশার প্রতি সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী দূরীকরণ, কর্মজীবী মহিলাদের প্রতি সহিংসতা ও যৌন হয়রানিকে সামাজিক সমস্যা হিসাবে দেখা, কর্মজীবী মহিলাদের প্রতি পুরুষের সম্মাজনক সমমর্যাদাপূর্ণ আচরন করা। এ বিষয়গুলোর উপর সচেতনামূলক প্রোগ্রাম যথাঃ গ্রাম ও শহর পর্যায়ে স্থানীয় সরকার ইউনিট গুলোতে সভা, সমাবেশ, পথ নাটক, জারী গন, ভিত্তিও প্রদর্শনী করা প্রয়োজন।

৭। কোন মহিলা শ্রমিক সহিংসতার শিকার হলে দলবদ্ধভাবে প্রতিবাদ এবং সহিংসতা প্রতিরোধে র‍্যালি, সমাবেশ করতে পারে।

৮। পুলিশ ও বিচারকসহ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার জনবলকে লিঙ্গভিত্তিক বিষয়ে, সচেতন করার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান প্রয়োজন।

৯। সরকারি, প্রাইভেট, ইনফরমাল সেক্টরের মহিলাদের মধ্যে বিভিন্ন রকম হয়রানি এবং অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। প্রত্যেকেরই নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে সব রকম হয়রানি দমন সংক্রান্ত আচরনবিধি তৈরী করা ও বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ নেয়া দরকার।

১০। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান/কারখানায় যেখানে মহিলা কাজ করে সেখানে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল গঠন করে সেলের মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহন, তদন্ত করা, তদন্তের ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহন করার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধান বা ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক মালিকের উপর চাপ সৃষ্টি করা বা বাধ্য করা। সেলটি ওয়েল ফেয়ার বা প্রশাসনিক অফিসারের দায়িত্বে থাকবে ঘটনার অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তদন্ত টিম গঠন করে তদন্ত করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১১। মহিলাদের হয়রানি অভিযোগের ভিত্তিতে যদি উক্ত প্রতিষ্ঠানটি কোন পদক্ষেপ না নেয় তবে যিনি হয়রানির শিকার হয়েছেন তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠান ও হয়রানিকারীর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করতে পারবেন।

১২। অনেক সময় দেখা যায় গার্মেন্টস কর্মী কিংবা কারখানার ছোট খাট মহিলা কর্মী কাজ করে রাতে বাড়ি ফেরার পথে সহিংসতার শিকার হয়। এমনকি তারা অনেক সময় গেটের সামনে পুলিশের হাতেও নাজেহাল হয়। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সর্বাঙ্গীন উন্নয়নই মহিলাদের প্রতিসহিংসতার সমস্যার সমাধান করতে পারে। সরকার স্থানীয়ভাবে কমিউনিটি ভিত্তিক প্রোগ্রামের মাধ্যমে এ অবস্থার উন্নতি করতে পারে।

১৩। কর্মজীবী মহিলাদের প্রতি সহিংসতা সমস্যার সমাধানে পলিসি তৈরীর সময়ে যারা সহিংসতার শিকার হয়ে বেঁচে আছেন তাদের পূর্নবাসনের ইস্যু অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করা উচিত।

১৪। শিল্প এলাকার কর্মজীবীদের মধ্যে ৬৯ভাগ মহিলাই গার্মেন্টসে কাজ করছে কাজেই তাদের জন্য আলাদা পূনর্বাসন ব্যবস্থা থাকাউচিত। সরকার এবং এনজিও এ ব্যাপারে একসঙ্গে হস্তক্ষেপ করতে পারে।

১৫। মহিলাদের প্রতি সহিংসতা দূরীকরনে বর্তমান আইনের দূর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করে বিশ্লেষন ও সুনির্দিষ্ট সংশোধনী আনা ও মামলার তদন্ত পরিচালনায় প্রয়োগযোগ্য দিক নির্দেশনা আইনে থাকা দরকার।

Dhaka University Institutional Repository

১৬। আইন প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা দূরীকরণ করা প্রয়োজন এবং এসব আইনে কর্মজীবী মহিলাদের প্রতি কর্মস্থলে বিভিন্ন হয়রানি ও নির্যাতনকে সর্বাগ্রে বিবেচনায় আনা দরকার এবং তাদেরকে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১৭। ইনফরমাল সেক্টরে মহিলাদের কাজকে শ্রম আইনের আওতায় আনা অথবা এ ব্যাপারে নতুন আইন প্রনয়ন করা প্রয়োজন।

১৮। অনেক সময় দেখা যায় যে, মহিলা শ্রমিকেরা আইনী সহায়তার অভাবে তাদের উপর সহিংসতার আইনী সহায়তার অভাবে তাদের উপর সহিংসতায় প্রতিবাদ করতে পারে না। এনজিও এবং আইনজীবীদের এসোসিয়েশন এ ব্যাপারে ফলপ্রসু ভূমিকা নিতে পারে।

১৯। মহিলা শ্রমিকদেরকে শ্রম বাজারে টিকিয়ে রাখা ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য নূন্যতম বেতন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। অন্যান্য ভাতাদেশের শ্রম আইন অনুযায়ী প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

২০। শ্রম আইন এবং ফ্যাক্টরীর বিধানসমূহ বাস্তবায়ন না হওয়ার জন্য শ্রমিকেরা অমানবিক কর্ম অবস্থা এবং নুন্যতম বেতনের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কাজেই একটি বিশেষ পদ্ধতি নিতে হবে যাতে তারা শ্রম ঘন্টা, সাপ্তাহিক ছুটি, মেডিকেল ছুটি, মাতৃত্বজনিত ছুটি, দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ, ডাক্তারের ফি ও সময় নির্ধারন, ফাস্ট এইড বক্স সরবরাহ, দুপুরে খাবারের সুবিধাদি, নিরাপদ বিশুদ্ধ পানি, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি এবং অন্যান্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করতে পারে। সরকারের শ্রম আইন বাস্তবায়ন নিরীক্ষন টিমের ক্ষমতা এবং গৃহীত দায়িত্ব বাড়াতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

২১। কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি ও সহিংসতার ঘটনার প্রচার বাড়াতে হবে। নারী সংগঠনগুলো কে সকল প্রকার নারী নির্যাতনের ধরন ও ঘটনা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার, নির্যাতনকারী সম্পর্কে প্রচার বাড়াতে হবে এবং নির্যাতনের শিকার নারী সম্পর্কে ব্যক্তিগত তথ্য দেয়া বন্ধ করতে হবে। নারী সংগঠনগুলোকে এ ব্যাপারে দায়িত্ব নিতে হবে।

২২। মহিলাদের সংগঠিত করে সামাজিক অবিচারের প্রতিবাদ করাও প্রয়োজন।

২৩। মহিলাদের অধিকার রক্ষায় তথা কর্মক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি সমান অধিকার নিশ্চিত করার যে কথা সংবিধানে তথা বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে প্রয়োগ করার কথা বলা হয়েছে তা কাগজে কলমে না রেখে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে তবেই সকল সমস্যার সমাধান হবে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী ও তথ্যপঞ্জী

১। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০০১।

২। দৈনিক যুগান্তর ঃ ৭ মে,২০০৩/BBS 1996 Labour Force Survey, 1995-96

৩। দৈনিক জনকণ্ঠ ঃ নারী নির্যাতনের মাত্রা আশঙ্কাজনক (১৮ মে,২০০৩ "আব্দুল মতি")

৪। হক, মাহমুদ শামসুল ঃ বাঙালি নারী

৫। দৈনিক ইনকিলাব ঃ ৯ মার্চ,২০০২

৬। দৈনিক যুগান্তর ঃ ২১ মে, ২০০৩

৭। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ঃ নারী উন্নয়ন বার্তা, বুলেটিন, বিশেষ সংখ্যা, আগষ্ট ২০০১ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সরকারী চাকুরীতে সংরক্ষিত নারী কোটার অবস্থা।

৮। ILO, 1995 women micro entreprenurship in Bangladesh entreprenurship and management development Branch Geneva, 1995.

৯। CIRDAP, Dhaka Bangladesh,. 1988 role of women in Rural Industries. Voll. 11, Bangladesh.

১০। Karim, Nilufar A. Rabbi F 1997, Gender Equality in Employment in the Banking Sector, study Report prepared for BIM.

১১। Shefali, M.K.R Huda, M.N 1995 Gender overview of NOVIB partners in Bangladesh.

১২। দৈনিক ইত্তেফাক, ২মার্চ ১৯৯৮।

১৩। দৈনিক প্রথম আলো ৮ ও ৯ অক্টোবর ২০০১।

১৪। বাংলাদেশ গেজেট ২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

৭১। আহমেদ, পারভীন ও নাজমুননেসা মাহতাব, 'পল্লী নারীর শিক্ষা বা স্তরভিত্তিক পরিকল্পনা প্রয়োজনীয়তা' 'রওশন জাহান অনুদিত উইমেনফর উইমেন, বাংলাদেশ, ১৯৭৮'।

৭২। মুখোপাধ্যায়, সতীন্দ্র সম্পাদক 'স্ত্রী শিক্ষা' কোলকাতা ১৩২১ বাং।

৭৩। সরকার, প্রভাত রঞ্জন-'নারীর মর্যাদা' কোলকাতা ১৯৯৪।

৭৪। বন্দোপাধ্যায়, শ্রী রাখালদাস-'বাঙ্গালার ইতিহাস', দেজ পাবলিশিং, কোলকাতা ১৪০২ বাং।

৭৫। বাগল, যোগেশচন্দ্র-'রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে বাঙ্গালী মহিলা', কোলকাতা ১৯৮৮

৭৬। মাহমুদ, শামসুন্নাহার-'রোকেয়া জীবনী' বুলবুল পাবলিশিং হাউস, কোলকাতা ১৯৩৭।

৭৭। আনিসুজ্জামান-'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য'।লেখক সংঘ প্রকাশনী,ঢাকা-১৯৬৪।

৭৮। নাসরিন, তসলিমা, 'নির্বাচিত কলাম' বিদ্যাপ্রকাশন, ঢাকা ১৯৯১।

৭৯। রায়, অজয়-'বাঙালীর ইতিহাস', মুক্তধারা, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

৬২। জামান, সাঈদ-'বাংলাদেশের নারী চরিতাভিধান', বাংলাদেশ লেখক সংসদ, ঢাকা-১৯৯৮।

৬৩। রোকেয়া রচনাবলী, সম্পাদনা-আব্দুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৭৩।

৬৪। আজাদ, হুমায়ুন 'নারী' ১৯৯৬

৬৫। আহমেদ, ওয়াকিল 'বাঙালি মুসলমানদের চিন্তাচেতনার ধারা'-বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৩।

৬৬। চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম-'বাঙালীর সংস্কৃতিতে নারী', ঢাকা-১৯৯৮।

৬৭। বেগম, সুরাইয়া আহমেদ, হাসিনা 'নারী' প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা ১৯৯৭।

৬৮। আখতার,ফরিদা-'মহিলা মুক্তিযোদ্ধা' নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, ঢাকা, ১৯৯১।

৬৯। জাহানারা, বেগম, বাংলা সাহিত্যে লেখিকাদের অবদান, মুক্তধারা, ঢাকা-১৯৮৭।

৭০। হুফা, আহমদ-'বাঙালী মুসলমানের মন', বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

৪৭। Quoted from Annual Report 2000, Bangladesh Institute of Labour Studies (BILS)

৪৮। দৈনিক ইত্তেফাক ৯ জুন, ২০০৩।

৪৯। পত্রিকার রিপোর্ট, 'কর্মজীবী নারী ও যৌন হয়রানী' পীনা সিদ্দিকী, ২০০২, বুলেটিন আইন ও শালিস কেন্দ্রও নারীপক্ষের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ২০০২ এর পর্যালোচনা থেকে সংকলিত।

৫০। মহিলা আইনজীবী সমিতি থেকে প্রাপ্ত তথ্য, পত্রিকার রিপোর্ট (১৯৯৫-১৯৯৭) ও নারী পক্ষের চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের প্রস্তুতি পর্বের নারীর জন্য আইনঃ প্রয়োগ ও প্রতিবন্ধকতা সংক্রান্ত অবস্থানপত্র থেকে সংকলিত।

৫১। সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপিল বিধিমালা, ১৯৮৫।

৫২। Paul Mozumder and Choudhuri Z, 1992 Socio-economic condition of female workers employed in the garment industries of Bangladesh. A book in Bengali, Published by Bangladesh Akata publication limtied Dhaka

৫৩। দৈনিক যুগান্তর ৪জুন ২০০৩ 'এক নজরে নারী উদ্যোগ' জীবন, দে শ্যামল।

৫৪। বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-(বিলস্স) এপ্রিল-জুন ১৯৯৯ 'শ্রমিক' (ত্রৈমাসিক জার্নাল)।

Dhaka University Institutional Repository

৫৫। "কর্মক্ষেত্রে কর্মজীবী মহিলাদের প্রতি সহিংসতা ও হয়রানির অবস্থা সংক্রান্ত রিপোর্ট" জার্নাল।
নাহার, শামসুন-উইমেন ফর উইমেন।

৫৬। নারীপক্ষ, ঢাকা, "নারীর জন্য আইন: প্রয়োগ ও প্রতিবন্ধকতা অবস্থানপত্র নারী সংগঠন সমূহের প্রথম নারী সম্মেলন" শ্রাবন ১৪০২/৬-৮ আগষ্ট ১৯৯৫, জয়দেবপুর, ঢাকা।

৫৭। জেন্ডার এবং উন্নয়ন ঃ নীতিমালা কৌশল এবং অভিজ্ঞতা বিষয়ক বিশেষ সংকলন, প্রকাশক-জেন্ডার ট্রেনার কোয়গ্রুপ স্টেপস টুর্য়াস ডেভেলপমেন্ট, মার্চ, ১৯৯৮।

৫৮। হক, মোজাম্মেল "নারীর প্রতি সহিংসতার স্বরুপ" আল-মাসুদ, হাসানুজ্জামান সম্পাদিত বাংলাদেশের নারী বর্তমান অবস্থান উন্নয়ন প্রসঙ্গ, ইনভার্সিটি প্রেস লিঃ ২০০২।

৫৯। আহমেদ, শফি-'নারী কাহিনী'

৬০। হক, আনোয়ারা সৈয়দ-'নারী বিদ্রোহী'

৬১। মজুমদার, রমেশ চন্দ্র-'বাঙলার ইতিহাস'

Dhaka University Institutional Repository

৩৫। নারীর আইনী অধিকার পৃ-১৪ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় জুন ২০০০।

৩৬। মহিলা বিষয়ক প্রজ্ঞাপন সার্কুলার অফিস আদেশ ও পরিপত্রের সংকলন পৃ-৬২, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৩৭। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ১৯৯৬ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত সংশোধিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৩৮। নারী পক্ষের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর পর্যালোচনা রিপোর্ট থেকে।

৩৯। অধ্যাপক এ,খান, শ্রম ও শিল্প আইন, কামরুল ল বুক হাউজ, ঢাকা-১৯৯১।

৪০। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৯৬ সালের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত সংশোধিত, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৪১। BBS 1996 Labour Force Survey 1995-96

৪২। ILO, 1995 Gender Equality at work; Strategies towards 21st century.

৪৩। Karim, Nilufar, A. 1997, Factors affecting women Entreprenurship in Bangladesh, 1997.

৪৪। Begum, K. 1992 A Survey on women Entreprenurship 1991-92

৪৫। Paul, mozumder and Choudhuri Z, 1992, Socio-economic condition of female workers employed in the garment industries of Bangladesh. A book in Bengali, Published by Bangladesh Akata Publication limited Dhaka.

৪৬। Daily Ittefaq, Prothom Alo, Bhorer Kagoj, Daily Star, Janokantha. Independence, July 200-March 2001.

Dhaka University Institutional Repository

২৫। Human development in south Asia 2000, the gender question,Page-76 published for the Mahbub-ul-haq human development centre, the university press limited.

২৬। দৈনিক যুগান্তর-৪জুন ২০০৩

২৭। United nations actions in the field of human rights united nations publications, 1988 Ibid, Page-50

২৮। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান পৃ-৯, ৪৯ ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশের ফরমস ও প্রকাশনা অফিস, তেঁজগাও ঢাকা।

২৯। বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ফেব্রুয়ারী ২৭,২০০৩

৩০। মহিলা বিষয়ক প্রজ্ঞাপন সার্কুলার অফিস আদেশ ও পরিপত্রের সংকলন পৃ-৬৬, টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স ফর জেন্ডার ফ্যাসিলিটি এন্ড ইন্সষ্টিটিউশনাল সাপোর্ট ফর ইমপ্লিমেন্টশন অব দি ন্যাশনাল এ্যাকশন প্ল্যান প্রকল্প, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৩১। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, পৃ-১৮, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ৮মার্চ,১৯৯৭।

৩২। নারীর আইনী অধিকার পৃ-৩৬ মহিলাও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জুন ২০০০

৩৩। Review and appraisal of implementation of the Beijing plan form for action, special session of the ungenral assembly meeting women 200. Gender equality, Development and peace for the twenty first century, Bangladesh country paper, June 2000 P-20

৩৪। মহিলা বিষয়ক প্রজ্ঞাপন সার্কুলার অফিস আদেশ ও পরিপত্রের সংকলন পৃ-৮৪ মহিলাও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৫। Paul, Mozumder, 200 "Violence and Hazards suffered by women in wage employment; A case of women working in the export oriented garment Industry of Bangladesh Empowerment 2000". 7 Journal women for women, Dhaka, Bangladesh.

১৬। Paul, Mazumder Protima (1998) Health status of garment worker in Bangladesh Findings from a survey of Employers and Employees, mimeo, Bangladesh Institute of Development studies Dhaka, Bangladesh.

১৭। জাতি সংঘ সনদ, পৃ-১০, Published by the United nations information centre, Dhaka, Bangladesh.

১৮। United nations actions in the field of human rights p. 19.1988 United nations Publications.

১৯। United nations action in the field of human rights p. 33-36 united nations publications 1988 Ibid.

২০। I bid Page-117, Para-7

২১। Human Rights, Status of International Instruments, page-237, United nations publications.

২২। United nations actions in the field of human rights, P-117, united natons publications, 1988 Ibid.

২৩। I bid, Page-118

২৪। United nations actions in the field of human rights, 1988 P-43, united nations publications.

Dhaka University Institutional Repository

৮০। রায়, নীহার রঞ্জন, 'বাঙালীর ইতিহাস', দেজ পাবলিশিং কোলকাতা ১৪০২বাং।

৮১। চট্টোপাধ্যায়, শরৎ চন্দ্র 'নারীর মূল্য'।

৮২। মজুমদার, রমেশচন্দ্র 'বাঙালার ইতিহাস' জেনারেল কোলকাতা ১৯৯৬।

৮৩। Kabir, Farah (2000) Sekul Ha rassment and Ause at Work paper presented is a ILO-BNCWWD workshop on Labourday". A worker perspective on labour market issues in Bangaldesh held in Dhaka. 30 April, 2000.

৮৪। The State of world population 2000.

৮৫। United Nations Vol. 5.67

৮৬। "আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও"-মহিলা অঙ্গন, দৈনিক ইত্তেফাক, তারিখ ২৭/০৯/৯৯

৮৭। "বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস পার্ট-১" মিয়া, মোহাম্মদ ফিরোজ।

৮৮। এক নজরে 'নারী উদ্যোগ' জীবন দে শ্যামল দৈনিক যুগান্তর ৪ জুন ২০০৩

Web side

<www.unicef.org>

<www.wucp.org>

<www.focalpointugo.org>

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

সংযোজনী-১

শ্রম আইনে মহিলা সংক্রান্ত ইস্যু ঃ

মহিলা সংক্রান্ত ইস্যু যে সব শ্রম আইনে উল্লেখ করা আছে তা হলো।-

ধারা ২০। পুরষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা প্রসাব ও পায়খানা রাখার বিধান।

ধারা ২৪। চলমান যন্ত্রের উপরে ও নিকটে কাজ করাঃ মহিলা ও শিশুদের কাজ করতে না দেয়ার বিধান।

ধারা ২৯। তুলাধুনা যন্ত্রের নিকটে কাজ করার জন্য মহিলা ও শিশু শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধকরণ।

ধারা ৩৬। অতিরিক্ত ভারী মাল বহনঃ মহিলাদের জন্য মালের পরিমান নির্দিষ্ট করণ।

ধারা ৪৩। পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক ও পর্যাপ্ত পর্দা দেয়া সৌচাগারের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

ধারা ৪৭। শিশুদের জন্য ব্যবস্থা ঃ ৫০জনের বেমী মহিলা শ্রমিক নিযুক্ত থাকলে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের ছয় বছর বয়সের নীচের বা তাদের রাখার জন্য শিশু যত্ন কেন্দ্রের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

ধারা ৬৫। মহিলাদের চাকুরীর ব্যাপারে বিধি নিষেধ ঃ মহিলাদের কাজের সময় সকাল ৭টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত এবং এর পরে কাজ করা নিষিদ্ধ।

ধারা ৮৭। বিপদজনক কাজ ঃ দৈহিক আঘাত প্রাপ্ত হয়ে বিষক্রিয়া হবার সম্ভাবনা থাকলে মহিলাদের সেই সমস্ত জায়গায় কাজকরা নিষিদ্ধ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২

এক নজরে বাংলাদেশে নারী ও উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ ঃ

১৯২৯ ঃ বাংলায় নারীরা ভোটাধিকার অর্জন করে।

১৯২৯ঃ সারদা অ্যাক্টেপাস করা হয় বাল্য বিবাহ রোধ করার জন্য ছেলেদের বিয়ের বসয় ১৮ বছর ও মেয়েদের ১৪ বছর নির্ধারন করা হয়।

১৯৩৫ ঃ ভারত বর্ষে নারী সমাজের ভোটাধিকার আইন পাস হয়।

১৯৩৯ ঃ মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইনে বিবাহিতা মহিলাকে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার দেয়।

১৯১৪ ঃ Immoral Trafic Bill সংশোধিত হয়।

১৯৫৬ ঃ হিন্দু বিধবাদের জন্য পুনবিবাহ আইন পাস হয়।

১৯৬১ ঃ মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ জারি ও পরে সংশোধিত আইন হয়।

১৯৭২ ঃ বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর সমান অধিকারের দ্বারা মৌলিক অধিকার অর্জিত হয়।

১৯৭২ ঃ বাংলাদেশ নারী পূনর্বাসন বোর্ড গঠন।

১৯৭৩ ঃ জাতীয় সংসদে সদস্য পদে মহিলাদের জন্য কোটা ব্যবস্থা প্রবর্তন।

১৯৭৪ ঃ বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ডকে, 'নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশন' এ রূপান্তর।

১৯৭৪ ঃ মুসলিম বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ রেজিষ্ট্রিকরণ আইন প্রণীত হয়।

১৯৭৫ ঃ প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ এবং বর্ষধারার পক্ষে ভোট দান।

১৯৭৬ ঃ পুলিশ ও আনসার বাহিনীতে নারীদের নিয়োগ করার অধ্যাদেশ জারি হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৬ ঃ ক, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সংস্থাগঠন, খ, মহিলা সেল গঠন, গ, মহিলা বিষয়ক বিভাগ গঠন, ঘ, সরকারী খাতের সাংগঠনিক কাঠামোতে কোটাভিত্তিক মহিলাদের পদসৃষ্টি।

১৯৭৮ ঃ মহিলা মন্ত্রণালয় ও মহিলা মন্ত্রী নিয়োগ হয়।

১৯৭৮ ঃ মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন।

১৯৮০ ঃ দ্বিতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ এবং সম্মেলনে সিদ্ধান্ত পত্রে স্বাক্ষর।

ঃ যৌতুক নিরোধ আইন পাস।

১৯৮৩ ও ১৯৯৫ ঃ নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধের আইন হয়।

১৯৮৪ ঃ মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর গঠন।

১৯৮৫ ঃ পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ জারি হয়।

১৯৮৫ ঃ দশম সমাপনী সম্মেলনে অংশগ্রহণ এবং সম্মেলনে (Nairaobi Forward Locking Strategy) অবদান।

১৯৮৫-৯০ ঃ নারী পুরুষের উন্নয়নে অসাম্য দূর করতে লক্ষ্য নির্ধারণ এবং বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ।

১৯৮৯ ঃ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে মহিলা মন্ত্রণালয় পৃথক।

১৯৯০ ঃ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর গঠন।

১৯৯১ ঃ জাতীয় মহিলা সংস্থাকে বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে পরিণত।

১৯৯১ ঃ WID Focal Point তৈরী।

১৯৯৪ ঃ শিশু বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নামকরণ করা হয়, 'মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়'।

১৯৯৫ ঃ ক. NCWD (National Council For Womens Development) সৃষ্টি।

খ. চতুর্থ নারী সম্মেলন বাংলাদেশের অংশ গ্রহণ এবং সুপারিশ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৬ ঃ নারী উন্নয়ন পরিষদ দেশের সর্বোচ্চ নারী উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঘোষিত হয়।

নারী উন্নয়নে সরকারকে সহযোগিতার জন্য মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি ইউনিট PLAGE নামে গঠিত হয়েছে।

শিশু অধিকার ও নারী অধিকার বিষয়ে আন্তর্জাতিক প্রায় সব সনদে সরকার স্বীকৃতি দেয়। নারী অধিকার আন্দোলনের প্রতি নারী সমাজের অগ্রগতিতে যে নারী নেত্রীবৃন্দ অবদান রাখছেন তাদেরকে রোকেয়া পদক দেয়াই আইন প্রবর্তিত হয়।

১৯৯৬ ঃ ক. PFA বাস্তবায়নের জন্য টাস্কফোর্স গঠন।

খ ঃ PFA বাস্তবায়নে Core Group গঠন।

১৯৯৭ ঃ মার্চ নারী উন্নয়ন নীতিমালা ঘোষিত হয়।

১৯৯৭ ঃ সিড ও সনদের ১৩ (এ) এবং ১৬.১(এফ) ধারা প্রত্যাহার করা হয়।

১৯৯৭ ঃ ক. নারী উন্নয়নে জাতীয় নীতিমালা প্রনয়ন।

খ. স্থানীয় সরকার সমূহে নির্বাচনে মহিলাদের জন্য এক তৃতীয়াংশ সংরক্ষিত আসনে সরাসরি ভোট গ্রহণ।

১৯৯৯ ঃ পৌরসভার নির্বাচনে মহিলাদের জন্য এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

২০০১ ঃ নারী ও শিশু পরিষদের ১৩টি স্থায়ী কমিটির মধ্যে সমাজ উন্নয়ন কমিটিব সভাপতি মহিলা সদস্য থেকে নিযুক্ত হবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহন।

ঃ সরকারি চাকরি জীবী মহিলাদের প্রসুতি কালীন (মাতৃত্বকালীন) ছুটির মেয়াদ তিনমাসের স্থলে চারমাস নির্ধারণ।

[সূত্র ঃ প্রফেসরস ক্যারেন্ট অ্যাফেয়ার্স অ্যালবাম এবং অন্যান্য পত্রিকা]

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৩

এম,ফিল, গবেষণার অংশ বিশেষ জরিপ এর প্রশ্নমালা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় — স্থান/মহল্লা ঃ

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ — ওয়ার্ড ঃ

তত্ত্বাবধায়ক ঃ অধ্যাপক এম,সাইফুল্লাহ ভূইয়া — থানা ঃ

গবেষকের নাম ঃ লাকী আক্তার — সময় ঃ

- নাম ঃ
- বয়স ঃ
- স্থায়ী ঠিকানা ঃ
- পেশা ঃ
- মাসিক গড় আয় ঃ
- শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ
- বিবাহিত/অবিবাহিত ঃ

  স্বামী/অভিভাবকের পেশা ঃ
- স্বামী/অভিভাবকের মাসিক গড় আয় ঃ
- বিবাহিত হলে ছেলে মেয়ে ক'জন ? ঃ
- বিবাহিত হলে চাকুরি করতে স্বামীর কোন আপত্তি আছে কিনা ? ঃ
- অবিবাহিত হলে পরিবারের কোন সদস্যের আপত্তি আছে কিনা ?ঃ
- আপনি তো চাকুরি করছেন এত সংসারে পুরো সময়টা ব্যয় করতে পারছেন না, এজন্য সাংসারিক জীবনে কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় কি ? ঃ
- আপনার স্বামী কি আপনাকে সাংসারিক কাজে কোন সাহায্য করে ? ঃ

Dhaka University Institutional Repository

- আপনি যে চাকুরি করছেন এ বিষয়ে আপনার কোন প্রশিক্ষণ আছে কি ? ঃ
- (হ্যাঁ হলে) প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে আপনি কি কোন ধরনের সুবিধা পেয়েছেন ? ঃ
- আর্থিক আয় বৃদ্ধির জন্য আপনার কর্মক্ষেত্রে শিক্ষাগ্রহণের কোন সুযোগ আছে কি? ঃ
- (হ্যাঁ হলে) কি ধরনের শিক্ষার সুযোগ আছে? দক্ষতার উন্নয়ন/উৎপন্ন দ্রব্যের মান উন্নয়ন/বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত জ্ঞান/অন্যান্য .....
- আপনি কি একজন মহিলা হিসাবে কর্মক্ষেত্রে পূর্নাঙ্গ স্বাধীনতা পাচ্ছেন ?
- কর্মক্ষেত্রে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হন? ঃ যৌন হয়রানী মূলক/অসৌজন্য মুলক আচরন/উত্যক্ত করা/কটুক্তি করা/ব্যঙ্গ করা ইত্যাদি।
- কর্মক্ষেত্রে আসা যাওয়অর পথে কোন প্রতিবন্ধকতা/বাধার সম্মুখীন হন কি? ঃ
- অফিসে মালিকের ব্যবহার কেমন ঃ
- অফিসে সহকর্মীদের আচরণ কেমন ঃ
- আপনি কি মনে করেন কর্মজীবী মহিলাদের জাতীয় রাজনীতে অংশগ্রহণ করা উচিত ? ঃ
- আপনি কি মনে করেন কর্মজীবী মহিলাদের সভা/সমিতিতে/অংশ গ্রহণ করা উচিত ? ঃ
- চাকুরী করার ফলে আপনি কি অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছেন ?
- আপনার পরিবার কি আপনি চাকুরি করার ফলে উপকৃত হচ্ছে ? ঃ
- চাকুরি করার ফলে সমাজ কি আপনাকে ভালো চোখে দেখে ? ঃ
- (না হলে) কি কি সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, মহিলারা ঘরের বাহিরে যায়/মহিলারা চাকুরী করছে পুরুষের সাথে/মহিলারা খারাপ হয়ে যাচ্ছে এধরনের কোন মন্তব্য .....

Dhaka University Institutional Repository

- বর্তমানে জাতীয় সংসদের মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ত্রিশটি আসন বিলুপ্ত। আপনি কি মনে করেন বর্তমান সরকারে মহিলাদের ৩০টি সংরক্ষিত আসন বহাল রাখা উচিত/না সরাসরি জনগনের ভোটে মহিলাদের নির্বাচিত হয়ে আসা উচিত?ঃ
- আপনি কি মনে করেন পুরুষের পাশাপাশি মহিলারা জাতীয় উন্নয়নে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারে?
- বর্তমান সরকার প্রধান এবং বিরোধী দলের প্রধান দুজনেই মহিলা। এক্ষেত্রে আপনি কি মনে করেন চাকুরীর ক্ষেত্রে মহিলা কোটা আরও বৃদ্ধি করা উচিত ?
- সমস্যা সমূহ দূর করার জন্য রাষ্ট্রীয়, সামাজিক এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত?

আপনাকে ধন্যবাদ